কামিনী-কুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি ছিলেন। তারাবতী তাঁহার পরমা সুন্দরী প্রিয়তমা পত্নী। এই গন্ধর্ব্ব-বনিতা, মর্ত্ত্যলোকের ভাবভঙ্গী সন্দর্শনার্থ, স্বীয়া বিশ্বস্তা অনুচরী সমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্বালয় হইতে বহির্গতা হইতেন। এইরূপে একদিন বহির্গতা হইয়া, অধোদৃষ্টিতে বিমান-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিশা দ্বিপ্রহরের সময়, অবনীতলে এক আশ্চর্য্য অবলোকন করিলেন। এক স্থানে অতি মনোহর কুসুম-কানন! তাহা চম্পক, চামেলি, যুঁই, যাঁতি, মল্লিকা, মালতী, কামিনী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি কুসুমে সুশোভিত; সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল, সেই পুষ্পরাজির বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া, তাহাদের গুণসর্ব্বস্ব পরিমল

হরণ করিয়া, মৃদুমন্দসঞ্চারে বহমান হইতেছে ও দশদিক সুগন্ধায়মান করিতেছে! এখনও নিতান্ত মধু-প্রিয়, সারাদিন মধুমদপানে মত্ত দুই একটা ভ্রমর, কুসুমগাত্রে হুল সংলগ্ন রাখিয়া, নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার অপরিস্ফুট ঝঙ্কার দিতেছে। পিকগণ, বিরাজমান রসাল তরূপরি, নিবিড় পত্রমধ্যে, অর্দ্ধ লুকায়িত থাকিয়া, কুহু কুহুরবে বিরহি-বিরহিণীর অন্তর্জ্বালা দ্বিগুণিত করিতেছে। স্মিতবর্ণ শশাঙ্কদেব নীলগগণের কক্ষে বসিয়া বিমল জ্যোৎস্নায় জগন্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া, কাহারও মনে সুখ-শান্তি, কাহারও শোক-ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন! এমন সময়ে, সেই বিজন কানন-ভিতরে, এক পুরুষ-রত্ন কোন রমণী-মণি সঙ্গে, একাসনে বসিয়া, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া একমনে, এক প্রাণে, সুমধুর বাক্যালাপ করিতেছে ও হৃদয়ের হাসি হাসিতেছে। অনিমিষ-লোচনে, তারাবতীসহচরী তাহাই নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সেই স্থানাভিমুখে সমথী অবতরনোন্মুখী হইলেন; এবং দুই জনের রূপ ও ভাব আরও স্পষ্টতর সন্দর্শন পূর্ব্বক একবারে ধৈর্য্যচ্যুতা হইয়া তারাবতীকে সম্বোধন করিয়া, এইরূপে মনোবিহ্বলভাবে, মৃদু বেহাগ সুরে কহিতে লাগিলেন—

একতালা।

দেখ, দেখ, সহচরি! একি চমৎকার!
হেন রূপ নাহি হেরি ত্রিলোক-মাঝার॥
কোথা রূপবতী রতি, কোথা গেল রতি-পতি,
দেখাতাম তাদের এ রূপেরি বাহার।

সখি, আ-মরি! আ-মরি! লাজ মান পরিহরি,
সাধ যায় মনে, সেবি চরণ দোঁহার ॥
বুঝি কানন-ভিতর, নামি আসি নিশীশ্বর,
ল'য়ে কৌমুদী সুন্দর, বিজনে করিছে বিহার ॥

তারাবতী।—ছি ছি! সহচরি! অনর্থক কেন ওরূপ ভ্রান্ত ও অশান্ত হইতেছ? নারীজাতির সহসা চিত্ত-চাঞ্চল্য হওয়া উচিত নহে। মনের উদ্বেলতা দূর কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, ধৈর্য্য ধর। দেখ, আমরা এখনও শূন্যোপরেই আছি, কিছুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিনা। চল, কাছে গিয়া, ভাল করিয়া দেখিগে, ইহারা দেব-দেবী, না মানব-মানবী!

সহচরী।—সখি! সখীই সখীর মন, সখীই সখীর প্রাণ, সখীই সখীর অন্তরাত্মা, সখীই সখীর জীবন-সর্ব্বস্ব। তুমি আমার অপেক্ষা শতগুণে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী; আমি আর কি বলিব, আমার আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার অন্তরাত্মার বিভাব ভাব বুঝিয়া, এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই অনুষ্ঠান কর। এখন, তুমি আমায় যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।

এইরূপ কথনানন্তর, দুইজনে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইলেন, এবং কানন-ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া, সেই মূর্ত্তিমান কন্দর্প-রতির সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট পরিষ্কার নিরীক্ষণ করিলেন; এবং মানব-মানবী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

তারাবতী।—সখি! আমার একটী কথা রক্ষা কর। এ দুজনের দেহে শীঘ্র প্রবেশ কর; মায়ামোহে উভয়কে নিদ্রান্বিত

কর ; পরে, এই পুরুষ-রত্নকে হরণ করিয়া লইয়া নিজবাসে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাও! এই আদেশ দিয়া তারাবতী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর তারাবতীর সহচরী, উভয়ের শরীরে প্রবিষ্টা হইবামাত্র উভয়ে মায়াবশে নিদ্রাভিভূত হইয়া, চৈতন্য হারাইলেন। এই সুযোগে, সহচরী সেই পুরুষ-রত্নকে হরণ করিয়া, হর্ষিত অন্তরে তারাবতীর আলয়ে গিয়া উপনীতা হইলেন। তখন তিনি তাহাকে স্বায়ত্তের মধ্যে পইয়া, প্রফুল্লিত চিত্তে, তাহার সংজ্ঞা সম্পাদন পূর্ব্বক, তাহার সহিত হৃদয়ের চির-সঞ্চিত বাক্য ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষ অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিত, অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত নারী-পাশে উপস্থিত, সুতরাং চকিত, বিস্মিত, ভয়-ব্যাকুলিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং মধ্যে মধ্যে, সেই বাক্যালাপে উদ্‌গ্রীবা সুন্দরীর প্রতি হৃদয়স্পর্শী কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কণ্ঠাগত বাক্য স্ফুরণ করিতে পারিলেন না।

পর-পুরুষের সেরূপ ভাব দেখিয়া, তারাবতী কহিলেন, অয়ি পুরুষ-রতন! তোমার ভয় কি?—এ অমরভবন। তুমি নিঃশঙ্কভাবে তোমার এ অধীনীর প্রতি বাক্যালাপ কর। তুমি ইতঃপূর্ব্বে যেরূপভাবে অবলার মনপ্রাণহারক মৃদু মৃদু হাস্যাস্যে মধুর-ভাষ্যে কথোপকথন করিতেছিলে, ঠিক্ সেইরূপভাবে অন্ততঃ একবারও বাক্যালাপ কর। আপনা হইতে তাহা যদি নাও পার, তবে, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি বা বলি, তাহারও উত্তর দিয়া আমায় কৃতার্থ কর। তাহাতেও যদি একান্ত অপারগ হও, তবে, আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগসহকারে

অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ণন কর। আমাকে অবিশ্বাস করিও না, আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিতেছ বলিয়া বার-বনিতা বোধ করিও না। আমি সতী, স্বপতি-পরায়ণা; আমি একজন কন্দর্প-লাঞ্ছিত সুর-বাঞ্ছিত পতির পত্নী, এ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত সংলাপও করি নাই, কাহারও সহিত সংস্থিতিও করি নাই। অতএব, ভদ্র! একটী কথাও কও, এ দাসীর মন প্রাণ রক্ষা কর, চির-দুঃখ দূর কর। আর, তোমার মত ব্যক্তিকে, অধিক বলা আমার মানায় না। এই বলিয়া তৃষাতুর নয়নে, একমনে গালে হাত দিয়া, তারাবতী একদৃষ্টে মূকবৎ চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে, সেই স্থানে, দৈবক্রমে তারাবতী-পতি চিত্রাঙ্গদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্রাহতবৎ স্বভার্য্যাকে এরূপ পর-পুরুষ সমীপস্থা দেখিয়া, রাগে অরুণলোচন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—ওরে তারাবতি! কি জন্য তোর এ দুষ্টমতি, এ নষ্টমতি হইল? পূর্ব্বে তুই যে আমার সাক্ষাতে যে সতীত্ব, যে পতিপরায়ণত্ব জানাইতিস্, এখন সে সব তোর কোথায় রহিল? আমার অসাক্ষাতে তোর এই কর্ম্ম!—তোর কি এই ধর্ম্ম? আমায় মর্ম্ম-বেদনা দিয়া, লজ্জা, শরম, মান, সম্ভ্রম, এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, আমার ভয় শঙ্কা না রাখিয়া, দুই কুলে কালী দিলি! আপনাকেও নিরয়গামিনী করিলি! ছি! ছি! ছি! আমি গন্ধর্ব্বরাজ, আমার গৃহিণী হইয়া, কলঙ্কিনী কি কারণে হইলি?—না! তোদের কারণ, অকারণ কিছু নাই, অভাব, বিভবও নাই, স্বভাবই মূলাধার। ধিক্ তোরে! কেবল তোরেই বা কেন? ধিক্,

শত ধিক্ সহস্র ধিক্ তোদের ক্রূর, কপট নারীকুলে! রে ব্যভিচারিণি! রে কুল-বিনাশিনি! তোর মনে কি শেষে এই ছিল? রে স্বজাতি-ত্যাগিনি! গন্ধর্ব্বী হইয়া, মানবে কিরূপে আসক্তা হইলি? ধিক্ সেই রতীশ্বরে, ধিক্ তার পঞ্চশরে। বলি, তারাবতি! তোরা নাকি আবার সরলা?—না, গরলা!—অবলা?—না, মহাবলা!—নহিলে কি, এরূপ গরলময়, বলসাধ্য দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থা হইতিস্, না, সাহস করিতে পারিতিস্?

এইরূপ বলিতে বলিতে, ক্রোধে ও তাপে কম্পিত কলেবরে অসি ধারণ পূর্ব্বক, চিত্রাঙ্গদ ভয়-সঙ্কুচিতা তারাবতীর প্রতি, চন্দ্র-প্রভার অভিমুখে রাহুর ন্যায়, ধাবিত হইলেন।

তারাবতী। (কাতরস্বরে ও মিনতি সহকারে, বামহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) ছি! ছি নাথ! এই কি পুরুষের কার্য্য! এরূপ কুকার্য্য বিচার না করিয়া, করিও না। আমাকে মার, আমি মরি, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি দুঃখ নাই। তুমি আমার প্রভু, তুমিই আমার দেব, তোমার প্রীতির উদ্দেশে, তোমার চরণে আমার এই নশ্বর প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, অনশ্বর যশঃকীর্ত্তি সুখস্বর্গ লাভ করি, এই ত আমার জীবনের পরাকাষ্ঠা। ইহাত সকল পতিব্রতা স্ত্রীরই হওয়া উচিত। তবে কি, প্রাণনাথ! পুরুষের সর্ব্বদা সর্ব্বথা যথাযথ বিবেচনা পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে, আর অনুশোচনা হয় না। সদসৎ না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া, হঠাৎ একটা কার্য্য করিয়া ফেলিয়া, পরে অনুতাপ করা, সেও বিষম প্রাণান্তক কষ্টকর! অতএব, তোমার এ চিরাধীনা যা বলে, আগে শুন,

পশ্চাৎ তার ব্যবস্থা কর। সুবিচারানুসারে আমি যদি বধ্যা হই, বধ কর। তাই বলি, তুমি না বুঝিয়া অনর্থক রোষ করিতেছ। আমাকে উপলক্ষ করিয়া, সমস্ত নারীজাতির উপরে অপকলঙ্ক দিতেছ। অবশ্য, তুমিই আমার একমাত্র পতি, তুমিই আমার পরমা গতি, তোমার কথার উপরে আমি একটী কথা কই, এমন আমার কি সাধ্য? আর ভালই হউক, মন্দই হউক, স্ত্রী অপেক্ষা শত সহস্র গুণে জ্ঞানবান স্বামী যাহাই বলুন না কেন, স্ত্রীর তাহাই গ্রাহ্য। স্বামী ভালমন্দ যাহাই করুন না কেন, তাহাতে স্ত্রীর দ্বিরুক্তি আর কি আছে? থাকিলেও, করা বিধেয় নহে, শ্রেয়স্করও নহে। আমি যে জীবনের মমতায়, প্রাণের ভয়ে, এত কথা বলিতেছি, তাহা নহে। তোমারই হাতে আমার যদি প্রাণ যায়, সে ত প্রাণ যাইবার উৎকৃষ্ট পন্থা; সাধ্বী-সতীরা স্বামীর সন্তোষের জন্য কত অনুষ্ঠান করে; তোমার সন্তোষের জন্য, তোমার মনের আক্ষেপ মিটাইবার জন্য যদি আমার এই তুচ্ছ প্রাণ, তোমার ঐ করতলগত হয়, সে ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রাণনাথ! তোমার সঙ্গে আমার কি আজ দুদিনের আলাপ, না, দুদিনের চেনা পরিচয়—যে এখনও আমার পরীক্ষা করা তোমার বাকি আছে? তুমি প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া, কেন এত উন্মত্তবৎ হইতেছ? তুমি যে কারণে, আমাকে, আমার নারীজাতিকে "অসতী" প্রভৃতি কত কি দুর্বাক্য বলিলে, সে কারণ আগে তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এই যে পর পুরুষটীকে আনিয়াছি, বা ইহার কাছে বসিয়া আছি, ইহা আমার কোন দুরভিসন্ধি নহে; ইহাতে আমার কোন কুভাব নাই, এ

ব্যক্তিরও নাই। কেবল মনের একটা ঔৎসুক্য ও কৌতূহল নিবারণার্থ ইহাকে এখানে আনিয়াছি। এই দ্বিপ্রহর নিশীথসময়ে জ্যোৎস্নাময় নভোমণ্ডলে সসখী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ও অধোদৃষ্টিতে অবনীমণ্ডলের বিচিত্র রূপমাধুরী দৃষ্টি করিতে করিতে, সৃষ্টির অসাধারণ শিল্পটী, এই অলৌকিক অসামান্ত রূপলাবণ্যের বস্তুটী নয়নগোচর হইল। তাই, আমি ত তোমার অর্দ্ধাঙ্গী, আমায় যাহা ভাল লাগিবে, তোমারও ত তাহাই ভাল লাগিবে, এই ভাবিয়া, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তোমার নয়নের তৃপ্তি সাধন, দৃষ্টির চরিতার্থতার জন্য, ইহাকে এই খানে আনিয়াছি। তাই আমি এতক্ষণ নয়ন-ভরিয়া দেখিতেছি, আর তোমাকে দেখাইব বলিয়া, এক-মনে প্রতীক্ষা করিতেছি। নতুবা, হে প্রাণপতি! হে সর্ব্বেশ্বর! আমার অন্য কোনও ভাব নাই। যদিই কিছুমাত্র থাকে, তবে যেন তোমার হাতে আমার প্রাণ যায়—(ক্রন্দন)।

চিত্রাঙ্গদ। রে মায়াবিনি! পতিঘাতিনি! এই জন্যই তোদের বলে "মেয়েমানুষ"—না—"মায়ামানুষ"। তোরা এইরূপ মায়াবলেই, মোহজালেই পুরুষ-জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিস্। তোদের এই মায়া-বলকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য, তোদের মোহজাল-বিস্তার, তাহা ছিন্ন বা ভিন্ন করা একরকম অসম্ভব। তোরা ঠিক্ সময়-সঙ্গত কখন্ কি মায়া ধরিস্, তাহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানই বলিতে পারেন কি না, সন্দেহ। আমি তোর ও-ছল-চাতুরী, তোদের জাতির ও-স্বাভবসিদ্ধ ছল-চাতুরীতে পড়ি না, তাহাতে ভুলিও না। (এই বলিয়া ক্রোধোর্দ্ধ নয়নে অসি উত্তোলন)।

তারা। কি কর, কি কর হৃদয়-নাথ! রাক্ষা কর, রক্ষা কর। (সাশ্রুনয়নে চরণযুগল ধরিয়া) তুমিই আমার রক্ষক, এখনই অতর্কিতভাবে তোমার এ দাস্তনুদাসীর ভক্ষক হওয়া উচিত হইতেছে না। তুমিই আমার ভক্তি, তোমায় ভুলিয়া আর কাহাতে আমি আসক্তি করিব? তুমিই একমাত্র মুক্তি, তোমায় ছাড়িয়া, আর কাহার দ্বারা, আমার মুক্তি সাধন করিব? ছি প্রাণ! ছি জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার প্রতি আমার পূর্ব্বাপর ভালবাসা একবার, আর একবারটী স্মরণ করিয়া দেখ। আর একটীবারমাত্র ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ওরূপ অবুঝ, ওরূপ জ্ঞনহারা হইলে চলে কি? (সক্রন্দন কৃতাঞ্জলিপুটে) আমাকে মারিবেই ত, আমি মরিবই ত, স্ত্রীহত্যা করিবেই ত। একটা কথা, আর একটা কথা, চরণে শরণ লইয়া নিবেদন করি। আমাকে ত তুমি একবারেই ব্যাভি-চারিণী বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু তুমি যে যাবতীয় জগতীর নারীজাতির উপর দোষারোপ করিলে, তাহার মধ্যে কতশত সতী-সাধ্বী পতিব্রতা পতিগতপ্রাণা রমণী আছেন, তাঁহাদের দোষস্খালনের জন্যই, বলিতেছি যে, তুমি, অথবা তোমার অবস্থাপন্ন পুরুষেরা, অথবা ইহ সংসারের সাধারণ পুরুষেই যে আপন প্রকৃত ধর্ম্মতঃ সতী স্ত্রীকেও অসতী বলেন, তাহার প্রধাণতম কারণ এই, তাঁহারা সদাসর্ব্বক্ষণই সন্দিগ্ধ ও অশুদ্ধচিত্ত। আমরা যেমন আমাদের পিতৃদত্ত বা স্ব-মনোনীত পতি পাইয়াই, তাহাতে ভুলি, ধর্ম্মভয়ে বা প্রীতির আবেগে আর ভাল মন্দ জ্ঞান বা বিচার করিনা, তোমরা আমাদের পক্ষে, তা করনা; তোমাদের মন দিবারাত্রি জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায়

অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। এমন কি, অনেক সময়ে, অপরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-বিচারও রাখিতে চাও না। এ সব কেবল তোমাদের মনের, পাপ মনের দোষ বই ত নয়। আমরা এক পতি পাইয়াই ভুলি, তাঁহার প্রীতিতে সহজেই মজি, একারণ আমরা "সরলা"। আর, এক পতি-পুরুষ ভিন্ন গত্যন্তর করিতে প্রবৃত্তি হয় না, করিতেও পারি না; পতি ধরুক, মারুক, যা কিছু বলুক, যা কিছু করুক, তৎপ্রতিবিধানে কিছুই করিতে আমরা বল ধরিনা, এবং বোধ হয়, আমাদের বলও নাই, এজন্য আমরা "অবলা"।

চিত্রাঙ্গদ। (লগুড়াহত সর্পের ন্যায় রুষ্ট হইয়া ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া) রে অবিনীতে! পাপীয়সি! পতি-প্রতারিকে! পর-সোহাগিনি! (স্ত্রীর কেশপাশ ধারণ ও শিরশ্ছেদনে উদ্যত)।

এই মুহূর্ত্তে, মুনি দুর্ব্বাসা একাদশীর উপবাসানন্তর, শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে পারণার্থে শচীপতি ইন্দ্রের সকাশে, দৈবক্রমে এই পথ দিয়া, যাইতেছিলেন। দ্রুতপদে যাইতে যাইতে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে শিষ্যেরা প্রথমে এই কোলাহল লক্ষ্য করেন; পরে, দুর্ব্বাসা শিষ্যদিগকে তৎপদানুসরণে নিবৃত্ত বুঝিতে পারিয়া, পশ্চাতে দৃষ্টি করিবামাত্র, ঐ ব্যাপারে আকৃষ্ট হইলেন এবং নারী-হননোদ্যত গন্ধর্ব্বরাজের সন্নিকটে গিয়া দর্শন দিলেন। পরে, কাণ্ডসমস্ত অবগত হইয়া, রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, রে গন্ধর্ব্ব! তোর এ স্ত্রীহত্যা-গর্ব্ব খর্ব্ব কর্, নতুবা, এখনই তোর লয় উপস্থিত হইবে।

রাগ-প্রমত্ত ইষ্টানিষ্টজ্ঞান-শূন্য গন্ধর্ব্বরাজ তখন সক্রোধ মুনিকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ হইলেন বটে,

কিন্তু, তাঁহার কুকার্য্যে উৎসাহান্বিত চক্ষে কথঞ্চিৎ ভীতি বা বিরতির লক্ষণ লক্ষিত হইল না, বরং একদৃষ্টে সাহসোৎফুল্ল-লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন; হস্তে উত্তোলিত অসি সেই ভাবেই রহিল।

তাঁহার এতাদৃশী আস্পর্দ্ধা দর্শনে, আহুতি-প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় দুর্ব্বাসা কহিলেন, রে দুরাত্মন্! রে পামর! রে গন্ধর্ব্ব-কুলাঙ্গার! তুই স্ত্রী-হত্যায় এখনও অগ্রসর? এখনও তুই আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ বা কর্ণপাত করিয়া, হস্তের অসি স্খলিত বা অবনতও করিলি না? কি আস্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার! কি তেজ! তুই কখনই এ গন্ধর্ব্ব-পুর-বাসের যোগ্য নহিস্। তুই এ রাজ্য-পদের আর উপযুক্ত নহিস্। তুই অচিরাৎ এই গন্ধর্ব্বরাজপদ হইতে চ্যুত হইয়া, এই গন্ধর্ব্বলোক হইতে বিস্খলিত হইয়া দুষ্ট মর্ত্ত্যলোকে যাইবি, আর আপন নারীর কাছে নানা শাস্তি পাইবি।

গন্ধর্ব্বেশ্বর, অন্যায্য-দর্শনে ক্রোধ-ক্ষিপ্ত মুনির এই আকস্মিক মর্ম্মান্তিক অভিশাপ শ্রবণে, বাতাভিহত, ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; হস্তের অসি দূরে নিক্ষিপ্ত হইল ও নয়নযুগলে দর দর বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রন্দনাবেগে রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কাতরস্বরে বলিলেন, প্রভো! লঘুপাপে কেন গুরুদণ্ড বিধান করিলেন? ইহা অপেক্ষা, কেন আমায়, আপনার ঐ ক্রোধ-জ্বলিত নয়ন কটাক্ষে ভস্মীভূত করিলেন না? উ! আমায় সেই নানা পাপাগার নরকাধার মর্ত্ত্যলোকে যাইতে হইবে! মুনিবর! এখনও রক্ষা করুন, এখনও রক্ষা করুন; এ দীনহীনে ক্ষমা করুন। এ

দাসের প্রতি, এ কৃপা-ভিক্ষুকের প্রতি, ভিক্ষা দিয়া, আপনার এ সর্ব্বনাশী অভিশাপ প্রত্যাহরণ করুন। উ! উ! এ গুরুতর অভিশাপ-কথা যতই মনে হইতেছে, ততই আমার হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হইতেছে, আমার বক্ষাস্থি যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

মুনি।—(কাকুতি মিনতি স্বক্রোধ সম্বরণ ও গম্ভীর স্বরে) ওহে গন্ধর্ব্ব! আমি তোমায় যাহা বলিয়াছি, তাহা খণ্ডন হইবার নহে, অবশ্য অবশ্যই হইবে, ইহা সুনিশ্চিত তোমায় কহিতেছি, জানিবে। শুদ্ধ তুমি নহ, তোমাদের দুই জনকেই মর্ত্ত্যে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

চিত্রা।—(ভয়ে ও দুঃখে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে) ভগবন্। তবে কি সত্য সত্যই মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে? নিশ্চয়ই কি নরককুণ্ড সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? হা! হা! হা! বরং স্বর্গের কীটানুকীট করিলেন না কেন? তাহা হইলেও স্বর্গ-বাসটা হইত। যাহা হউক, হে অব্যর্থবাদিন্! যদি এ হতভাগ্যের উপায়ান্তর নাই থাকে, তবে আপনার এই অবশ্যম্ভাবী শাপের উৎকটতা সম্বন্ধে কিছু ইতর বিশেষ করিয়া দিন। তাহা হইলেও কৃতার্থ হই।

মুনি।—হে বৎস! আমি তোমার কাতরোক্তিতে ও অনুনয়ে বিনয়ে প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব এইমাত্র, অতঃপর অনুগ্রহ করিতে পারি যে, কিছু দিনের জন্য মর্ত্ত্যে থাকিবে; প্রথমে ও মধ্যে সুখে থাকিবে; শেষে শাপের ভোগ ভুগিয়া, অচিরাৎ স্বর্গে আসিবে।

দুর্ব্বাসা এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া, ঝটিতি সশিষ্য তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রালয়াভিমুখে চলিলেন।

এই পর্য্যন্ত একাগ্রান্তঃকরণে শ্রবণ করিয়া, কৌতুকাবিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার কৌতুকপ্রবর্দ্ধক কালিদাসকে কহিলেন, হে পণ্ডিত-রত্ন! এক্ষণে আমায় বল, বল—শুনি, সেই চিত্রাঙ্গদ ও তারাবতী কোথায় কিরূপে জন্মিল ও কি করিল?

পণ্ডিত কহিলেন,—সেইরূপ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন;—



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর গ্রামে কীর্ত্তিচন্দ্র নামে এক প্রসিদ্ধ সওদাগর বাস করিতেন। তিনি ধনে কুবের, ধর্ম্মে গিরিরাজ, প্রতাপে রাবণ এবং দানে বলি তুল্য ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধ্বী-সতী, প্রেমবতী ও রূপে অদ্বিতীয়া রতি। সেই ভাগ্যবতী যুবতীর প্রায় পঞ্চমাস গর্ভকালে, বিধির অখণ্ড নির্ব্বন্ধমতে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বলোক হইতে, খচ্যুত নক্ষত্রবৎ, স্খলিত হইয়া নরলোকে সেই নারীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর মানবীর অশেষ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, যথাসময়ে, সওদাগরের পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই অপরূপ সন্তান, ভাগ্যবান্ রাহুগ্রাস-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্ত; তাহার আভায় সূতিকা-গৃহ আলোকিত হইল। তদ্দর্শনে, গর্ভিণী প্রসব-যাতনা বিস্মৃতা হইয়া, যেন গগনচন্দ্র স্বহস্তে পাইয়া, আত্মাকে পরম কৃতার্থ ও সুখী জ্ঞান করিলেন। পরে, সওদাগর এরূপ আশাতীত ফললাভে যৎপরোনাস্তি হর্ষোল্লাসিত হইয়া, দেশীয় ব্রাহ্মণ

অসংখ্য দীনদুঃখীদিগকে রজত-কাঞ্চন, গো, ভূমি, অর্থ, বস্ত্র বিতরণ করিলেন এবং নানা দেব-দেবী পূজায় বহুতর অর্থ ব্যয়ও করিলেন। গ্রাম্য-মধ্যে নৃত্যগীতাদি নানা উৎসব, নানা আমোদ-প্রমোদ কিছু দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

সওদাগর-সন্তান, শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চমাস অতিক্রম করিয়া, শিশু ষষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিল। ছয় চাঁদ পূর্ণ হইলে, মহাসমারোহে তাহার অন্নপ্রাশনক্রিয়া সম্পন্না হইল। তাহাতে, তাহার নামকরণ হইল "কুমার"।

কুমার কালক্রমে পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইল। শুভদিন, শুভলগ্নে তাহার হাতেখড়ি হইল, এবং বিদ্যাশিক্ষার্থে তাহাকে পাঠশালায় দেওয়া হইল।

এ দিকে আবার, সেই মেদিনীপুর গ্রামে আর এক খ্যাত-নামা সওদাগর বাস করিতেন; তাঁহার নাম শ্রীনাথ। তিনিও ধনে, মানে, কুলে, শীলে কীর্ত্তিচন্দ্রেরই অনুরূপ। সোহাগিনী নাম্নী, পরম রূপলাবণ্যবতী, তাঁহার বনিতা ছিলেন। যৌবনের প্রথম ভাগে, তাঁহার সন্তান না হওয়ায়, তিনি হতাশ্বাসা হইয়া, জগজ্জননী ভগবতীর বিধিমত আরাধনা করেন এবং সন্তান কামনায় তৎসমীপে প্রার্থনা করেন।

পরে, একদিন ঋতুস্নাতা হইয়া, সাধুপত্নী দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়, এক স্বপ্ন দেখিলেন, একটী অসামান্য রূপবতী কন্যা, আকাশ-চ্যুতা হইয়া, তাঁহার গর্ভে 'মা মা' বলিয়া প্রবেশ করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, রোমাঞ্চিত শরীরে দ্রুতপদে ভর্ত্তার নিকটে গেলেন। সওদাগর তাঁহাকে

চকিতা হরিণীর ন্যায় দৃষ্টি করিয়া, প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন, পরে, প্রিয়ার প্রমুখাৎ বিস্ময়কর ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া হর্ষ-বিষাদে মগ্ন হইয়া, কিঞ্চিৎকাল নীরব রহিলেন।

সওদাগর-পত্নী প্রিয়তম পতির এতাদৃশ অসদৃশ ভাব দর্শনে ভীতা ও লজ্জিতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—নাথ! নাথ! কেন, নাথ! তোমায় এরূপ বিরূপ দেখিতেছি? আমি ত তবে তোমায় এ ব্যাপার জানাইয়া ভাল করি নাই।

সওদাগর।—না, না, প্রিয়ে! তা নয়। বরং তোমার এ সুখস্পর্শী সংবাদে, আজ পূর্ণমনোরথ হইলাম। তবে, আমার এই অন্যমনস্কতার কারণ—আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি এতদিন আশায় আশায় স্ফীত হইতেছিলাম যে, ভগবতীর আরাধনায়, দ্বিতীয় কার্ত্তিকসম সুসন্তান পুত্রলাভ করিব। আমি বেশ জানি, তোমার সপ্ন বিফল হইবে না, নিশ্চয়ই ফলিবে। তবে কি না, তোমার এত কৃচ্ছ্র ব্রতোপবাসের পর, তুমি সুসন্তানের মুখাবলোকন করিতে পাইবে না! এই জন্য, আমার মনে প্রথমে হর্ষ, পশ্চাৎ বিষাদ উপস্থিত হইল।

তখন স্বামি-সোহাগিনী সোহাগিনী আশ্বস্তা হইয়া কহিলেন, নাথ! তাহাতে আর বিষাদ কি? একেবারেই বন্ধ্যা ছিলাম, নিঃসন্তানা হইতাম; দুর্লভ এ মানব জন্মে সন্তানমুখ সন্দর্শন ঘটিত না; তদপেক্ষা কন্যা সন্তানও কি ভাল নয়? কন্যা দ্বারাও ত বংশরক্ষা হয়। পুত্র প্রসবে যে কষ্ট, কন্যা প্রসবেও সেই অকথ্য কষ্ট! শুনিয়াছি, কন্যা সন্তান বরং, বেশীদিন গর্ভে থাকিয়া বেশী কষ্ট দেয়, সুতরাং সে ধন বড় কষ্টের বস্তু বলিয়া, আরও স্নেহের হইবার কথা! অতএব নাথ! করুণাময়ী

ভগবতী প্রসন্না হইয়া যাহা দিবেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া ও সন্তুষ্ট থাকা বিধিমতে উচিত। তাই বলি, তৎসম্বন্ধে ক্ষুন্নতা ত্যাগ কর।

সওদাগর।—প্রাণপ্রিয়ে! এরূপ নইলে কি স্ত্রী। তুমি, ধর্ম্মবতী, বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী। তোমার মত গৃহলক্ষ্মী থাকাতেই, আমার যাহা কিছু উন্নতি। চিরকালই, আমি তোমারই নিকট জ্ঞান ও উপদেশ পাইয়া আসিতেছি। আজও তাহাই পাইলাম। এখন আমি সমস্ত বিষাদ পরিহার করিলাম। (চিবুক ধরিয়া) হৃদয়বিলাসিনি! আমার আবার স্বতন্ত্র হর্ষ-বিষাদ কি? তোমার হর্ষ-বিষাদে আমার হর্ষ-বিষাদ। আমার যাহা কিছু করা, তোমারই ত তৃপ্তিসাধনের জন্য। এত ক্লেশ, এত যাতনাভোগের পর, কন্যারত্ন পাইয়া, তুমি যদি পরিতৃপ্তা হও, আমিও অবশ্যই হইব। তোমাতে আমাতে পার্থক্য আর কি আছে, কেবল দেহমাত্র বই ত নয়।

প্রাণেশ্বরের এ প্রকার প্রাণের কথা শুনিয়া, নিজ প্রাণের যা কিছু ব্যথা দূর করিয়া, সোহাগিনী সোহাগে গদ্‌গদ হইয়া, স্বর্ণমেখলাবেষ্টিত নিতম্বভারে আরও যেন ভারাক্রান্তা হইয়া, মন্থরগমনে আপন কক্ষাভিমুখে, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি লইয়া, প্রত্যা-গমন করিলেন। তথায় গিয়া, উৎকণ্ঠিতচিত্তে, রজনীযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রজনী সমাগতা; সকলের আহারাদি সমাপন হইল। সওদাগর ও তৎপত্নী যথা সময়ে উৎফুল্লহৃদয়ে শয়ন করিলেন, পরে পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। রজনীর শেষ প্রহরে শ্রীনাথ সওদাগর স্বপ্নে সর্প দর্শন করিয়া, চমকিয়া উঠিলেন।

সোহাগিনী।—কেন, নাথ! কেন, নাথ! চমকাইলেন কেন? কি হইয়াছে? কি হইয়াছে? এই ত ঘুমাইতেছিলে।

শ্রীনাথ।—সর্পস্বপ্ন দেখিয়া, চমকিয়া উঠিয়াছি; ঘুমও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর কিছু নয়—

সোহা।—ভাল! ভাল! আমি ধন্যা হইয়াছি। আমি পাকা মেয়ে—লোকের মুখে শুনিয়াছি, স্বর্পদর্শনে বংশ বৃদ্ধি হয়। তবে, প্রাণনাথ! আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আমার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে। আমারও সেইরূপ তৃপ্তি অনুভব হইতেছে বটে, আর কোন রাত্রিতে ত এরূপ কখন হয় নি। তুমি বরং আজ হইতে দিন গণনা করিও।

শ্রীনাথ।—জীবন-সঙ্গিনি! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুমি এবার গর্ভিণী হইলে, তোমার যাহা কিছু অভিলাষ তৎ-সমস্তই পূর্ণ করিব।

সোহা।—(হাসিতে হাসিতে ও স্বামীর গা ঠেলিয়া) নেও, নেও; তোমার আর ঠাট্টা তামাসায় কাজ নাই। তদনন্তর সেই সুখময়ী রাত্রি প্রভাতা হইলে, উভয়ে "দুর্গা—দুর্গা" বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অধিকতর আনন্দসহকারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে, শ্রীনাথপত্নীর গর্ভলক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইল। চারিদিকে টী—টী শব্দ পড়িয়া গেল। তাহার পর নয়মাস পড়িলে, সকলের আমোদ-প্রমোদসহকারে সোহাগিনীর সাধোৎসব সম্পন্ন হইল। এইরূপে নয়মাস, ক্রমশঃ দশমাস উত্তীর্ণ হইতে চলিল! আত্মীয় স্বজনের ভাবনা উপস্থিত হইল। তৎপরে, ভক্তিফলপ্রদায়িনী ভগবতীর প্রসাদে একাদশ মাসের প্রারম্ভেই

সোহাগিনীর মুখোজ্জ্বলা, এক নিরুপমা সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা প্রসূতা হইল। চির-বন্ধ্যার সন্তান হইল। চারিদিকে, দেশ-বিদেশে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইল। সওদাগর আনন্দ-স্রোতে ভাসমান হইলেন; যে যাহা চায়, তাঁহার কাছ হইতে, সে তাহাই পায়; কাহাকেই তিনি বিমুখ করেন নাই।

ধনী, সকলের আনন্দবর্দ্ধিনী স্ব-সুতাকে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতা দেখিয়া, অনুপম আনন্দ-সুখভোগ করিতে লাগিলেন। পরে, বিশেষ উৎসবের সহিত ষষ্ঠীপূজাক্রিয়া, একমাসান্তে, হইয়া গেল। এইরূপে, একমাস, দুইমাস করিয়া ক্রমান্বয়ে সাতমাস অতীত হইল। আটমাসের প্রথমভাগে, বহুদূর নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া, ধনীকন্যার অন্নাশন দিলেন এবং কামনা করিয়া, কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন বলিয়া, তাহার নাম নিজে "কামিনী" রাখিয়া দিলেন।

কালক্রমে, কামিনী সুখের শৈশবাবস্থা অতিক্রান্তা করিয়া, কৈশোরে উপনীতা হইলেন। তাহাতে যৌবনকলিকা দেখা দিল। পিতা শশব্যস্ত হইয়া পাত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; নানাস্থানে ঘটক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু, যোগ্য বর না মেলাতে, চিন্তার্ণবে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

কামিনীজননী, প্রাণাধিকা পতিকে নিরতিশয় ভাবনাকুলিত দেখিয়া, বিধির নির্ব্বন্ধকার্য্যে তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্যদিকে, কীর্ত্তিচন্দ্রসুত শ্রীমান্ কুমার পাঠশালায় লেখা-পড়া সমাপ্ত করিলেন; ব্যবসাদারের হিসাবপত্রজ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ জন্মিল। ক্রমশঃ তিনি যৌবনদশায় পদার্পণ করিলেন।

কুমারের পিতা আপনাকে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত ও কর্ম্মে অপটু বুঝিয়া এবং পুত্রকে যৌবনদশাপ্রাপ্ত, হৃষ্টপুষ্ট ও কার্য্যক্ষম দেখিয়া, বানিজ্যভার তদুপরি ন্যস্ত করিতে মানস করিলেন; এবং একদিন পুত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এখন আমার উপযুক্ত পুত্র; আমি এখন তোমার বৃদ্ধ পিতা, আর অর্থাদি দুশ্চিন্তা এবং এ-দেশ ও-দেশ গতিবিধি করিতে সামর্থহীন হইয়া পড়িতেছি; তুমি ঈশ্বরপ্রসাদে, আমার পরিবর্ত্তে নিজেই বোধ হয়, এ সমস্ত চালাইতে পারিবে। অতএব, আমি বরং নৌকাদি যোগাড় করিয়া দিই, কল্য দিন ভাল; বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, যাত্রা শুভ আছে; ঐ সময় শুভ লগ্নে যাত্রা করিয়া থাকিবে; তৎপরে, সুবিধামতে পরশ্ব তরশ্ব, কাশ্মীরনগরে

চলিয়া যাও। সেখানে কিছু মাল লইয়া গেলে, বিলক্ষণলাভ হইবার সম্ভাবনা।

কুমার, অবনত মস্তকে "যে আজ্ঞা!" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক মাতৃসন্নিধানে গিয়া যথাযথ সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন।

প্রেমবতী, প্রাণাধিক পুত্রের এই অশনিপতনসদৃশ বিদেশ ভ্রমণ সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহতা হইয়া, ক্ষিপ্তাবৎ পতিসকাশে গিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র অকস্মাৎ পত্নীর এতাদৃশভাব দেখিয়া, সত্বরে তাঁহাকে উঠাইয়া, তাঁহার চক্ষে ও মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া, কহিলেন,—কি হইয়াছে প্রেমবতি?

প্রেমবতী।—তুমি নাকি আমার কুমারকে বিদেশে পাঠাইবে বলিয়া, স্থির করিয়াছ? কল্যই নাকি সে যাত্রা করিয়া থাকিবে, কেন? তুমি বাটীতে বসিয়া কি করিবে? তুমি কিছু আজও তিন হাঁটু এক হওনি। বিদেশ যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তুমি নিজে যাওনা কেন? কেন, এত টাকার কি আবশ্যকতা হইয়াছে। যে অর্থ ঐশ্বর্য্য, বিভব, সম্পদ, ভগবানের প্রসাদে আছে, কুমার আমার, পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে, তাহাই সুখে ভোগ করুক। অনর্থ ঘটাইয়া আর অর্থে কাজ কি? তুমি কি অতঃপর আমার অঞ্চল হইতে আমার দুঃখের নিধিকে কাড়িয়া লইয়া কোন্ দেশে, কাহার কাছে বিলাইয়া দিবার মানস করিয়াছ?—সে মানস তোমার কখনই পূর্ণ করিতে দিব না। কুমার আমার অন্ধের যষ্টি; ভিক্ষুকের ভিক্ষামুষ্টি। অর্থ আর না বাড়াইলে, যদি অর্থ কমিয়াই যায়, যদি ভাগ্য-দোষে সর্ব্বস্বান্তই হই, কুমারকে অবলম্বন, কুমারকে সকল বল

ও সম্বল করিয়া, ভিক্ষা মাগিয়া দিনপাত করিব; তথাচ প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, এ আত্মার আত্মা, কুমার ধনকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া একদিনও কাটাইতে পারিব না। এখন তাহাকে বিদেশে পাঠান থাক্। এখন তাহার বিবাহ দিয়া, বরং নবপুত্রবধূ লইয়া দিনকতক মনের আশা মিটাইয়া আমোদ আহ্লাদ করি এস। কল্য পুত্রকে যাত্রা না করাইয়া, বরং ঐ শুভদিনে, শুভলগ্নে উপযুক্ত কন্যার সন্ধানে, দেশ বিদেশে ঘটক সকল পাঠাও। আমায় কৃতজ্ঞা ও ধন্যা কর।

কীর্ত্তিচন্দ্র।—আরে পাগলি! ছেলের বিবাহের জন্য ভাবনা কি? ছেলে আগে বিষয়কর্ম্মে পটু হউক, শক্ত হউক। এত অল্প বয়সে, বিবাহ কেন? এ ত আমার মেয়ে নয়, যে দুবৎসর পরে, আমার জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম যাইবে! ভবিষ্যতে ছেলে যাহাতে মানুষের মত হয়, এরূপ করা, পিতার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমার ছেলে, আমার নয় কি? ছেলের উপর তোমারই ব্যথা, আমার নাই কি?—কি আশ্চর্য্য!

প্রেমবতী।—(হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে) আশ্চর্য্য বই কি! জঠর-যন্ত্রণা সাক্ষাৎ কাল-আক্রমণের ন্যায় প্রসব-ক্লেশ; মল-মূত্র বিচার না করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সন্তান-লালনপালন—এ সব অকথ্য কষ্ট, তোমাদের (বা ছেলের বাপের) ধারণা বা কল্পনাশক্তিতেই আসে না। সুতরাং, সন্তানের উপর আমাদের (মায়েদের) যে রকম মায়ামমতা হয়, তোমাদের ততদূর হইবার কথা নয়। যাইহোক, তুমি যতই কেন এখন বিদেশে পাঠাইবার সঙ্কল্প কর না, তাহা কখনই সফল হইবে না; আমি যে বাসনা করিতেছি, দেখিবে তাহাই কার্য্যতঃ

ফলিবে। আমি যদি সতী হই, আমি যদি তোমা ভিন্ন সকলকেই পিতৃজ্ঞান করিয়া থাকি, তবে দেখিবে, শীঘ্রই দেখিবে, আমার ইচ্ছাই ফলিবে, তোমার তা ফলিবে না। এই বলিয়া, সেই পতিব্রতা সতী আরক্তিম লোচনে তীরবেগে তথা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

পরদিবস, দেড়প্রহরের পর, দ্বিপ্রহরের মধ্যে, কুমারের পিতা কুমারকে যাত্রা করাইয়া, বাটীর বহির্ভাগে বাহিরের ঘরে রাখিয়া দিলেন। পিতৃ-আজ্ঞাধারী, শ্রীরামতুল্য কুমারও তৎপক্ষে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। বাটীর বহির্ভাগে, নিঃসম্পর্ক-ভাবে আর কতদিন কাটাইবেন, তৎপর দিবসই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন, নিশ্চয় করিয়া, সেই দিন বেলা অপরাহ্নকালে বন্ধু-বান্ধব ও বয়স্যগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন। পরে গ্রামের প্রণম্য ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগের পদধূলি ও আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ও তাঁহাদিগের সকলকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া যখন স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে, পথিমধ্যে একটী হিরামন-পাখীবিক্রেতাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পক্ষী তাঁহার মন আকর্ষণ করিল; যত মূল্যে হউক না কেন, তিনি উহা কিনিতে অভিলাষী হইয়া, মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিক্রেতা।—এর দর হইয়া গিয়াছে; আর একজন কিনিয়াছেন, তবে দাম এখনও চুকান হয় নাই।—একশত টাকা দর দিয়াছে।

কুমার।—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) একবারে একশত মুদ্রা দিয়া কে কিনিতে চায়! তুমি কি লোকটাকে চেন?—অথবা কোন্ বাড়ীর লোক বলিতে পার?

বি।—আজ্ঞা, মশাই! এই যে বড় বাড়ীটী দেখ্‌ছেন, এই বাড়ীর বোধ করি, চাকরাণী হইবে, কিন্তু তার গলায় একছড়া সোণার—ছোট ছোট গোল গোল পানা দানা, না, কি বলে, তাই আছে। সেই মেয়ে মানুষটী দর জিজ্ঞাসা করে, নিয়ে, এই বাটীতে ঢুকেছে; বলে গেল, আমরাই কিনিব, একবার দিদীমনিকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কু।—আচ্ছা বাপু! তুমি ত বেচিবেই। যার কাছে বেশী টাকা পাবে, তাকেই ত দিবে।—(মনে মনে, কেমন দিদিমণি, দেখা যাক্) এরা যে দর দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।

এইরূপ বলিয়া, সওদাগরসুত সেই স্থানে, সেই দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একশত মুদ্রা দিয়া পাখীটী লইতে চাহিল।

বি।—এ পাখীটীর দাম কি একশত টাকা হ'তে পারে? এ অতি সুন্দর, চমৎকার পাখী! এর দর দুশ টাকা হ'য়ে গেছে। (আহ্লাদে অট্ট অট্ট হইয়া) এই যে ভদ্রলোকটী দেখ্‌ছ, ইনিই পাখী চেনেন, ইনি দুশ টাকায় কিনে নিয়েছেন; তবে তোমার উত্তর আশায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

দাসী।—আচ্ছা, আমি, তবে, আবার বলে আসি; তুমি আর একটু দাঁড়াও।

বি।—(মনে মনে, হাসিতে হাসিতে, বেশ মজা হয়েছে, বাবা!—এই একটা পাখী বেচেই, কিছু করে নেব; আর পাখী বেচে খেতে হবে না; যে রকম টক্কা টক্কি দেখ্‌ছি; ভগবান্ বোধ হয়, আমায় লাকো টাকা দেয়াবেন—আমি

কাকেও এ শীঘ্র ছাড়ছিনা) আচ্ছা, রাজা মশাই! আপনি কত হ'লে নিতে পার্‌বেন, ঠিক্ ক'রে বলুন দেখি; তাহলে আর ও মাগীর সঙ্গে বকা-বকি করিতে হয় না—ও বড় বালাই!

কুমার। আচ্ছা দেখইনা হে! ওরা কত দর দেয়, দেখি।

ইতিমধ্যে, দাসী অন্তঃপুরে গিয়া তাহার দিদিমণিকে দ্বিগুণ দরের কথা বলিল। বলিল, একটী সুপুরুষ ভদ্রলোক ঘোড়ার উপর চড়িয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, দর চড়াইতেছেন। নতুবা, একশত টাকাতেই মিলিত। সেই হিরামণ-অভিলাষিণী অন্তঃপুরচারিণী, দাসীর এইরূপ বচন শুনিয়া, রোষান্বিতা হইয়া কহিলেন—বোন্! তুমি ত্বরা গিয়া, সেই পাখীওলাকে বলগে, সেই ঘোড়ায় চড়াটা যত দাম দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।

দাসী বিলক্ষণ উৎসাহান্বিতা হইয়া সদর্পে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, পক্ষিবিক্রেতাকে কহিলেন, এই ভদ্রলোকটী যত মূল্য দিবেন, আমার দিদীমণি তাহার দ্বিগুণ দিতে প্রস্তুত আছেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতায়, পক্ষীর মূল্য লক্ষ টাকা স্থির হইল। সেই টাকা কুমার দিতে স্বীকৃত হইলেন; ইহাতে, বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিতে করিতে, দাসী পুনশ্চ অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবমানা হইল এবং গিয়া সমস্ত জানাইল।

কুমার, পক্ষিবিক্রেতাকে আশ্বাসিত করিয়া ও অনতিবিলম্বে মূল্য শোধ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কৌতুকাবেশে, তৎস্থানে প্রতীক্ষমান রহিলেন। দাসী তৎসমস্ত অবগতা

করিলে, সেই অন্তঃপুর-বাসিনী যুবতী, অশ্বারোহীর এই অত্যুচ্চ মূল্য-নির্দ্ধারণে, নিতান্ত বিস্মিতা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই লোক অবশ্যই নির্ব্বোধ, কাণ্ড-জ্ঞান-রহিত, কেবল অর্থবলে বলীয়ান্ ও মাত্তগন্তমাত্র, এ লোক অদ্যাপি সংসারে প্রবেশ করে নাই, সুতরাং সংসারজ্ঞানশূন্য; এ অবশ্যই নব যুবক হইবে এবং পিতৃধনে গর্ব্বিত; নতুবা একটা সামান্য পক্ষীর উপর লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত! অতএব এ কেমন যুবক, আমাকে একবার দেখিতে—বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবিয়া, তিনি দাসীকে সম্বোধিয়া সাদরে কহিলেন, বোন্! যাও, যাও, ত্বরা করিয়া যাও; আগে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, পশ্চাৎ আমার বলিবার ও জানাইবার অনেক আছে, তাহাকে তোমাদ্বারা বলিব ও জানাইব; আর বিলম্বে কাজ নাই, পাছে সে এতক্ষণে চলিয়া যায়।

দাসী। (ছুটিয়া আসিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ধনী মহাশয়। আপনিই পাখীটা কিনুন; আমার দিদীমণি বলিলেন,—পাখীতে আমার আর প্রয়োজন নাই; তিনিই লক্ষ টাকা দিয়া কিনুন, আমার আর আপত্তি নাই। এক্ষণে, তিনি আপনকার নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কুমার। তোমার দিদীমণির যেখানে এতদূর সাহস, তখন তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্কা বা বালিকা নহেন। সেরূপ স্ত্রীলোককে আমি আমার নাম বলিতে ইচ্ছা করিনা। ধাম অবশ্য বলিতে পারি। ধাম আমার, এই গ্রামের পূর্ব্বপাড়ায়; তোমাদের কর্ত্তা অবশ্য আমাদের সকলকেই চেনেন; তুমি কখন যাও নাই, কিরূপে চিনিবে; কেবল তোমার দিদীমণির কাছে

বসিয়া থাক বইত নয়; আর এই রকম করিয়া পরপুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াও বইত নয়! যদি, কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ আমার নাম আবশ্যক হয়, তবে অগ্রে তোমার দিদীমণির নামটী আমাকে আসিয়া বল, পরে আমি আমার বলিব।—আচ্ছা, এই বাড়ীটা শ্রীনাথ সওদাগর মহাশয়ের বাড়ী নয়? আমি তোমার দিদীমনিকে বোধ হয় কখন দেখিয়া থাকিব, তবে, নামটা জানিনা; আর পাখী কেনা লইয়া যে এরকম ঠেকিতে হইবে, তাহাও জানিতাম না।

দাসী। আজ্ঞা, মহাশয়!—তবে আমি শীঘ্র গিয়া তাঁহার নাম ও অন্তরের কথা জানিয়া আসি। আপনি এইস্থানে ঘোড়া হইতে নামিয়া আর একটু দাঁড়ান, আর এই পাখীওলাকে বিদায় করিয়া দিন।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, দাসী হাসি হাসি মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—মহাশয়! তিনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক্ ঠিক্ বলিয়া যাই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু কাণ পাতিয়া শুনিয়া যান। পত্রে লিখিয়া দিতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন, এত তাড়াতাড়িতে, আপনাদের মত, লিখিয়া উঠিতে পারিবেন না বলিয়াই, মুখেই বলিয়া দিলেন। শুনুন, ভাল করিয়া শুনুন, রাগ করিবেন না।

"যে গুণ তোমার, কহে শক্তি কার,
এক মুখে নাহি হয়!
যদি চতুর্ম্মুখ, দেন চতুর্ম্মুখ,
তবু কৈতে খেদ রয়॥

শুনে তব কথা, হইল উন্মত্তা,
উদ্দেশেই এই হ'ল।
দেখিলে সাক্ষাতে, কি হ'ত পশ্চাতে,
তাই ভেবে সারা হ'ল ॥
কাজ নাই পাখী, তারে পেলে রাখি,
কি কাজ বন্য পাখীতে।
সেই গুণনিধি, যদি দেয় বিধি,
পাইলে কাছে রাখিতে ॥
উপযুক্ত বটে, বুদ্ধি আছে ঘটে,
তামাক সাজিতে দিব।
যদি মিলে সঙ্গ, কত হবে রঙ্গ,
হেসে তামাসা দেখিব ॥
সে ধনে লইয়া, বিরলে বসিয়া,
সদা র'ব এক ঠাঁই।
তামাক সাজাব, ব'সে ব'সে খাব,
আর কোন কাজ নাই ॥
আর এক কথা, না লইও ব্যথা,
যবে হবে প্রয়োজন।
ডাকিবে "কমলে," কিম্বা দাসী বলে,
দেখো "কামিনী"-রতন ॥"

এই বলিয়া, কমলাদাসী নাসিকাগ্রে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, কিঞ্চিৎ অধোবদনে, কিঞ্চিৎ আড়নয়নে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

ছড়া, বিশেষ মেয়ে ছড়া শুনিয়া, সওদাগর-সুত ত একেবারে হতবুদ্ধি! হস্ত হইতে অশ্বমুখরজ্জু ভ্রস্ত, মনেও কিন্তু ভ্রান্ত!

মোটে তাঁহার নব যৌবন, যৌবনের জোয়ার ধরিয়াছে মাত্র। এখনও তাঁহার মনে ভয় আছে, লজ্জা আছে, মানাপমান বোধ আছে; সাহস তাঁহার ইচ্ছার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাই, তিনি পথের ধারে, চিন্তাকুলিত ও ভয়-পীড়িত অন্তরে, ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ, নীরব, মুখরসশূন্য, জিহ্বা যেন আটকাইয়া গিয়াছে!—কিন্তু জিব, আটকাইলে কি হইবে? যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, শোণিতসঞ্চার হইতেছে, ততক্ষণ মনের চিন্তা-শক্তি বহমানা রহিয়াছে, ততক্ষণ লোক বা ধর্ম্মভয় ইত্যাদি থাকিলেও, কিছুতেই তাঁহার মনকে ত আটকাইতে পারিবেনা। উক্ত ছড়ার বোধ ও একাদশ চরণ মনে পুনঃ পুনঃ স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার আপাদমস্তক যেন বিদ্যুৎ হানিতে লাগিল, তাঁহার শিরঃ যেন ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল ও দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতে লাগিল; তখন তিনি অধিক বাক্যব্যয়ে কোপান্বিত হইয়া এইমাত্র সংক্ষেপে একটু রাগ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

দেখেছি কামিনী, কেমন সে ধনী,
লাখ তক্কে পায় ভয়।
নবীনা যুবতী, অতি মূঢ় মতি,
তাই কড়া কথা কয়॥
তামাক সাজাবে, দাসত্ব করাবে,
এ কোন রসিকা বলে?
কি কহিব দাসী, মুখে আসে হাসি,
রাগে কিন্তু অঙ্গ জ্বলে॥

বলগে সঙ্গিনি, তোমার রাঙ্গিণী,
মুগ্ধমতি সেই ধনী।
তাহার যেমন, আমার তেমন,
উদ্দেশে হ'ল অমনি ॥
যদি তারে পাই, তবেত শিখাই,
কি বলিব মুখে আর!
উঠ্‌তে দশ জুতা, বস্‌তে দশ জুতা,"
এই প্রতিজ্ঞা আমার ॥
নারীর এমন, নির্ম্মল বচন,
এ বড় বিষম কথা।
শুন সহচরী, যে প্রতিজ্ঞা করি,
তাহা না হবে অন্যথা ॥

আমার নাম কুমার—পিতার নাম কীর্ত্তিচন্দ্র সওদাগর। এই বলিয়াই, পাখীটী লইয়া, পুনঃ অশ্বারূঢ় হইয়া, কামিনীর কথা ও নিজের প্রতিজ্ঞার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুমার যথাসময়ে বাড়ী পঁহুছিলেন। রাত্রির সমাগম হইল। জ্যোৎস্নায় জগৎ হাসি হাসি হইল। কিন্তু তাঁহার মনে আর হাসি, প্রাণে স্ফূর্ত্তি হইয়াও নাই। তিনি নিরানন্দভাবে, সে রা[illegible]কাল সকাল আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন। শয়নে[illegible]ন করিলেন বটে, কিন্তু নয়নে নিদ্রা নাই। তিনি আপ[illegible] উভয় সঙ্কটাপন্ন দেখিলেন। পিতার কাছে কথা আ[illegible] পরদিন, বা তৎপরদিন বানিজ্যযাত্রা করিবেন, আবার স্ত্রীলোকের কাছে সগর্ব্বে বলিয়া আসিলেন, কামিনীকে দশ [illegible] জুতা মারিবেন, কথনই অন্যথা হইবে না। কোন দিক [illegible]থন রক্ষা করেন?—সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলেন, পিতার কাছে আর অপমান কি? এবার না হইল, বরান্তরে বানিজ্যে গেলেই হইবে। উপস্থিত নারীলোকের কাছে পুরুষের অপমান হওয়া কিছু নয়? সে বড় নিন্দার কথা, সে বড় মর্ম্মান্তিক কষ্টের কথা। এইরূপ অবধারিত করিয়া, তিনি এখন

কামিনীকে বিবাহ দ্বারা হস্তস্থ করিতে অভিলাষ করিলেন, এবং তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী ও চেষ্টিত হইলেন। যামিনী অতি কষ্টে যাপিত হইল। প্রভাত হইলে, অন্যমনস্ক-ভাবে, বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে তিনি বসিয়াছেন, এমন সময়, তাহার পিতার খুল্লতাত সম্বন্ধীয় হটুদত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হটুদত্ত।—ভাই! তুই এত মলিন বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক কেন? কাল নাকি তুই কাশ্মীরযাত্রা করবি! সেই জন্য নাকি?—না, আর কিছু নিগূঢ় কারণ আছে? এখন এই আসিতে আসিতে শুনিলাম কাল বৈকালে নাকি তুই সমস্ত গ্রাম ঘোড়ায় চড়িয়া প্রদক্ষিণ করেছিস্! এখন আমার বোধ হইতেছে, যাইতে কি আসিতে, পথে ঘাটে, কোন সুন্দরী ছুঁড়ী মুড়ী দেখিছিস্! তাই, শালা! তোর মুণ্ডটা ঘুরে গে মনটাও বদ্‌লে গেছে। আচ্ছা, তাই নয় কি? আমার কাছে যথার্থ করিয়া বল্ দেখি?

কুমার।—(হাসিয়া) ঠাকুরদাদা নাকি সেকেলে লোক, পাকা, নিজে ভুক্তভোগীলোক, না বলিতেই সব বুঝিতে পারেন, পেটের কথা কেমন টানিয়া আনিতে পারেন, প্রাণের ব্যথা কেমন টপ্ করিয়া ধরিতে পারেন! ঠাকুরদাদা মহাশয়! ঠাকুরদাদা মহাশয়! (দৌড়িয়া নামিয়া গিয়া) একটু পায়ের ধূলা দিন। (অতি যত্ন সহকারে) বসুন, এইখানে আমার পাশে বসুন, আপনাকে তামাক খাওয়াইতেছি। বসুন ঠাকুরদা মশা-ই! আপনি যা অনুমান করিয়াছেন, সেই রকমেরই অনেকটা। আপনি বলিলেন, তাই আমি বলিতেছি; খুলিয়া

বলিতেছি, প্রকৃত আমার মনের যা কথা, তাহাই বলিতেছি। কিন্তু বাবা যেন টের না পান যে, আমি বলিতেছি। বাবার এখন ইচ্ছা নাই যে, আমার বিবাহ হয়; মার কিন্তু বিলক্ষণ আছে। আবার বাবা ত আমাকে এই বাড়ীতে যাত্রা করাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কাল যেরূপ আমার একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহাতে ত বিদেশ যাওয়া মাথায় রহিল। অধিকন্তু, আমি যাহার কথা উল্লেখ করিব, তাহাকে বিবাহ না করিলেই নয়। তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে, তাহাকে হাতে আনিতে পারিলে, আমার মান, প্রাণ সমস্তই রক্ষা পায়। কাল ফিরিয়া আসিতে আসিতে, এই হীরামণ পাখীটা উপলক্ষে, ঐ যে ঐ পাড়ায়, আপনি বোধ হয় ভালরূপ চেনেন, শ্রীনাথ দত্তের মেয়ের সঙ্গে একটা বাজি রাখা হইয়া গিয়াছে—সে আমায় তামাক সাজাবে, আর আমি তাহারে জুতা মারিব। অতএব ঠাকুরদাদা! এ পণ, বিবাহ না হইলে, কিরূপে রক্ষা হইতে পারে? আর আমি ভালরকমই জানিয়াছি, সে মেয়েটার নাম কামিনী, আমার নাম শুনিতে না শুনিতেই, আমাকে বিবাহ করিতে খুব লালায়িতাও হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, এ কর্ম্ম আপনার; আপনি যদি সমাধা করিয়া তুলিতে পারেন।

হটু।—আচ্ছা, ভাই! তুই আর ভাবিস্ না; ভাবিয়া ভাবিয়া চক্ষু ক্ষীণ করিস্ না, মুখখানি মলিন করিস্ না। আমি শীঘ্রই সে সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া দিতেছি। আজই তোর বাপকে বলিয়া কহিয়া, রাজি করি, তাহার পরে, শ্রীনাথের কাছে যাইব। (এক মুখ হাসিয়া) কিন্তু নাতি! মুনফার অর্দ্ধেক ভাগ চাই। এই বলিয়া, চটাং চটাং করিতে করিতে, হটুদত্ত

মহাশয়, কুমারজনক কীর্ত্তিচন্দ্রের নিকটে গেলেন।

কীর্ত্তি।—কি গো, খুড়! এস, এস। বস এইখানে। খবর কি?

হটু।—খবর একটা বিশেষ আছে, বাবাজি! তোমার ছেলের বিবাহ দিয়ে ফেল, আর ভাল দেখায় না। বিবাহ দিয়া আমার কাছে, নূতন বৌ রাখিয়া, কাশ্মীরযাত্রা করিবে। বিবাহটা আমি খুব সত্বরই দিয়া দিতেছি! আমার হাতেই চেনা শুনা ক'নে আছে; তোমার ছেলেরই উপযুক্ত। এই যে—ও পাড়ার—ঐ পশ্চিম পাড়ার শ্রীনাথ সওদাগরের মেয়ে। অতি চমৎকার, অতি চমৎকার মেয়ে। এখন তাকে বাড়ীতে ফেলে, তোমার ছেলে বাহিরে যেতে পারিলে হয়!

কীর্ত্তি।—এর পর যা হয়, হবে, খুড়! এখন সেই সম্বন্ধটা ঠিক্ করা যাক্; তুমি নিজে যেখানে বলিতেছ, আমার নিজে দেখার চেয়েও, তাহা অধিকতর বিশ্বাস্য। আর তুমি যখন তোমার নাতির বিবাহ দিবে, তখন আমার আর কি ব্যক্তব্য আছে, যা হইতে পারে?—তুমি ত্বরা করিয়া, শ্রীনাথ সওদাগরের কাছে যাও। আর, বিলম্ব করিও না, বিবাহ দিতে হইলে, যত শীঘ্র হয় কর, আবার কাশ্মীর যাইতে হইবে।

হটু তবে চলিলাম, বাবা! আমি যখন তোমার ছেলের ঘটক হইয়াছি, তখন বিবাহ ত ঘটাইয়াছিই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তুমি যেমন এদিকে ভাইপো, শ্রীনাথও তেমনই সেদিকে ভাগিনেয় হয়। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলে, সে কি আমাকে এড়াইতে পারিবে?

কীর্ত্তিচন্দ্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া, হটুদত্ত শ্রীনাথ

সওদাগরের বাটির অভিমুখে, লাঠি ধরিয়া, টুক্ টুক করিয়া চলিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া, সওদাগরকে বলিলেন, বাবাজি! বড় দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি; এখন উপস্থিত দায় হইতে আমাকে উদ্ধার কর। নতুবা, আমার মান, প্রাণ, সবই যায়।

শ্রীনাথ।—এমন কি দায় হইল, মামা?

হটু।—দায় কি!—বাবা! ও পাড়ার কীর্ত্তিচন্দ্র সওদাগরকে চেন ত। সেও তোমাকে বিশেষ চেনে। তুমি যে একজন বিশিষ্ট শিষ্ট ভদ্রলোক, তা বেশ জানে। সে তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাইতে, বড়ই লালায়িত ও উৎসুক হইয়াছে। তারও এক ছেলে, তোমারও এক মেয়ে। তারও ছেলে কন্দর্পতুল্য, তোমারও মেয়ে তেম্নি, আজ কাল রতিতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, উভয়ে মিলিবে ভাল। তবে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। তার ছেলে নাকি বড় খুঁতখুঁতে। বড়-লোকের ছেলে নাকি। তুমি সবই জান, বেশী আর কি বলিব, তার কোন মেয়ের কথা শুনে, পছন্দই হয় না। আর বাপেরও ইচ্ছা, একটী ছেলে, বৌটীও যাতে পছন্দসই হয়, সেই জন্যই, তোমার মেয়ের কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়া, তার ভারি ঝোঁক হইয়াছে, এই মেয়েই যাতে হয়। তাই, আজ আমাকে, বাবাজি! অনেক করিয়া বলিল, যে তোমার ভাগিনেয়কে বলিয়া কহিয়া করিয়া দেও। এ, বাবাজি! তোমার বেশী খরচপত্র হইবে না, তোমার মেয়ের রূপেই কিস্তি মাত্ হইবে। এখন তোমার মতামতের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি ত এক রকম আশ্বাস দিয়াই আসিয়াছি; আমি জানি, তুমি আমার কথা ঠেলিতে পারিবে না।

শ্রীনাথ।— সে ত ভাল কথা মামা! মেয়ের ত আমাকে বিবাহ দিতেই হইবেক; আজ না হয়, দুদিন পরেও ত হইবেক। মেয়েটীও ত বয়স্থা হইয়াছে; তবে ভালরূপ পাত্রাভাবে এতদিন জুটিয়া উঠে নাই। তুমিই যদি জুটাইয়া দিলে, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য ও সুখেরই। এ সব চেনা-শুনা ঘর; কিছু আর দেখিতে শুনিতে হইবে না। আচ্ছা, তুমি সমস্ত স্থির কর; আমি কথায় যা বলিব, কাজেও তাহাই হইবে। এখন একটা দিন-লগ্ন ঠিক্ কর। আমার আপত্তি নাই।

হটু।—বাবাজি! এই বুঝ, আমি এই বিবাহ দেওয়াইব বলিয়া, ছেলের কাশ্মীরযাত্রা উল্টাইয়া দিলাম, নতুবা সে আজ কালই যাইত। তাই বলি, কালকে একটা যজুর্ব্বিবাহ আছে; কালকেই হইয়া যাউক; শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব প্রয়োজন কি? আবার কোন্ বেটা আসিয়া হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া, অমন পাত্রটী হাতছাড়া করিয়া দিবে। ও পাত্রটী ফস্কাইয়া গেলে, অমন আর মিলিবে না। আর, বিশেষতঃ, যেখানে আমি অনুমান করি, পাত্রও পাত্রীকে চেনে, পাত্রীও পাত্রকে জানে, সে স্থলে অতি সুখের সম্বন্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। পাত্র পাত্রীর বয়সও অনেকটা সমান সমান। খুব ভাব-প্রণয় হইবে, কিছুই অভাব থাকিবে না। আবার, কীর্ত্তিচন্দ্র ও তুমি প্রায় এক-বয়সী হইবে; অবস্থাও প্রায় এক রকম! সব রকমেই মিল আছে, বাবাজি! সব রকমেই। এর চেয়ে কি আর সুখের সম্বন্ধ হবে!—না পাবে?



লক্ষ হীরা

শ্রীনাথ।—একটু বস, মামা! ততক্ষণ তামাক খাও; আমি একবার বাড়ীর ভিতর থেকে আসি।

এই বলিয়া, অন্তঃপুরে গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কন্যার সত্বর বিবাহ-কথা উত্থাপন করিলেন।

গৃহিণী ত একবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন; নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। সত্ত সত্তই বিবাহ ঘটিলে, কিরূপে পাঁচজনকে লইয়া আমোদ প্রমোদ হইবে; আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে কিরূপে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়া উঠিবে। এরূপে হঠাৎ, পাঁচ জনকে না জানাইয়া, বিবাহ দিলে, শত্রু মিত্র দশজনেই বা কি বলিবে—কি মনে করিবে! আয়বুড়াভাতই কবে হইবে, বিবাহই বা কবে হইবে—সবই এক দিনে; সে কি ভাল দেখাইবে। এই একটী মেয়ে—জন্মের মধ্যে এই ত কাজ, মনের সাধ কিছুই পূরণ হইবে না!

শ্রীনাথ।—এখন, তোমার মনের সাধ সব পূরণ হইবে না বলিয়া, আমার সঙ্গে বিবাদ করিলে, কি, সব পূরণ হইবে? শুন শুন—ও সওদাগর গিন্নি, শুন; ওরকম মুখ ঘুরাইয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গেলে, হইবে কেন! এ সব রাগ করিবার, মুখ ভারী করিবার কথা নয়—বুঝিবার কথা। বলি, একটা পরিচিত ভদ্র, দশজনের গন্ত-মান্তলোকের মান রাখাটা বেশী, না, তোমার মনের সাধ মিটানটা বেশী?—তুমিই বল দেখি। তুমিত আর নিতান্ত অবুঝ নও। তবে, একটু স্ত্রী-বুদ্ধি দেখাইতেছ। আরও এক কথা, গিন্নি! এ লাখ কথার এক কথা। তোমার মেয়ের সঙ্গে, আর সেই ছেলের সঙ্গে কি

রকম সব জানা শুনা হইয়া গিয়াছে; পরস্পর পছন্দ মন হইয়া গিয়াছে। এ তোমায় চুপি চুপি বলিতেছি; আর কেহ যেন টের না পায়। শুনিলে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। আর তোমার মেয়েটীও ত নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। তাদের ত এই মন খারাব হইবার সময়। তোমাদেরও ত একদিন হয়েছিল, মনে নাই কি?—আর, এ সম্বন্ধ, আমি দেখিতেছি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুখকর হইবেক। স্বামীর কারণ অকারণ সমস্ত বিশদরূপ ব্যাখায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া সোহাগিনী সে ঘর হইতে প্রস্থানোন্মুখী হইতেছেন, এমন সময়ে, কমলা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল।

কমলা। কি মা! কি? বাবার সঙ্গে কিসের বাদানুবাদ হইতেছিল? বাবা তোমাকে কি সব বুঝাইতেছিলেন!—দিদীমণির বিয়ে হবে! কার সঙ্গে, মা? কার সঙ্গে?—সে কোথায় মা?

সোহাগিনী।—তুই ত সব শুনেছিস্, আর কি বলিব?

ক।—হেঁই, মা! হেঁই! তোমার দুটী পায়ে পড়ি, ঠিক্ ক'রে বল না, মা?—কোথায়? কার সঙ্গে?—কবে?

সো—ঐ, ওপাড়ায়, চিনিস্?—কীর্ত্তি সওদাগরের ছেলে; যেমন রূপবান, তেমনই গুনবান্।—এই, কালই গায়ে হলুদ, কালই বিয়ে। ছেলের নামটী—বুঝি, কুমার।

কমলা।—হয়েছে, মা! হয়েছে। ঠিক্ই হয়েছে। তোমার সে—রূপনিধি, গুণনিধি জামাইকে যে জানি, বেশ চিনি। এই যে সে দিন—পরশু, না, তরশু, আমাদের এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া গুণধর যাইতেছিলেন। তার

নাকি এই বাটীতেই ভবিতব্যতা আছে; সে যায় যায়, আর এই দিকে ফিরে ফিরে চায়। আমিও তার বাঁকা বাঁকা চাহনি, আর বিদ্যুৎ চমকানির মত তাহার রূপের ছটা দেখিয়া, সেইখানেই, থমকাইয়া গেলাম! কত কি কথাবার্ত্তা হইল, তোমায় আর কি তাহা বলিব। দিদীমনি তায় শুনে অবধি ছট্‌কট্‌ করিতেছেন।—তিনি একমনে কি ভাবেন, কি বিড় বিড় করে বকেন। কখন হাসেন কখন কাঁদেন; তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কাঁদান! যূথহারা হরিণীর মত, যেন কোন্ দিকে, বোধ হয়, এই পূর্ব্বদিকে, একদৃষ্টে, চাহিয়া চাহিয়া থাকেন; গায়ে হাত দিলেও, তাঁর চমক ভাঙ্গেনা; ধমক দিলেও, তার হুস হয় না! মা! বেশ হয়েছে, মা! বেশ হয়েছে। মা ভগবতী মুখ তুলে চেয়েছেন। আবার, তোমার হ'বো জামাইও, কামিনী নাম শুনে বার দুই তিন—"কাম্—ই—নী" বলিতে বলিতে, যেন বিদ্যুৎ চমকে দিশাহারা হইয়া গেলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, এক পাও নয়! সে দিন তোমার হ'বো জামাইকে, মা! কামিনী নাম শুনাইয়া, এক ঘণ্টা কাল রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলাম। মা! তোমার সেই জামাই হ'লে, বেশ হইবে; অতি চমৎকার মিল হইবে—হরগৌরী মিলন হইবে—গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইবে। ইহা অপেক্ষা, দেখিতে, শুনিতে, সুখের বিষয় আর কি আছে, মা? স্ত্রী-পুরুষে, মনে, প্রাণে, অবস্থায়—সব বিষয়ে সুমিল হইল, তাহা অপেক্ষা, সুকামনা আর কি হইতে পারে, মা? সুখের মিল, মনোমত বর হইবে বলিয়াই ত, কুমারীরা শিব পূজা করে, মা!—এ জামাই হ'বে—তোমার কামিনীরও মত

তোমার কমলারও মত।—মা! আর অন্য মন করিস্ না, সেই বরই কর্।

সোহা।—মা কমলা! তোদের যেখানে পছন্দ হয়েছে, তখন তাই অবশ্যই হবে। সে জন্য নির্ভাবনায় থাক্। তবে, আমাদের একবারটী ছেলের জাতাংশ, কুল, শীল দেখা। তা, কর্ত্তাই সব জানেন। তিনি আর না বুঝে সুঝে, মেয়ে দিবেন কি?

সমাশ্বস্তা ও নির্ভাবনা হইয়া, কামিনী-সহচরী কমলা, এই সুধানিস্যন্দিনী, মৃত-সঞ্জীবনী বার্ত্তা লইয়া, এই নিম্ন লিখিত আড় খেমটার গানটী গাহিতে গাহিতে ও তালে তালে নাচিতে নাচিতে, কামিনীর কক্ষে প্রবিষ্টা হইল!—

গা তোল, ধনি, মেল আঁখি, পাখী ধরা পড়েছে লো!
এনেছি বারতা সুখেরি কথা, কি দিবে তা দেও লো॥
সেই চিন্তামনি তোমার কুমার জিনিয়া "কুমার,"
যারি শরে জর জর, তারি সনে হবে মিলন লো॥
এখনি হরিবে বিষাদ লো, পণ কেমনে রয় লো,
সেও যে পণ করিল, কেমনে তা সহিব লো॥

কামিনী।—সত্য সত্যই, কমলা? তুই কেমন করিয়া ঠিক্ জানিলি? যদি ভগবতীর কৃপায়, সেই কুমারকে পাই, তাহা হইলে, তুই যা চাইবি, তাহাই দিব। আমি যেমন সন্তুষ্ট হইলাম, তোকেও তেমনি সন্তুষ্ট করিব। কি হয়েছে ব্যাপার-খানা, তুই এখন বল্। উপহাস্ করিস্ না, প্রাণ যায়!

কমলা।—মার কাছ থেকে, এই শুনিয়া আসিতেছি, কা'লই গায়ে হলুদ, কা'লই বিয়ে—তোমার পায়ে আল্তা দিয়ে,

সেই যে আমাদেরবুড়—রসের গুঁড়—আমরা ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা করি, তিনিই ঘটক হয়েছেন; ঐ যে বা'র বাড়ীতে ব'সে আছেন।—আর, মা বলিলেন, ও পাড়ায় কীর্ত্তি সওদাগরের ছেলে, সেই একটী মাত্র ছেলে, যার নাম "কুমার"। যাহোক্ শুভকর্ম্মে, অনেক বিপদ; এখন, ছুহাত যোড়া হলেই হইল।

কামিনী।—মুখভরিয়া, প্রাণ খুলিয়া হাসিতে হাসিতে;—

মন কেড়ে নেয়, প্রাণ কেড়ে নেয়, হেন যদি পতি পাই।
একাসনে তার সনে, দিবানিশি কাল কাটাই॥
প্রাণ সনে কবে কথা, দূরে যাবে মনোব্যথা,
ভুঞ্জিব স্বরগসুখ তাহারে লইয়াই॥
যাতনা সে দেয় যদি, সহিব তাহা নিরবধি,
চাহিলে পরে গুণনিধি, শ্রীপদে পরাণ বিকাই।

ভাই কমল! শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময়, তোকেও সঙ্গে লইব; আমি যেখানে থাকিব, তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে থাকিবি, কেমন?—পারিবিত না? তা হ'লে আমার মন ঠাণ্ডা থাক্‌বে।

কমলা। হা—হা—হা! আমায় নিয়ে, আমায় কাছে রেখেই যদি তোমার মন ঠাণ্ডা থাক্‌তো তা হ'লে আর মন তোমার এত পুড়্‌ত না, এত জ'লে জ'লে উঠ্‌ত না। এই জন্যই ত বলে, মেয়ে মানুষের পেটে একখানা, মুখে একখানা। এখন যাও, যাও; মার কাছে যাও; মা কি বলেন, শুনগে যাও; আরও মন ঠাণ্ডা হবে।

কামিনী নীরব, বাহিরে কথা নাই, অন্তরে হাসি আছে।

ঘটক দত্ত, এদিকে শ্রীনাথ সওদাগরকে পরদিবসই আয়ু-

বৃদ্ধ্যন্ন, গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে বলিয়া, ওদিকে কীর্ত্তিচন্দ্রের বাটীতে প্রতিগত হইয়া সোৎসাহে ও সহাস্যে কহিলেন, বাবা কীর্ত্তি! তোমার খুড় যেখানে স্বয়ং লেগেছেন, সেখানে কি কিছু আর না হইবার যো আছে? কল্যই প্রাতে গাত্রহরিদ্রা, আয়ুবৃদ্ধ্যন্ন; সন্ধ্যারাত্রেই বিবাহ, এ সব ঠিক্ করিয়া দিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, তুমি অতি প্রত্যুষে, ঠিক্ অরুণোদয় কালে, তোমার ছেলের গায়ে হলুদ ছোঁয়াইয়া তাহাই সেই মেয়ের গায়ে দিবার জন্য পাঠাও—তাই আগে পাঠাও; নতুবা ত ক'নের গায়ে হলুদ দেওয়া হইবেনা। কি জান, বাবাজি, সব কাজেরই মুখটা বাঁধা ভাল। গায়ে হলুদটা, বিশেষ মেয়ের গায়ে হলুদটা হইলে পর, আঁদি করা হইল; পথ অনেকটা খোলসা হইয়া রহিল। তাহার পর তুমি, যতদূর পার, মৎস্য, দধি, ক্ষীর, বস্ত্রাদি পাঠাও না কেন। বেলা হইল, তোমার ঐ খিড়কী পুষ্করিণীতে মাছ ধরাও; সত্যসত্যই সমস্ত জোগাড় করিয়া ফেলিবে। ঈশ্বর-প্রসাদে তোমার ত লোকজনের অভাব নাই, পয়সারও অসদ্ভাব নাই। তোমার পক্ষে, বাবা! বেশী বেগ পাইতে হইবে না। সত্য সত্য বিবাহ-ব্যাপার! কন্যাকর্ত্তারই বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে, একটু ভুগিতে হইবে। তোমার কি, বাবা! ছেলে লইয়া সেখানে হাজির করিতে পারিলেই হইল; সেই বেটারই যত বেগ! তা—ত, তুমি নয় বলিয়া দিও, নিতান্ত অধিক আয়োজন, বা সমারোহ করিতে হইবে না; এ হুঁকা—শাস্ত্রে ঘটনা হইল। যাহা কিছু মনে সাধ ইচ্ছা আছে, কার্য্যের পর করিলেই চলিবে। তবে, যেগুলি

নিতান্ত নহিলে নয়, তাহাই হউক। আর আমিও অধিক লোক লইয়া যাইব না; তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, বা এরূপ অত্যল্প সময় মধ্যে যাহা করিয়া উঠা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হয়, তাহার অনুষ্ঠান তুমি কদাপি করিও না।

এরূপ বলিয়া পাঠাইলে, সে ব্যক্তিও বাঁচিয়া যাইবে, তোমারও নাম হইবে। সকলই বলিবে, সম্বন্ধ হইতে না হইতেই এত টান, এত স্নেহ মমতা পড়িয়াছে!—কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে; তাহার উপর জানিলে বাবাজি! আমি গিয়া আর একটু রসায়ন লাগাইব এখন।

কীর্ত্তি। খুড়! উভয় পক্ষে যাহাতে ভাল হয়, তুমি তাহাই করিবে; আমার তাহাতে আপত্তি কিছুমাত্র নাই। যেরূপে উভয় পক্ষের, বিশেষতঃ কন্যকর্ত্তার পক্ষে, প্রতিপত্তি রক্ষা পায়, সেইরূপই করিবে। তোমায় আর কি বলিব?

দত্ত। বাবা! এরকম মতিগতি নইলে তোমার নাম কি কীর্ত্তিচন্দ্র হয়! তোমার কিছু ভাবনা চিন্তা নাই, বাবা! আমি গুছাইয়া লইব। এখন, বাবাজি! সে সব কথা যাউক; আসল কথা পাড়। ঘরে বধূ আনিলে শুধু এখানে রাখিলে হইবে না; দুই একদিন, বেশী নয়, বেশী দিন রাখিতে কিরূপে পারিব, তোমার বধূটীকে আমি লইয়া যাইব, পাঁচ জনকে দেখাইব; লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিব! তোমার ছেলে কি আমায় বিশ্বাস করিয়া, দিবে না?—অন্ততঃ একদিনের জন্যও।

কীর্ত্তি। খুড়! তুমিই তাহার বৌ আনিয়া দিতেছ; তোমার চেয়ে, তাহার ক্ষমতা, তাহাতে বেশী কি? তুমি

যা খুসী তাহাই করিও। তোমার এবয়সে, একবার খেদ মিটাইবে না! এখন খুড়! মাথার উপর এই একটা উদ্বেগ, ভগবানের কৃপায়, তোমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদে, দুই হাত যোড়া করিতে পারিলে হয়, বৌ ঘরে আনিয়া তুলিতে পারিলে হয়। শুভকার্য্যের অশেষ বিঘ্ন-বাধা। কোন কাজে, না আঁচাইলে আর বিশ্বাস নাই। এই দেখ, এই বিবাহটার জন্তে, যা কাশ্মীর যাত্রাটা স্থগিত রহিল। আমরা ব্যবসাদার লোক, দু পয়সা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঘরে আনিতে পারিলেই মঙ্গল। আচ্ছা, খুড়! এখন এস গিয়ে, তোমার আর নিমন্ত্রণ কি; তোমারই উপর সব ভার।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই পক্ষেই, যথা সম্ভব ধুমধামে ও আমোদ প্রমোদে, বিবাহের পূর্ব্বক্রিয়া সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্নে হইয়া গেল।

প্রথম রাত্রি লগ্নে বিবাহ। কীর্ত্তিচন্দ্রের বাটীতে, বরযাত্রীগণ, সকলে সমবেত হইল; পাঁচ রকম পাঁচ দল বাদ্যবাদক, উচ্চাঙ্গে আলোকমালার শ্রেণীসমূহ দুই ধারে সারি বাঁধিয়া, অগ্রে অগ্রে মৃদু গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর, চতুর্দ্দোলোপরি বর ও তৎ বামপার্শ্বে নীতি-বর এবং তাঁহাদের পার্শ্বদ্বয়ে দণ্ডায়মান সুসজ্জিত বালক চামর ধারিদ্বয়। সর্ব্বপশ্চাতে বরকর্ত্তা, বরযাত্রিগণকে যথাযোগ্য সসম্মানে লইয়া সকলে পদব্রজে চলিয়াছেন—এ-পাড়া—ও-পাড়া বই ত নয়; এক পোয়া রাস্তাও হইবে না। সকলেরই মহা আনন্দ; শত্রু মিত্র ভাবতেরই! কারণ, কীর্ত্তিচন্দ্র শত্রু মিত্র সকলেরই অকপট সহায় ও উপকারী ছিলেন; সুতরাং সকল প্রকার লোকই তাঁহার নিকট কোন না কোনরূপে আবদ্ধ ও কৃতজ্ঞ ছিল।

ও-দিকে, শ্রীনাথ সওদাগর মহাশয়ের বাটীতে লোক ধরে না। তিনি গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্য, লোকজন জড় করিতে বা আত্মীয় কুটুম্ব যাবতীয় নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। এক মেয়ে; সুতরাং নিজের, বিশেষতঃ গৃহিণী মহাশয়ের খেদ কোন বিষয়ে রাখেন নাই, তাঁহার চির-দিনের চিরসঞ্চিত আশা পূরণ করিতে কিছুমাত্র ঔদাস্য বা অবহেলা করেন নাই। স্বয়ং ভগবতী নাকি প্রসন্না; তাঁহার ভাগ্যও বাস্তবিকই সুপ্রসন্ন। একেত বৈশাখ মাস, তাহাও আবার প্রথম ভাগ; শীত নাই, অথচ একটু শৈত্য আছে; গ্রীষ্মকাল পড়ে নাই, অথচ এক একটু গরম হয়েছে। লোক-জনকে বাড়ীতে স্থান দিতে তাঁর কোন কষ্ট নাই, অতিরিক্ত ব্যয় নাই। তাহাতে আবার, সে দিন নির্ম্মল আকাশ, শুক্ল-পক্ষীয় দশমীর চাঁদে, ফুট্ ফুট্ করিতেছে! আলোকও তাঁহার কম লাগিয়াছে। সে সময় ফল-মূলের অভাব নাই, বাড়ীতে ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি পেটভরা জিনিস ছড়াছড়ি। বরযাত্রিয় বা কন্যাযাত্রিয়গণের আহারার্থ, অগ্রে ঐ সকল ফল ও শ্রীফলের সরবত ও ছানা প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সুতরাং লুচি, কচুরি সন্দেশাদি পাকয়ান জিনিস অনেক বাঁচিয়া যাইবে; সে জন্য তাহার আয়োজনভাগও কম করা হইয়াছে।

সে সব যাহাহউক, শ্রীনাথ সওদাগর বড় বিনীত ও বিনম্র লোক; তিনি বরযাত্রিয়গণকে স্বয়ং অভ্যর্থিত করিবার নিমিত্ত গললগ্নীকৃতবাসে সদর দরজায় দণ্ডায়মান আছেন। কি ভদ্র, কি ইতর, কি ধনী, কি নির্ধনি, যে কেহ নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত ভাবে, বা বরযাত্রিয়ভাবে আসিতেছেন, সকলকেই মৃদুমধুর বিনম্র

বচনে, করযোড়ে "আস্‌তে আজ্ঞা হোক" বলিয়া পরম আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার সাদর ও সসম্মান সম্বর্দ্ধনাতেই, সকলেই অর্দ্ধভোজন অনুভব করিতে লাগিল।

আসর খুব জমকাল হইয়াছিল; চারিদিক লাল নীল ধ্বজা পতাকায়, ভাল ভাল ঝাড়লণ্ঠনে সুশোভিত; মধ্যভাগে সুবর্ণ-খচিত বরাসন, তদুপরি, তিন পার্শ্বে উপাধান, উপাধানের দুই মুখ মনিমানিক্যময়, সভার চারিদিক ও উপরিভাগ যূঁই বেল প্রভৃতি পুষ্পমালায় সুসজ্জিত; কি কন্যাযাত্রিয়, কি বরযাত্রিয়, সকলেরই গলে সুগন্ধী পুষ্পহার বা মালা দোদুল্যমানা। আবার আতর গোলাপজলে সর্ব্বত্র আমোদিত; সে স্থান, সে রাত্রি, ঠিক যেন অমরাবতী! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শিখা নাড়িয়া, কাছা খুলিয়া, নানা কুট তর্ক বিতর্ক করিতেছেন।

বালকগণ উভয় পক্ষে যথাযোগ্য, পরস্পর প্রশ্ন করিতেছে ও যথাশক্তি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছে। সমর্থ বা জয়ী পক্ষীয়েরা হাসির রোল তুলিয়া, করতালি দিয়া বিজয় ঘোষনা করিতেছে; অসমর্থ বা পরাজিত পক্ষীয়েরা অধোবদনে ম্রিয়মাণ রহিয়াছে, কেহ কেহ বা পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া চেষ্টা পাইতেছে যদি জয় লাভ হয়।

এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য চলিতেছে! এমন সময়ে, লগ্নকাল সমাগত বোধে, কন্যাকর্ত্তা কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের, পরে বরকর্ত্তার অনুমতি ও সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক সাহ্লাদে, উঠাইয়া লইয়া গেলেন এবং বরকে কন্যা পাত্রস্থা করিলেন। তৎপরে আনন্দ সহকারে পরিণয় ক্রিয়া ও স্ত্রী আচার সম্পন্ন হইয়াগেল। কন্যার সহিত বরকে বাসরঘরে লইয়া যাওয়া

হইল। বাসরে আবাল বৃদ্ধ যুবকদিগের এক রকম আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল; এবার বাসরে আবালবৃদ্ধা যুবতিদিগের পালা পড়িল, তাহাদিগের ভিন্ন রকমের আমোদ প্রমোদ। বরের নাক কাণ মলিয়া, কত রকম ঠাট্টা তামাসা, উপহাস পরিহাস, হাস্য কৌতুক চলিতে লাগিল। এখন, এই আরম্ভ হইল। এইরূপ, আরও কতরূপ, নৃত্যগীত, প্রভৃতি চলিবে। পরের নূতন ভর্ত্তা দেখিয়া, আপন আপন পুরাতন ভর্ত্তার নিন্দাপবাদ করা হইবে, কত দোষ খুঁত বাহির করা হইবে! আমোদ প্রমোদের কিছু আর বাকি না রাখিয়া, মনের প্রাণের সমস্ত খেদ মিটাইয়া, তারপর, দিন দুই তিনের মত, লেহ্য, পেয়, চর্ব্ব, চোষ্য ভোজন, আকণ্ঠ ভোজন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে সকলে চলিয়া যাইবেন; কতক কতক বা প্রাতঃকাল্ অবধি রহিয়া যাইবেন; তাঁহারা শয্যা তোলানির মাশুল আদায় করিবেন। বিধবাগণ, পরদিন একাদশী পাইয়া, কৌতুহলে উদর পূরণ করিবেন; আমোদের আর সীমা নাই।

অপর দিকে, বরযাত্রীয় ও কন্যাযাত্রীয়গণ, সকলকেই অভিন্নভাবে, প্রচুর পরিমাণে, পরিতৃপ্তি সহকারে, খাওয়ান হইল, হাতে এক এক সরা মিষ্টান্ন দেওয়া হইল এবং ব্রাহ্মণদিগকে সমাজিকতাস্বরূপ রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণাও দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপে, পরম পরিতুষ্ট হইয়া কন্যাকর্ত্তার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। কি ভদ্র কি অভদ্র, সকলকেই সমভাবে খাওয়ান ও হাতেও কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছিল। দীনদরিদ্র, নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত

সকলেই সমভাবে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল। কাহাকেও পরাঙ্মুখ, বিতাড়িত, অপমানিত বা মনক্ষুণ্ণ হইয়া, ফিরিয়া যাইতে হয় নাই।

এইরূপে, সুখের বিশেষতঃ বামাগণের সুখের যামিনী কামিনীকুমারকে লইয়া, শীঘ্রই, দেখিতে দেখিতে, অতিবাহিত হইল; কাক, কোকিল ডাকিল; পূর্ব্বদিক্ জবাকুসুমে রঞ্জিত করিয়া অরুণোদয় হইল, পশ্চাৎ দিনমণি, পদ্মিনীকে হাসাইয়া, নলিনীকে কাঁদাইয়া, আকাশপথে দেখা দিলেন। কামিনী-কুমারের আর একবার প্রাতর্বিবাহ বা বাসিবিবাহক্রিয়া সমাপন হইল; বামাগণের যাহা কিছু আমোদ প্রমোদের অবশেষ ছিল, তৎসমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহারা, এতক্ষণ পরে, গৃহস্থরমণী বা কুলবালা বা কুলবধূ বলিয়া চৈতন্যবতী হইয়া, এবং লজ্জাবনত ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। কাহাকেও হাসিয়া, কাহাকেও কাঁদাইয়া, বরকন্যার বিদায় হইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। দ্বারদেশে, "রাজার জয় হউক, শীঘ্র নাতিপুতির মুখ দেখুন, ঝী-জামাই একশবছর বেঁচে থাকুক" ইত্যাদি শ্রুতিমধুর বাক্যাবলী বর্ষণ করিতে করিতে শত শত কাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাঘবভাটেরাও হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সদর-বাটীতে সমবেত হইল।

বরকর্ত্তা মহাশয়, আহ্লাদে ও উৎসাহবিকশিত বদনে, হাস্যের বিজলী খেলাইয়া, নানা দেব-দেবী উদ্দেশে ও দীন, দুঃখী, পাত্রাপাত্র বা স্থলবিশেষ বিবেচনায় অকাতরে দানধ্যান করিয়া বধূসহ পুত্র লইয়া, স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন,

তাঁহার কুমারের মুখখানি, কৌতুকিনী রামাগণের তাড়নায় সমস্তরাত্রি জাগরণে ঈষৎ শুষ্ক হইলেও ম্লান হয় নাই; বরং মনের আকিঞ্চন, প্রাণের আশা, কামিনী-মণি লাভে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন শারদীয় কুমুদীতে উদ্ভাসিত ছিল! আর ভাগ্যবান সওদাগর মহোদয়ের পুত্রবধূর মুখখানি যেন কাক-জ্যোৎস্নাময়! পিতা-মাতার সন্তোষ ও পাঁচজনের লজ্জাখাতিরে, উপরিভাগ মলিন, যেন কত ভাবান্বিত! কিন্তু, অন্তরে আনন্দের পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণমাত্রায় খেলিতেছে; তাঁহার এত প্রয়াসের বস্তু, চিন্তার মণি লাভে, এখন হইতেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন।

যাহাহউক, শ্রীমান কুমার অতি সমারোহে শ্রীমতীকে লইয়া স্বভবনে যথা সময়ে লইয়া উপনীত হইলেন। কৌমুদীযুক্ত চন্দ্র দর্শনের ন্যায়, ঐ যুগলমূর্ত্তি দর্শনে সকলের বিশেষতঃ, সওদাগরপত্নী সতী প্রেমবতীর হৃদয়-সাগর উথলিত হইয়া উঠিল! তিনি যাহা যেরূপ কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছিলেন, তাহা অচিরেই—আশাতীত সল্পকাল মধ্যেই ফলিল! তাঁহার এত দিনের দেবদেবীপূজা, নানাব্রতনিয়ম পালন ও ঠাকুরদেবতা নমস্কার করা, সার্থক হইল। তিনি স্বহস্তে মারকতী-কাঞ্চন প্রাপ্ত হইলেন—সোণায় সোহাগা সংযোগ দেখিলেন। তাঁহার আজ আনন্দের আর সীমা রহিল না! পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিয়াও, তাঁহার চক্ষের তৃপ্তি আর মিটিতেছে না, দর্শনাকাঙ্ক্ষা আর কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে! এমন সময়, দুটী চক্ষুর পরিবর্ত্তে যদি সহস্র চক্ষু হইত, তাহা হইলেও তাঁহার আশা, তাঁহার তৃষা মিটিত কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল।

গ্রামের বা গ্রামান্তরের সকলেই নববধূ দর্শনে, অলৌকিক

রূপের প্রশংসা ও সওদাগরের ভাগ্যের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। "যেমন বর, তেমনই ক'নে, যেমন গঙ্গা, তেমনই গঙ্গাধর"—একথা, যে দেখে, সেই বলে।

পতিপ্রিয়া প্রেমবতী, পুত্র ও পুত্রবধূকে সানন্দে ও সাদরে বরণ করিয়া, ঘরে তুলিলেন। এবং তথায়, প্রিয়ম্বদা ও উপহাসিনী নানা ননদিনী পরিবেষ্টিতা নবযৌবনা নববধূর মুখ, দুই হস্তে দুই স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর দিয়া দেখিলেন, দেখিলেন, যেমন পুত্র তদুপযুক্তই পুত্রবধূ বটে! যতবার দেখিলেন, ততবারই তাঁহার নূতন নূতন বলিয়া, প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এবং আপনাকে ধন্যা ও কর্ত্তার নিকটে কৃতজ্ঞা ও বিধাতার সন্নিধানে পরম অনুগৃহীতা জ্ঞান করিলেন। এখন এতাদৃশী বধূ লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে পারেন, তাহাই আবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যাহাহউক, আমোদ আহ্লাদে দিন ত অতিবাহিত হইল। রাত্রি আসিল। কিন্তু, সেদিন কালরাত্রি। বর কন্যায় দেখা সাক্ষাৎ হইতে নাই। সুতরাং দম্পতীদ্বয় অধৈর্য্যে ও উৎসুক্যে কোনমতে অর্দ্ধ জাগরণে, অর্দ্ধ সুষুপ্তিতে সে কালরাত্রি কাটাইলেন।

রাত্রি পোহাইল, প্রভাত হইল। সেদিন বৌভাত, ফুলশয্যা। বাটীর স্ত্রী-পুরুষ ভাবতেই ব্যস্ত সমস্ত; অনেক নিমন্ত্রণ; অনেক লোকজন খাইবে; যেমন নর, তেমনই নারীর সমাগম হইবে। ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন সমাগত হইল। বহুতর লোকের জনতা। ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী ও গ্রামস্থ অপরাপর উপস্থিত। সওদাগর, আপনার ও গৃহিণীর খেদ মিটাইয়া, আশা

পূরাইয়া এতদূর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আরও বিশেষতঃ, ছেলের আয়ুবুড়া ভাতের সময়, সুযোগাভাবে, অধিক নিমন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, করেনও নাই। তাঁহার, যাহাহউক, নাম আছে, গন্ধ আছে, মান আছে, ধন আছে সাধ্যগত সকলকেই না জানাইলে হইবে কেন?—যে তাঁহার ছেলের বিবাহ হইয়াছে। বরং কিছু সাধ্যাতীতও হওয়া উচিত। এই ত তাঁতার 'জন্মের কর্ম্ম, চৈত্রমাসে রাস'! যাহাহউক, নিমন্ত্রিত নর-নারী ও সমুপস্থিত অন্যান্য ইতর বা কাঙ্গালদিগকে, পাতে হাতে সন্তোষিত করিয়া, সকলেরই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন।

পরে, কামিনী-কুমারের অকথ্য কষ্ট ও বিস্তর প্রার্থনায় সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল। প্রায় শতাবধি লোকে, শ্রীনাথ সওদাগরের বাটী, ফুলশয্যা উপলক্ষে নানা জিনিষ পত্রের সম্ভার আসিয়া উপনীত করিল। প্রতিবেশীগণও আত্মীয় কুটুম্ব সকল তদ্দর্শনে সকলে অবাক্! কীর্ত্তিময় কীর্ত্তিসওদাগর তন্মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই বিতরণ করিলেন। তদনন্তর রাত্রি আগতা হইলে, মহানন্দের মহাড়ম্বরের ফুলশয্যার আয়োজন হইল। কুমারের পূর্ণশশধর-মুখ জ্যোতির্ম্ময় হইল, এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর হৃদয়-কুসুম প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল! সে দুর্ল্লভ সময়ের, তাঁহাদের যে পরস্পরের মনোভাব, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কাহারও অনুমান হইতে পারে না, ধারণাশক্তিতে এককালে আসিতেই পারে না!

হাসিতে হাসিতে আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে আহারাদি সমাপন করিয়া, রীত্যানুযায়ী সওদাগর সুত প্রথমেই সুগন্ধ-

পুষ্পপুঞ্জবিকীর্ণ শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া, সঙ্গিনী প্রতীক্ষায় সমুৎসুক রহিলেন; সমুৎসুক আছেন, আরও এই কারণে যে, গৃহাভ্যন্তরে কামিনী আসিলেই, তাঁহার কঠিন পণ রক্ষা করিবেন।

এদিকে কুমারের কামনার নিধি, বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিলাসিনী কামিনীর অকস্মাৎ হর্ষে বিষাদ! পূর্ণশরচ্চন্দ্রে কালিমা, পদ্মিনীর বৃন্তে কণ্টক; নির্ম্মল সাগরজীবনে লবণাস্বাদ; আজ তাঁহারও তাহাই হইল; এসব বিধির চক্র বা ভাগ্য বিড়ম্বন,—অমৃতে গরল! কাহারও দোষ নয়। যেখানে সম্পদ, সেইখানেই বিপদ যেখানে সুস্থতা, সেইখানেই রোগের ভয়; যেমন সুখ, তেমনই দুঃখ; যেমন অনুপম হর্ষ, তেমনই তাঁহার অনুপম বিষাদের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। তাঁহার হৃদয়-পদ্ম হঠাৎ মুদিত হইয়া গেল, অন্তর দুরু দুরু কম্পিত হইয়া উঠিল, মর্ম্ম ফাটিয়া, চক্ষু ফুটিয়া, জল দর দর বিগলিত হইতে লাগিল!

সোণামনি ও সোণামুখী নাম্নী দুই দাসী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদাই থাকিত; সঙ্গে সঙ্গে অহর্নিশি থাকিবার অনুমতিও ছিল।

কামিনী কোথায় উল্লাসে কুমারের শয়নকক্ষে শুভক্ষণে, তৎপশ্চাৎ শয়নে যাইবেন, না যাইতে যাইতে, হঠাৎ যেন পদ-স্খলিতা ও ম্রিয়মাণা হইয়া, সহস্র ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে, ভীতিসঞ্চারে প্রত্যাগত হইয়া তাহাদের দুই-জনের নিকটে আশ্রয় লইলেন দেখিয়া, দাসীদ্বয়ে বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসিল:—দিদীমনি! দিদীমনি! কি হয়েছে?—তোমার বুক এরূপ দুপ্ দুপ্ করিয়া দুলিয়া ফেলিতেছে কেন? মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গেল কেন? দুনয়নে বারিধারা ঝরে

কেন? আচম্বিত কি অঘটন ঘটিল, বল?—ভয় কি?—আমরাত সেই জন্য দুইজনেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। এখানে আমরা তোমার আশ্রয়, আমরা তোমার রক্ষক। বল বল, দৌড়িয়া গিয়া বাবার কাছে কি খবর দিব নাকি?

কামিনী।—না, না, বাবা কি মার কাছে, খবর দিবার যোগ্য কিছু হয় নাই। আমি এতক্ষণ আত্মবিস্মৃতা ছিলাম; উপস্থিত আমোদে ডুবিয়াছিলাম; ভাবী বিষয় ভাবিবার আর অবসর পাই নাই। স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়া, অবশ্যম্ভাবী নরকযাতনা যে কতদূর হইবে, তাহা মনে উদয়ই হয় নাই। পুরুষজাতির কি বিষমমায়া, আমি তাহাতে এতাবৎকাল মুগ্ধা ছিলাম! তাহাদের কি বিষম ফাঁদ, আমি পরিণাম কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাহাতে পড়িতে যাইতে ছিলাম, কিরূপে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, তাহা এক মুহূর্ত্তও ভাবিবার অবকাশও পাই নাই। এই জন্যই হাজার চাতুরী কৌশল জানুক, হাজার বুদ্ধি মায়া ধরুক, নারীজাতি অতি সরল, বল থাকিলেও অবল; পুরুষের কাছে সকল বিষয়েই পরাস্ত হয়; পুরুষের কপট প্রণয়, বাহ্য মায়ায় পড়িয়া হাবুডুবু খায়। সোণামুখী দিদি! সোণামনি দিদি! যদি কিছু উপায় থাকে, করিয়া দে; নতুবা আজ এখনই আমার, এই অপক্ক প্রীতিতেই প্রাণান্ত হইবে। আমি সঙ্গে দুদিন ঘর করিয়া, দুই দিন তাঁহার স্বর্গসহবাস সম্ভোগ করিয়া, তার পর যদি আমায় চায়, তার পর যদি তার কোন ইষ্টের জন্য আমার প্রাণ দিতে হয়, তাহা অনায়াসে সহ্য হয়। কিন্তু দিদি! না উঠিতেই এক কাঁদি! এখন যদি তার, বা পণের

কাছে প্রাণ দিতে হয়, তা হলেই সর্ব্বনাশ। বাপ-মা কি বলিবেন, কি মনে করিবেন, শুনিলে পরে!

সোণামুখী ও সোণামণি, ইহারা দুই জনে অতি চতুরা দাসী; ইহারা নানা গুণ গান, মন্ত্রতন্ত্র জানে; পরপুরুষ-বশী-করণ বিদ্যা জানে। কামিনীর আদ্যপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ভাই! এই তার পণের কথা বলিতেছ, পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া বল, আমরা তাহার প্রতীকার জানি, করিব। আমরা এখানে থাকিতে তোমার ভয় কি? তোমার গায়ের একগাছা কেশ স্পর্শ করে, এমন লোক আসুক দেখি।

কামিনী।—বোধ হয় তোমরা শুনিয়া থাকিবে; কমলা বোধ হয় তোমাদের বলিয়া থাকিবে; বিবাহের আগে কমলার দ্বারা আমি পণ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আমার কি দুর্ম্মতি, কি মতিচ্ছন্নতা তখন উপস্থিত হয়েছিল—যে, তাহাকে আমি তামাক সাজাব; তাহা শুনিয়া, বোধ হয়, নারীজাতির এতদূর আস্পর্দ্ধা বুঝিয়া, সেও পণ করিয়াছিল যে, সে উঠিতে বসিতে আমায় দশ জুতা প্রহার করিবে। সেই ভয়েই আমি এখন সঙ্কুচিত, ভীতচিত্ত; তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত।—তোরা ভাই! যতই কেন আমায় প্রবোধ দে, যতই কেন আমায় সান্ত্বনা বাক্য বল্, আমার মন সরিতেছে না; সে কাজে মন সরে না, তাতে বিঘ্ন আছেই আছে। সে কাজ করিলে, কখন মঙ্গল বা নিজের শ্রেয় হয় না। এই দেখ্, দেখ্—আমার বাম আঁখি নাচিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! মনে আর সে উল্লাস নাই, সে উৎসাহ নাই! মন খিন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! অমাকে তোরা ধর্, আমি তোদের কোলে একটু শুইয়া পড়ি।

উক্ত দাসীদ্বয়ের মধ্যে, সোণামুখী অধিকতর চতুরা। বলিল, বোন্ বস্, আমাদের কোলে এখন শুইতে হইবে না, যার কোলে শোবার এখনই তারই কোলে গিয়া শুইও। আমরা তার যোগাড় যন্ত্র করিয়া দিতেছি। তবে বলি শোন—এই ভয়েই কমলা দিদী এলনা; তারই ত তোমার সঙ্গে আগে আসিবার কথা। সে বড় ভাল মানুষ, সাদাসিদা মানুষ, সে অত শত বেশী কিছু বুঝে না। তাই জোর পূর্ব্বক আমাকে অনেক বলিয়া কহিয়া, তোমার সঙ্গে পাঠাইল। সেই আমাকে বলিয়া ছিল বটে, 'এই রকম উভয়েরই পণ আছে—বড় বিষম বিপরীত পণ! তাই তুই যা; তুই অনেক ঔষধপত্র গুণ-মন্ত্র জানিস্, তোর দ্বারায় কাজ হইবে।' তাই আমি এলাম।—উপস্থিত এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে এলাম। তোমার, বোন্! কিছু ভয় নাই। দেখিবে, অন্ততঃ আজ রাত্রে ত তোমায় জয়ী করিয়া দিবই। এমন ঔষধের, মন্ত্রতন্ত্রের গুণ আছে। আমি যখন দেশে ছিলাম, এই রকমে কত পয়সা উপায় করেছি; কত লোকের সর্ব্বনাশ, কত লোকের ইষ্টলাভ করাইয়া দিয়াছি! তোমার ইহা ত সামান্য।

কামিনী।—যাতে যা ভাল হয়, কর্। এ বিপদ হইতে উদ্ধার হলেই হল!

সোণামুখী।—জানিস্ বোন্!—মোর মন্ত্রগুণে চাঁদ আইসে ক্ষিতিতলে। জ্বালাইতে পারি আমি ভাদ্র মাসের জলে॥'—তোমার কুমার ত ছেলে মানুষ, কত পাকা লোককে কাঁচা ক'রে দিলাম!

কা।—কি করিবি, শীঘ্র কর্ ভাই, দেরি হইতে লাগিল।

সে ছেলে মানুষ হইলেও, তাহার পণ যে ছেলে মানুষের মত নয়। এই ত ভয়। আমি তার মায়ায় পড়িয়া পণ ভুলিয়া গিয়াছি; আমি নয় তাকে হারাতাম, নয় নিজে হারিলাম। সতীর পতির কাছে চিরকালই মান বই, অপমান নাই। কিন্তু পুরুষজাতি, আমি শুনিয়াছি, বড়ই কপট অসরল, তাদের অন্তরে গরল; তাদের প্রতিজ্ঞা, তাদের জিদ যা করিবে, তাহা কখন ছাড়িবেনা। কবেকার কোন্ কথা তা তাহারা ভুলে না, চিরদিনই মনে করিয়া রাখে, রাখিয়া, সুবিধামতে স্ত্রীকে কত খোঁটা দেয়, কত ব্যথা দেয়। আমরা সরল মনখোলা নারীজাতি; পরপুরুষের প্রীতি, সেটা আসল কি নকল, তা দেখিনা, তাতে পড়িয়া আত্মহারা হই; সুখদুঃখ সব ভুলিয়া যাই! কলুর ঘামিটানা গোরুটীর মত হই; যে দিকে তাড়ায়, সেই দিকেই যাই. যা বলে, তাই শুনি; ভাল মন্দ কিছু দেখি না, কিছুই বুঝি না; দেখি, বুঝি কেবল তার ভালবাসা; তাও সেটা বাহ্যিক কি আন্তরিক,—তা দেখি না, বুঝিও না। এতেই ত আমরা মরি। সাধে কি আমরা অবোধ, নির্ব্বোধজাতি। সাধে কি আমাদের দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই!

সোণা।—এক কথা বলি, আমি এই গুণাগুণ করিয়া দিতেছি। তোমার কোনও ভয় নাই। আমরা দুজনেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে বা একটু আড়ালে থাকিব; আমরা সমস্ত রাত্রি জাগিব! যদি এতক্ষণও, তোমার কুমার সে ঘরে শুইয়া থাকেন ত ভালই, তা হইলে, তুমি ঘরে গিয়া, ঘরের দুওর দিওনা, ভেজাইয়া রাখিও, আমরা ঠিক্ দুওরের অপর পাশে

থাকিব, কি তোমাদের হইবে, সব শুনিব—দেখিব। আর, তোমার যাইতে এত বিলম্ব দেখিয়া, অধৈর্য্য হইয়া যদি ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়া থাকেন, তা হইলেও, মন্দ নয়; আমরা তিন জনেই তৎপ্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব। যখন যেমন কথা কহিবার আবশ্যক হয়, তাহার ব্যবস্থা আমরা—এই দণ্ডেই করিব।

এই বলিয়া, সোণামুখী তেল পড়িয়া কামিনীর মাথায় মাখাইয়া দিল, সিন্দুরপড়া ললাটে দিল, নাসাগ্রে গোরোচনার ফোঁটা দিয়া পরিধেয় বস্ত্র উল্টাইয়া আঁটিয়া পুনঃ পরাইয়া দিলেন এবং সেই বস্ত্রাঞ্চলে দুইটা সরিষা পড়িয়া বাঁধিয়া দিলেন—দিয়া বলিলেন—বোন্! এই সরিষা পড়ার মন্ত্রের জোরে—"বাতাসের গমনের আর শক্তি নাই। যদি এই মন্ত্র পড়ি বাহিরে দাঁড়াই॥"—এখন চল, ধীরে ধীরে চল, অগ্রসার হও, আমরা দুজনে পিছু পিছু আছি। কিম্বা যদি নিতান্তই ভয় পাও, আমরা নয় তিনজনেই এক সঙ্গেই যাইতেছি। তুমি আমাদের ছুইয়া থাকিও না। আমার বোধ হয়, তোমার কুমার এতক্ষণে ত্যক্ত বিরক্ত বা হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উঠিয়া, ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকিবেন। কারণ, পুরুষ মানুষ অতি অধৈর্য্যজাতি; তাদের কিছু সহ্য হয় না। মনের দোষে ভোগে, আমাদের ও ভোগায়।

তাহারা তিনজনে মৃদু মন্দগতিতে গিয়া, ঘরে উকি মারিয়া দেখিল, ঘর শূন্য!—কিছু ভাবিত হইয়া, নিশা দ্বিপ্রহর অবধি এই আসে, এই আসে, নিশ্চয়ই আসিতে হইবে—এইরূপ ভাবে উৎকণ্ঠায় নীরবে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

অধীরা, কাতরা, কামিনী সোণামুখীকে উদ্‌গ্রীতা হইয়া কিছু বলিতে যাইতে উদ্যতা হইতে ছিলেন, এমন সময় কাক-তালীয়বৎ শ্রীমান কুমার আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, হর্ষ বিষাদ বিমিশ্রিত অন্তরে, কামিনী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অধোবদনে একবারে নীরব! তাঁহার পেটের কথা পেটেই রহিয়া গেল। তখন ধূর্ত্তা চতুরা সোণামুখী সহাস্যে মৃদুভাষ্যে চক্ষু ঘূরাইয়া, প্রেমবতীনন্দনের মন টলাইয়া বলিলেন ;—

ওহে কামিনীর প্রাণ! কামিনী জীবন!
হা! হা! চাঁদের কি মনে পড়িল এখন?
দ্বিতীয় প্রহর নিশি বসে তিন জন।
তোমার কারণে মোরা চিন্তি সর্ব্বক্ষণ॥
সুখনিশি অদ্য সকলে আসিতে হয়।
নিশি-শেষে আইস, এবে উচিত ত নয়॥

এই বলিয়া, কুমারের মন বাঁধিয়া, সেই গুণিনী দাসী, তাম্বুল পড়িয়া, তাঁহার হাতে দিল। তিনি তাম্বুল খাইয়া, দাসীগুণে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, প্রিয়া দাসী! তুমি আজ রাত্রে এই ঘরে শয়ন কর।

তৎশ্রবণে পূর্ণকামা মনে করিয়া, অমৃতমুখী সোণামুখী উত্তর করিল—ওহে কামিনী-প্রাণ! আমি ত থাকিবই, যেখানে মহাশয়ের অনুমতি ও অভিপ্রায় হইতেছে; আর এক দাসী আছে, সেও থাকিবেক।—

তখন কামিনী খুসী হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রাণের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

কুমার লালবস্ত্রাবৃতা, নানালঙ্কার-সজ্জালঙ্কৃতা কামিনীর দিকে

দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন ;—অয়ি নব-যৌবন-গর্ব্বিতে! পতি-সঙ্গাভিলাষিণী তুমিই না বলিয়াছিলে, আমার দ্বারায় তামাক সাজাইয়া খাইবে?—তা, খাও এখন।—

এই বলিয়া, সেই দশ জুতা প্রহারার্থ, পদ হইতে চর্ম্ম পাদুকা খুলিয়া, পতির প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, কিন্তু তৎপ্রহার ভয়ে শঙ্কিতা, কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া হর্ষ-রোষ কষায়িত লোচনে দণ্ডায়মান!

তৎগর্হিত ও ভয়ঙ্কর ভাব দর্শনে, সুরসিকা সোণামুখী, তৎমুহূর্ত্তে ভাবীপতির করধারণ পূর্ব্বক, কহিলেন,—ওহে গুণধর! নিবেদন করি, এ দাসীর সুবচন শুন। আজ এই প্রথম মিলন দিন, এই মধুর যামিনীতে, এইরূপ করিয়া কি কামিনীর গায়ে হাত দিতে আছে? এই ইহার প্রথম উৎসাহ, এ উৎসাহ কি তোমার ন্যায় পুরুষের ভঙ্গ করা উচিত?—ছি! ছি! তুমি রতি-বাঞ্ছিত পতি, ইনিও তোমার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী রতিরূপিণী পত্নী। তোমাদের পরস্পরে কাহারও কিছুরই অভাব নাই। তবে, তোমার এরূপ অভাবনীয় স্বভাব কিরূপে সম্ভবে? তোমাদের উভয়েরই ত পণ আছে। সেই পণ, পরস্পর কাটাইয়া দিলেই হইল। আর তাহা যদি নিতান্ত না হয়, তবে, পশ্চাতে আর কিছুদিন গেলে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। তখন তোমার উপর তাহার ভালবাসা গাঢ় হইয়া আসিবে; তাহাতে আর তাহার মনোভঙ্গ হইবে না; তুমিও অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। পোড় খেলেই, এমন যে মৃৎপাত্র, তাহাও শক্ত হয়, তখন তাহা ঘা লাগিলেও সহজে ভাঙ্গেনা। সেইরূপ, এখন তোমাদের ভালবাসা, মায়া, মমতা

পদ্মপত্র জল বিন্দুবৎ; নিতান্ত চঞ্চল, নিতান্ত অস্থির! দিন-কতক মন স্থির করিয়া, পরস্পর পরস্পরে প্রাণন্যস্ত করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে দিন দিন বর্দ্ধিত ভালবাসায় উৎসাহিত করিয়া, প্রেমপাশে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাক, তখন যাহার যে ইচ্ছা সেইরূপ রাগ, অনুরাগ, ভাব, বিভাব দেখাইও, কোনই কথা নাই। এখন, মোটে তাহার যৌবন জোয়ার ধরিয়াছে মাত্র, তোমার প্রতি তাহার এই নূতন ভালবাসার প্রথম তরঙ্গ ছুটিয়াছে মাত্র; এখন, সে তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া, চিরকালের মত তোমাদের সুখের প্রস্রবণ নষ্ট করিও না—বন্ধ করিও না। ইহা সুরসিকের, পরিণামদর্শী পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়, ধর্ম্মও নয়। বিশেষতঃ, আজ প্রথম শয়ন; এই ফুলশয্যা? আজ কোন অশুভ কার্য্য করা বিধেয় নয়। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি? শুভদিনে, তোমার এ কার্য্য করা উচিত কি? পাকা সোনার এইরূপ প্রাণহানা উপদেশে ক্ষণেক স্তম্ভিত ও তাহার ঘন ঘন কুটিল-কটাক্ষে এককালে আহত হইয়া, কুমার চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষ লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন! তাঁহার হস্ত হইতে উত্তোলিত পাদুকা স্খলিত হইয়া পড়িল, তখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ-মেঘাভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় হাস্য করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, অয়ি! কামিনী সঙ্গিনি! রসরঙ্গিনি! আমি কেবল তোমারই অনুরোধে আজ এই কার্য্য হইতে বিরত হইলাম, তোমার ভগিনীকে এখন ক্ষমা করিলাম।

তৎপরে, পরম পরিতুষ্টা কামিনী নয়নসঙ্কেতে তাঁহার বিপদ্-দ্ধারিণী সোণামুখীকে অতি মৃদুবচনে কহিলেন—বোন্! এখন তোমার কল্যাণে রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু অবশিষ্ট রাত্রিকাল

এক ঘরে ইহার সঙ্গে থাকিতে আমার মনে বড়ই আতঙ্ক হইতেছে! যাহাতে স্বতন্ত্র স্থানে আমার, অথবা ইহাঁর শয়ন হইতে পারে, এমন যোগাড় হয় না কি?

সোনা। দিদীমণি! আমার অসাধ্য কি আছে; অসাধ্য বা দুঃসাধ্যও আমি সাধ্য ও সুসাধ্য করিয়া তুলি। আচ্ছা, তুমি এই স্থানেই নিশ্চিন্ত থাক; আর তোমার কাছে এই সোনামণি রহিল। এই বলিয়া, কামিনীর প্রিয়া সুচতুরা দাসী অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্তা হইল।—কটাক্ষবাণাহত কুমারকে সম্বোধিয়া কহিল,—ওহে নবীন সওদাগর! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আর একটী মিনতি করিতেছি, রক্ষা করিতেই হইবেক। তুমি এখন এই ঘরে, কোমল ফুলশয্যোপরে, এই পতিপাশাকাঙ্ক্ষিণী কামিনীকে লইয়া, সুখ সম্ভোগ কর, আমরা এক্ষণে নিক্রান্তা হই।

এরূপ বাক্যে, সোনামণি বহির্গতা হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন, কুমার সহাস্যে কহিলেন, কই বাহির হও, আর বিলম্ব করিতেছ কেন?

সোনামুখী। ছেলে বেলা হইতে আমার কেমন একটা রোগ আছে, একলাটী আমি বাহিরে যাইতে পারিনা; কেহ না আমার সঙ্গে গেলে বা দাঁড়াইলে, আমি বড় ভয় পাই; একবার আমি এই রকমে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলাম, এজন্য আমাকে কখন কোথাও একলাটী যাইতে দেননা। ভাই—ভাই!

কুমার। কেন? বাহিরে গেলে কেহও তোমায় ধরিবে নাকি?

সোনা। আহিরি, দাদাবাবু! বাহিরে গেলে, আমার গা

কেমন ছাঁত্ ছাঁত্ করে। এখানে ধরিবার কাহারও ভয় ডর নাই; তবে তুমি নিজেই যদি ধর।

কুমার। (ভারি খুসী হইয়া) তা—তা, তুমি ধরিবার যোগ্য বটে, তোমাকেত দাসীর মত দেখায় না!

সোনা। (আত্মপ্রশংসায় আহ্লাদে গদ গদ হইয়া) একবার ভাই দাঁড়াও। একটীবার আমার সঙ্গে এস; আমার কেমন—তোমাদের এই ফাঁকা ফাঁকা বারাণ্ডা পানে চাইলে, কেমন ভয় ভয় করে, মন যেন চমকাইয়া উঠে; শরীর সিহরিয়া উঠে; কে যেন ধরিল বলিয়া মনে হয়।

কুমার। আচ্ছা! আচ্ছা! চল; কেহ ধরিবেনা। এই বলিয়া সোনামুখী আপন অভীষ্ট সাধনার্থ কুমার সমভিব্যাহারিণী হইয়া বারাণ্ডার দিকে চলিল।

কুমার। এই সোজাসুজি চলনা; বারাণ্ডার দিকে কেন?

সোনা। এই দিকেই ত।

কুমার। কই তোমার ভয়?—দেখি, তোমার কি রকম ভয়?

সোনা। আচ্ছা! ভাই! কেমন জ্যোৎস্না দেখেছ? এখনই চাঁদ ডুবিবে বোধ হয়। দেখ, দেখ, আচ্ছা, ঐ আম-গাছের উপর কি জ্বলছে, ভাই! ওগুলায় বড় ভয় করে!

কুমার। দুর শালি! ওগুলা যে জোনি পোকা, জানিস্ না?

সোনা। জোনি-পোকা আমি আর জানিনা, না চিনি না! আমি মনে করেছি, ছোট ছোট পেত্নী, বুঝি, উড়ে উড়ে গাছে বস্‌ছে আর জ্বল্‌ছে!

কুমার। পেত্নী ত গাছেই বসে!—শালি নেকী আর কি!

সোনা। আমি নেকী, না তুমি নিজে নেকা। আমি ভাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি ; আমি ভূতে ভয় খাই, পেত্‌নীতে নয়। পেতনীত আমাদেরই জাতি। তোমার বরং পেত্নীতে ভয় হয়।

তুমি এখন নব্যযুবক, পেতনী তোমাকেই পাইতে পারে। পেত্নী কি যাকে তাকে পায়, না যা তাই খায়। তারা লোক চেনে।

এই বলিয়া, দ্রুতবেগে, মনের আবেগে, সজোরে গিয়া, পূর্ব্বাহত কুমারে দৃঢ় ও গাঢ় আলিঙ্গন দিল।

সওদাগর সুত, সোণামুখীর বুকের চাপে পিষ্ট ও নিজের মনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া, অচৈতন্যভাবে বারাণ্ডায় পতিত হইলেন। আজীবন কাল তাঁহার কখনও স্বপ্নেও, স্ত্রী সংস্পর্শ হয় নাই ; সুতরাং, সুকোমল জাতির সুকোমল অঙ্গস্পর্শে, তিনি একবারে বিমুগ্ধ, একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন!—কিছুকাল পরে, 'আ!" করিয়া নিদ্রা ভঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইলেন, উত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—এ কোন্ জায়গা?—আমি কি সেই বারাণ্ডায় আছি!—না, আর কোন স্থানে তুমি আনিয়াছ। সুন্দরি! সত্য করিয়া বল।

সোনা। (দেবদুর্লভ পুরুষকে পাইয়া, এক মুখ হাসিয়া, কুমারের গায়ে ঢুলিয়া পড়িয়া) সত্য তিন সত্য করিয়া বলিতেছি, এ সেই বারাণ্ডা বই কি। তুমি কোথায় মনে করিতেছ—তোমার কি অনুমান হইতেছে? বল, শুনি।

কুমার। আমার যেরূপ অপূর্ব্ব বচনাতীত ভাব হইয়াছিল, এখনও আমার ধাঁদা যায় নাই। তাহাতে বোধ হইতেছে, তুমি

যেন আমায় কোথায়—কোন্ স্বর্গে লইয়া গিয়া তুলিয়াছিলে! এখনও তোমায় আমায় অপ্সরী জ্ঞান হইতেছে; বোধ হয় পাখা করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলে!

সোনা। (গদ্‌গদ্‌ভাবে) কই! আমার পাখা কই? যে তোমায় উড়াইব।

কুমার। হয়তঃ কোথায় লুকান আছে। নতুবা, আমার এরূপ ভাব কেন? তুমি অপ্সরী না হইলে, আমাকে শূন্যে না উড়াইলে, আমি কি এরূপ হই? আমি কি আমাতে ছিলাম, তুমি কোথায় হরিয়া লইয়া গিয়াছিলে। আবার দয়া করিয়া, ফিরাইয়া আনিলে।—ভাই!

সোনা। তুমি যদি আমার পাখায় না উড়বে, তুমি যদি নারীর তুচ্ছ, নারীর অধম আমাকে যদি অপ্সরী জ্ঞান না করিবে, তবে কি তোমার এরূপ মতিগতি হয়! তুমি এখন নব্য যুবক, বিশাল ও বিচিত্র সংসার ক্ষেত্রে তোমার এই প্রথম প্রবেশ, তোমার কি বস্তুবিচার বা বস্তু জ্ঞান আছে? তা যদি থাকবে, তাহা হইলে কি তুমি নিজের জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য, আমি যার দাসী, সেই প্রকৃত অপ্সরী, দেবী তুল্যা কামিনী দিদিকে পাদুকা প্রহার করিতে যাও? কাঞ্চন ফেলিয়া, তাহার গুণ মূল্য না বুঝিয়া, কাচে তোমার আদর, মূল্যহীন কাচে তোমার আকিঞ্চন—তোমার মনের আকর্ষণ!—ছি! ছি! ছি!—দেখ, প্রকৃত পুরুষ হওয়া বড় শক্ত, স্ত্রীজাতির মন বুঝা বড় শক্ত! আপন স্ত্রীকে অভয় না দিলে, আপন স্ত্রীর প্রতি কুটিল ভাব ত্যাগ করিয়া সরল না হইলে, তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাধীনভাবে খেলিতে না দিলে, কখনই তুমি তাহার মন প্রাণ পাইবেনা,

নৈসর্গিক স্ত্রীসুখেও চিরকালের মত বঞ্চিত হইবে; উভয়েরই জীবন একবারে উদ্দেশ্য শূন্য, একবারে অনর্থক—একবারে মরু তুল্য হইয়া যাইবে। তখন, নৈরাশ্য জীবনপথের সম্বল হইবে; ধর্ম্মপথে আর বল থাকিবেনা।

কুমার। রে কুমার-মোহিনি! চিত্ত-বিনোদিনি? এখন, একটী কথা রাখ, আমার প্রাণ রক্ষা কর। ও ঘরে আমি আর যাইবনা, ওখানে বড় গ্রীষ্ম; এই দেখ এইখানে যে ঘাম হইতেছে! ঘর হইতে একখান পাখা আন। আমায় বাতাস কর; আমার সম্মুখে, বসিতে না পার, শুইয়া থাক। আমি একটু ঘুমাই।

সোণামুখী পাখা আনিতে ঘরের মধ্যে গেল। কামিনী এখনও নিদ্রা যায় নাই; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়াছেন। সোণা সোণা! খুব!—তুই এই পাখা লইয়া যা এইবার উনি ঘুমাইবেন, আমিও নির্ভাবনায় ঘুমাইব। তুই এই ঘরের দুয়ারে শিকলী দিয়া যা।

কুমারের অপ্সরী সোণামুখী, পাখাহস্তে তাঁহার সন্নিকটে গিয়া, বসিয়া বসিয়া বাতাস করিলেন। তিনিও মৃদুমধুর ব্যজনসঞ্চালন অনুভব ও তাঁহার অপ্সরীর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, নিদ্রাকৃষ্ট হইলেন। কামিনীও এখন বাঁচিলেন; নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইলেন; স্বামীর দশা দেখিয়া, এখন আর তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ নাই। মানবজাতির মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; মনেই সুখ, মনেই দুঃখ। যাহার লালসায় তিনি পূর্ব্বে পাগলিনী ছিলেন, এখন সে লালসা ত্যাগ করিয়া সুখিনী হইলেন। যাহাকে তিনি স্বর্গসম্ভোগ জ্ঞানে প্রাণ উৎসর্গ, করিতেছিলেন এক্ষণে তাহাকে নরকভোগ জ্ঞানে আত্মমন হইতে

জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণ ঠাণ্ডা করিলেন—তাই অতঃপর নিদ্রা যাইতে পারিলেন। নতুবা, প্রেমপিপাসা, থাকিলে কি চক্ষে নিদ্রা আসিত?—নিদ্রাদেবী তেমন নহেন; কাহারও মনে গোলমাল থাকিলে, তিনি তাহাকে পদাশ্রয় দেন না।

এইরূপে রাত্রি অতিক্রান্তা হইল। অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, সোণামুখী তথা হইতে সরিয়া, কামিনীর কক্ষে গেল। তাহার কামিনী তখন—ঐ জুতা! ঐ জুতা! ঐ মারিতে আসিতেছে—ঐ—ঐ-ঐ—মা—রি—তে—আস্‌ছে। ও! ও! ও!

সোনামুখী। (গা ঠেলিয়া) কি দিদিমনি! কি দিদিমনি! স্বপ্ন দেখছ? এখনও জুতা ভুল নাই? আবার ভয় কি? ঐ দিকে প্রায় সকাল হয়েছে, পূবে আড় দিয়েছে; এখনই সূর্য্য উঠিবে; তোমার ভ্রম, মনের অন্ধকার ঘুচিবে। অনেক রাত অবধি জেগেছ, আর একটু ঘুমাও; এই আমিও তোমার বুকে হাত দিয়া ঘুমাই, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাও। আর ভয় নাই, সে শালা ঐ বারান্দায় পড়িয়া হুটু পুটু খাচ্চে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। অমনি ডাক পড়িল। কুমার জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, তাঁহার পিতাঠাকুর ডাকিতেছেন, বলিতেছেন—কুমার-ধন! উঠ, উঠ। বেলা হইল। ছয়দণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিতে হইবে। অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। এবার কাশ্মীর-যাত্রা না করিলে, আর চলিবে না।

কীর্ত্তিচন্দ্রের কুমার-ধন ত্বরিতপদে উপর হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় পিতৃসম্মুখে আসিয়া, অবনতভাবে দাঁড়াইলেন এবং বিনম্রভাবে কহিলেন;—কি বাবা?

কীর্ত্তি। বলিতেছিলাম কি—আজ বারবেলা আছে ছয়দণ্ডের পর; ইতিমধ্যেই আহারাদি সারিয়া, বাহির হইতে হইবে। আর, সময়ে গিয়া, কাশ্মীরে পৌছিতে না পারিলে, দাও মারা কখনই যাইবেনা। অতএব, যাহাতে শীঘ্র পৌছিতে পার, কর; আর, গয়ংগচ্ছ করিলে ত হইবে না; সব ফসকাইবে।—বৌ-মার ত আর দ্বিরাগমনের বয়স নাই, উহাকে একেবারেই

ধূলাপায়ে লগ্ন করা গিয়াছে; উনি এখন এখানে থাকুন; তবে যখন মন কেমন করিবে, কারণ, মায়ের একমাত্র মেয়ে কখন ত মাছাড়া হয়েন নাই, সেইদিন, দুই একদিনের জন্য পাঠান যাইবে। তোমার গর্ভধারিণীর ত মেয়ে কখন হয় নাই, মেয়ের স্নেহ ত জানেন না, তিনি উহাঁকে কন্যা নির্বিশেষে পালন করুন; বিশেষতঃ, তুমি বাটী হইতে আসিলে পর, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্না ও ব্যাকুলচিত্তা থাকিবেন; তবু, মেয়েটীর মত, তাঁহাকে কাছে পাইয়া ও সর্ব্বদা দেখিয়া, অনেকটা সুস্থা রহিবেন, ভুলিয়া থাকিবেন।

কুমার।—(অধোবদনে ও মৃদুবচনে) আমি আর কি বলিব; আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। আমি তবে স্নানাহার, মাকে প্রণাম ও ঠাকুরবাটীতে নারায়ণ প্রণাম করিয়া আসি। আপনি ততক্ষণ, সব ঠিক্ ঠাক্ করাইয়া রাখুন।

পিতাকে এই কথা বলিয়া, পুত্র অন্দর মহলে যাইলেন, যাইয়া সত্বরে স্নানাহার সারিয়া সাজ পোষাক করিয়া, টাকা-কড়ি লইয়া, মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া একমনে ক্ষণেক তাঁহাদিগকে যোড়করে বন্দনা পূর্ব্বক, মাতৃসমীপে প্রত্যাগত হইলেন।

মাতা। আবার ফিরিলে যে যাদু!

কুমার। আর একবার তোমার পদধূলি মাথায় লইবার জন্য, মা!

মা। তা ভালই হয়েছে, বাবা! বৌ যে হয়েছে, এ বাড়ীতে যে রয়েছে, আমার পোড়া মনেই ছিল না। এরই মধ্যে, বাবা! তুমি চক্ষের আড়াল হইতে না হইতেই অন্যমনস্ক হইয়া

পড়িলাম। একবারটী বৌ-মার সঙ্গে দেখা করিয়া, এস গিয়ে। আবার, বাবা! কবে দেখা হবে। বৌটী ছেলেমানুষ মনে দুঃখ করিবে! বৌ-মা উপরে মাঝের ঘরে আছেন, যাও, বাপধন! একবার যাও। আমার সম্মুখে লজ্জা কি, বাবা?— তার পর সদর বাটীতে, কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া, "দুর্গে! দুর্গে" বলিয়া যাত্রা করিও।

কুমার। আচ্ছা, মা? তুমি যা বলিতেছ, তাই করিব, তোমার অন্তরে কষ্ট দিব না, মা!

তদনন্তর, কুমার উৎকণ্ঠিত চিত্তে, উপরে গিয়া উঠিলেন, এবং মাতৃনির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর অবগুণ্ঠনোমুক্ত মুখ দর্শন পূর্ব্বক, কুরঙ্গিনী-নয়নার চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন! ভাই! এখন আমায় বিদায় দেও; এখনই কাশ্মীর যাত্রা করিব; তোমারই জন্য এতদিন বন্ধ ছিল, নতুবা, কোন্ কালে যাওয়া হইত।

নারীজাতি অতি মুগ্ধ স্বভাবা; বিশেষতঃ, সতীর প্রাণ পতিগত; পতি যাহাই হউক না কেন, মন অতি কোমল, অতি সরল।—এখানেও, কুমার আসিয়াই কামিনীর চিবুক ধরিলেন, কামিনী মনে করিলেন, স্বামী আমার আদর করিলেন; কামিনী অমনি গলিয়া গেলেন! শুনিলেন, স্বামি বিদেশ যাইতেছেন; অমনি বজ্রাহতার ন্যায় মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন! ব্যাধ-তাড়িতা কুরঙ্গার ন্যায় দিশাহারা হইলেন!—সেই পতির মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, পুত্তলীবৎ ক্ষণেক দাণ্ডায়মান রহিলেন; পরে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদ্গদ স্বরে কহিলেন, আজ এখন আসা হ'ল যে?

কুমার। মা অনেক করিয়া বলিলেন, তাই এলাম।

কামিনী। (দুঃখিতভাবে) মা বলিলেন, তবে এলে; মার কথা রাখিবার জন্ত একবারটী এলে; নহিলে, হয়ত, দাসী ভেবেও, আস্‌তে না। আস্‌তে কি?

এই বলিয়া, দরদরিত নয়নে অধোবদনে, হস্তের নখ খুঁটিতে লাগিলেন ও তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

কঠিনহৃদয়, পণগর্ব্বিত কুমার উচ্চহাস্তে বলিয়া উঠিলেন, আস্‌তাম না আবার! বিলক্ষণ! আমি এখন বিদেশ ভ্রমণে চলিলাম, কত দেরি হইবে, জানি না; ফিরিব কি নাই ফিরিব, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু আপন পণ বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা কাপুরুষের লক্ষণ। ধিক্ তাদের জীবনে; মুখে বলিয়া কাজে যে না পারে, তাদের জিহ্বা কাটিয়া ফেলাই উচিত। লোক-সমাজে তাদের আর মুখ দেখাইতেই নাই। পত্নীর কাছে পতির পরাভব! নারীর কখনত আস্পর্দ্ধা বাড়াইতে নাই। গাছ-কেয়ারীর মত বা জল-ছায়ার মত, নারীর গর্ব্ব সদাই খর্ব্ব রাখিতে হয়। অতএব, এখন তুমি একাকিনী আছ, আর কে তোমায় রক্ষিবে? এই সর্ব্বোত্তম সুযোগ! এইক্ষণে, তোমায় এই পাদুকা-প্রহার করি।

আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর, মায়ামমতা বিহীন কুমার পদ হইতে চর্ম্মপাদুকা উন্মোচন করিতেছেন, এমন সময়, কোথা হইতে, বিধির বিধানে, ডাকিনী যোগিনী সদৃশা সেই দুই দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং কুমারের সুকোমল নবনীততুল্য হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক, কুটিল হাসে রণবিজয়িনী সোণামুখী কহিল, ছিছি! ভাই! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কামিনী-নাথ! কামিনী-

প্রাণ! এ সময় কি, এরূপ কার্য্য করিতে আছে? শুভলগ্নে কি অশুভ কাজ করিতে আছে? বিদেশ, প্রবাসে যাইতেছ, স্বদেশে স্ব-আবাসে এরকম কি আগুণ লাগাইয়া যাইতে হয়?—ছি! ছি! তোমার কিছুমাত্র মায়া-মমতা নাই, অতি নির্ম্মায়িক অতি নির্ম্মায়িক! কোথায়, যথাসম্ভব, যথাসাধ্য, আত্মীয় স্বজন সকলকে বাক্য দ্বারায় সন্তুষ্ট করিয়া, নিজেও প্রসন্ন চিত্তে, যাত্রা করিতে হয়। তুমি কি বুঝনা? কামিনী তোমার, একেত বিরহ-যন্ত্রণায় মড়া হইয়া যাইবে, এখনই প্রায় হইয়া গিয়াছে! এই মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা! একটু তোমার বিচার নাই, কিছুমাত্রও বিবেচনা নাই?—ছি—ছি ছি! নারীর এরূপ, বিরূপ, অতি অপরূপ পতিকে ধিক্। তোমার কি নারীহত্যার আশঙ্কা নাই? আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমার হৃদয় অথবা অনুভব শক্তি একেবারেই নাই, লুপ্ত। যদিই থাকে, তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত! দেখ, দেখি একবারে! একবারটী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, এই কামিনীর অনুপম রূপলাবণ্য! আর কিছু দেখিতে হইবে না; পূর্ণ শশধর-বিনিন্দিত, এই মুখখানি দেখ। কেমন, যাহা নয়ন-গোচর করিলে, মুনিরও মন টানে, সেই মুখ দেখিলে, তোমার কি মন চঞ্চল হয় না? অহে! যে কামিনীকে দেখিলে একবার কটাক্ষমাত্র করিলে, বিরাগীরও অনুরাগ উপস্থিত হয়, তোমারই কি কেবল হয় না? তোমার মন কেমন, তুমিই বা কেমন?—সৃষ্টিছাড়া!—নয়? ওহে নবযৌবনমত্ত! কুমার-রতন! দেখ, চেয়ে দেখ, চাহিতে দোষ কি?—এই মায়াময়ী শোভা!—এই দাড়িম্ব-বিনিন্দিত গণ্ডস্থল বহিয়া, মুক্তাকারে

নয়নবারি কিরূপে ঝরিতেছে, আর, অনত্যুন্নত বক্ষে পড়িয়া বক্ষের আগুনে কিরূপে শোষিত হইয়া যাইতেছে! —আ—হা—হা! এমন মোহকর দৃশ্যেও কি তোমার হৃদয়প্রস্তরে মায়া-বীজ অঙ্কুরিত হয় না? একবারেই হয় না!—ছি ছি! আমাদের ছাড়িয়া, উপস্থিত ভুলিয়া যাইতেছ, এখন কি মমতা শূন্যতা দেখাইতে আছে? শুনেছি, কতক দেখিওছি, কামিনী নাকি তোমায় পাইতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল! তুমি তাহার সেই প্রয়াসের ধন, তাই কি তাহার এতদূর লাঞ্ছনা? অন্যে যদি করিত, তাহাও একদিন নয় মানাইত। তোমাদ্বারা এতদূর! ছি! ছি। প্রাণাধিক কুমার! তোমার কামিনীর তুমি "সাগর সিঞ্চিত মানিক, তাই কি তোমার প্রণয় এত ক্ষণিক! তুমিও পূর্ব্বে, কামিনী অভিলাষী হও নাই কি? তবে, নিজের আশায়, নিজের লালসায়, নিজের কামনায়, নিজের সাধনার ধনে এত অবমাননা কেন? বিনায়াসে বা অত্যল্পায়াসে সে ধন পাইয়াছ বলিয়া কি তাহাতে এত অনাস্থা? ছি ছি! তোমার হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিওনা। নারীকে কাঁদাইতে নাই। স্ত্রীহত্যা ভয়ওত করিতে হয়। তুমি কোন অমূল্য বস্তুর হর্ত্তা কর্ত্তা বা একমাত্র অধিকারী বলিয়া, কি অপব্যয় করিতে আছে, না, তাহার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিতে আছে? তাই বলি, হে কামিনী-শিরোমণি! ক্ষান্ত হও, শান্ত হও। ধৈর্য্য ধর, কামিনী শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, শুভযাত্রা কর। দূরদেশ যাত্রায় আপনার ব্যাঘাত করিওনা, আমাদেরও প্রাণে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিওনা। তোমার পায়ে ধরি। এইত বলিলাম, তোমার মনের যদি ভ্রান্তি হইয়া থাকে,

তাহারও উন্মেষ করিয়া দিলাম; ইহাতেও ভাল না বুঝ, যাহা খুসী তাহাই কর। আমাদের মারিলেও মারিতে পার, ধরিলেও (সেই গতরাত্রের মত) ধরিতে পার, রক্ষিলেও রক্ষিতে পার, আর অধিক কি বলিব?—যথেষ্ট হইয়াছে, আর বলিতেও পারিনা; সামান্য অশিক্ষিত নারী জাতি! দেখিতেছি, তোমায় বলা—"বেনা-বনে মুক্তা ছড়ান" মাত্র! কেমন? এইরূপ শিক্ষা দিয়া, সোণামুখী সওদাগর পুত্রেরদিকে চায় আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে।

অপরিণত বয়স্ক কুমার তাহার হাসির ফাঁদে পড়িয়া, জড়সড় হইয়া, বলিলেন—আচ্ছা, তোমার কথানুযায়ী, এবারও তোমার কামিনীকে রক্ষা করিলাম। কিন্তু জান, সে এই বয়সেই কত ছলা কলা শিখিয়াছে? সে পূর্ণ যৌবনে বড় সহজ কামিনী হইবেনা। অতএব, আমি উহাকে, ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইব। আর, যেমন আজও তাহাকে মারিতে দিলেনা, তেমনই একখান খাতা সঙ্গে রাখিব, আমি যতদিন অনুপস্থিত থাকিব, তাহা তাহাতে লেখা থাকিবে; প্রত্যহ দশজুতা করিয়া, সমস্ত হিসাব তাহাতে রাখা হইবে। আমি ফিরিয়া আসিয়া, ততজুতা একসঙ্গে একবারে মারিব—জানিবে। কখনই অন্যথা হইবেনা!

সোনামুখী। ভাই! তোমার জিনিষ, যাইচ্ছা, তাহাই করিও। না মারিয়া, আমাদের প্রাণ থাকিতে, আমাদের চক্ষের উপরে কামিনী-মণিকে না মারিয়া, অন্য উপায়ে তাহাকে জব্দ করিবার বা আপন প্রত্যয়ের জন্য, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পার, ঘরে পুরিয়া রাখিতে পার, অন্য রকমে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার, যাহাতে বাহির হইতে না পারে, এবং যাহাতে

তোমার মন ঠাণ্ডা থাকিতে পারে; কেননা, অতি দূরদেশে যাবে, মন প্রাণ ভাল থাকা চাই।

কুমার, সোনামুখী কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে আশ্বাসিত, প্রমোদিত ও উৎসাহিত হইয়া, কামিনীকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া ও দ্বারদেশে চাবি দিয়া, সেই চাবি ও জুতামারিবার হিসাবের খাতা সঙ্গে লইয়া "দুর্গে! দুর্গে!" বলিয়া, ঈশান কোনে নমস্কার করিয়া বহির্গত হইলেন।

বহির্বাটীতে গিয়া, পুত্রের আগমন প্রতীক্ষমান পিতার চরণ যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও ধূলি মস্তকে লইয়া এবং দ্বার দেশে পূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিয়া, প্রেমবতী কুমার দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় প্রেমবতী ছুটিয়া আসিয়া নন্দনের কপালে একটি দধির ফোঁটা ও নাসিকায় গব্যঘৃত আঘ্রাণ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—আমি আর পিছু ডাকিবনা, বাবা! সাবধান! তুমি আমার একমাত্র অঞ্চল নিধি। তোমাকে এই দূরাঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়া, কিরূপে উদরে অন্ন দিব, তোমার ও চাঁদ বদনখানি না দেখিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিব? বাবা! বৃথা, এদেশে, ওদেশে করিয়া, প্রত্যাগমনের দীর্ঘ বিলম্ব ঘটাইয়া তোমার এ কাতরা মাকে মারিওনা। তুমি যতদিন না ফিরিবে, যতদিনে তোমার ঐ মুখখানি না দেখিব, ততদিন আমার এই ক্ষীণ দেহে জীবন মাত্র রহিবে, ততদিন আমি উদর পূরিয়া ভাত খাইবনা। এই বুঝিয়া, তুমি যত শীঘ্র পার ফিরিবে, মার কথা অমান্য করিওনা।

বাপধন! অধিক কি আর বলিব। ভগবতী না করুন, পথে যদি কোনও অসুখ করে, তৎক্ষণাৎ যত শীঘ্র পার,

যে কোন উপায়েই হউক, যতই যা লাগুক না কেন, বাটী চলিয়া আসিবে, অন্যথা করিওনা। নিজের শরীর যাতে ভাল থাকে, তাহাই করিবে; বাপ্! তুই বিদেশে আসিতেছিস্, তোর সঙ্গে, তোর কাছে আমার প্রাণ রহিল, এখানে কেবল দেহ মাত্র পড়িয়া রহিল; আবার তোকে মঙ্গল মতে ফিরিতে দেখিলে, এদেহে প্রাণ সঞ্চয় হইবে এই বুঝিস, এই বুঝিয়া কাজ করিস্। বাবা! তুই যতক্ষণ না চক্ষের অন্তরাল হইবি, ততক্ষণ তোর এই অদর্শন কাতরা মা দাড়াইয়া রহিল। চাতকিনী যেমন বর্ষাগম প্রতীক্ষায় আশ্বাসিত থাকে, তোর পুনরাগমন প্রতীক্ষায় আমিও তেমনই তোর পথ নিরীক্ষণ করিয়া জীবিত মাত্র রহিলাম। আরও এক কথা বলি, বৌমা ছেলেমানুষ হইলেও, জ্ঞান গোচর হয়েছে; বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে; তাঁর মনে কষ্ট দিয়া, বাবা বহুদিন নিরুদ্দেশ থাকিওনা। আমার মাথা খাও, কাজ সারা হইলেই চলিয়া আসিবে, তিলার্দ্ধ কাল দেরি করিওনা; তাহা হইলে, আমায় আর এসে দেখ্‌তে পাবিনে। বাবা! তোকে আমি এপর্য্যন্ত বাড়ীছাড়া করিনি! এই বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে কর্ত্তার কাছে আসিয়া খেদ করিতে লাগিলেন (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

অই গেল অই গেল প্রাণের কুমার।
দুঃখিনী মা বলে কইত বুঝ্‌লে না একবার॥
বিদেশে পাঠালে, এপ্রাণ হানিলে,
আমারে বধিলে, নির্ম্মম হিয়া তোমার!

সাত রাজার ধন, অমূল্য রতন,
জীবনের জীবন, এনিধি কে কাড়িল আমার!
কাজ নাই আর ধনে, ডাক ডাক সেই ধনে,
বাঁচাও হে নাথ প্রাণে, সে (মাণিক) বিনে আঁধার সংসার॥

খেদ করিতে করিতে, অবসন্না হইয়া স্বামীর পদতলে পতিতা হইলেন!

অর্থপ্রিয় ব্যবসায় পরিপক্ক বুদ্ধি কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্র বিয়োগ বিধুরা দয়িতার বামহস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া সান্ত্বনা বচনে কহিলেন, ছি ছি! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার এরূপ করা কি যোগ্যতা হইতেছে? এরূপ, কাতরতা, উন্মত্ততা, প্রলাপ বিলাপ করিতে নাই। ছেলের অকল্যাণ করা হয়। দেখ, ছেলে বাঁচা যেমন প্রার্থনীয়, স্বভাব চরিত্র, রীতি নীতি সভ্য ভব্যতা ও সেইরূপ কমনীয় নয়? ছেলে, বেটা ছেলে, শুদ্ধ বাড়িতে বসিয়া থাকিলে, জড়বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকৃত হইয়া যায়। অতএব, আপনার ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে পাঁচটা দেশবিদেশ দেখিয়া শুনিয়া, বেড়ায়, সেত ভালই। তাহাতে তাহার মনও থাকিবে ভাল। এখন যাও যাও; বাহির বাটীতে আর দাঁড়াইয়া থাকিওনা, কে আবার আসিবে; এরূপ তোমার ভাল দেখাইতেছেনা!

স্ত্রীজাতির মন, যে যা বলে, তাতেই ভুলে; প্রেমবতীও ত সেই সরলপ্রাণা, তাহাতে আবার পতিপরায়ণা, নারীজাতীয়া; তিনিও প্রাণপ্রতিম প্রাণেশ্বরের কথায়, মনোব্যথা কথঞ্চিৎ বিদূরিত করিয়া, সত্বরপদে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া বৎস-হারা গাভীর মত ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে, উপরতলায় ছুটিয়া গেলেন, মনে করিলেন, পুত্রস্থানীয়

পুত্রবধূকে দেখিয়া, মনের যদি শান্তি হয়! কিন্তু মানুষের যখন হয়, তখন এই রকমই হয়—দুঃখের উপর দুঃখ, এক মনস্তাপের উপর আর এক মনস্তাপ। দেখিয়া অবাক হইলেন যে, ঘর তালাবদ্ধ, তাহার মধ্যে বধূ ম্রিয়মাণ ভাবে, গবাক্ষ দ্বারে মুখ-সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মানা! পাছে জিজ্ঞাসা করিলে, বধূর মনের আগুণ ঘৃতাহুতির ন্যায় আরও প্রবল হয়, এই ভাবিয়া, তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, সোণামুখীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বাছা! একি? মা আমার দ্বাররুদ্ধা কেন?

সোণা—মা! আমরা উঁহাদের মনের কথা, এ সব ব্যবস্থার কথা কিরূপে জানিব?—গতরাত্রে হয়ত আপনার ছেলের সঙ্গে কি টক্কা টক্কি হয়েছে? কার কি দোষে, এমন হইল, বলিতে পরি না, তবে, মা! এইমাত্র বুঝিতে পারি, দাদাবাবুর মন বড় সাদা নয়। তাই বুঝি, কি ভাবিয়া, কি বুঝিয়া, অথবা, তাঁহার বুঝি কি পণ আছে, তাহাই রক্ষার জন্য, দিদীমনিকে বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ কঠোর শাস্তি দিয়া গিয়াছেন।

কুমার-মাতা সেকালের মেয়েমানুষের মত, অতশত বুঝিতে না পারিয়া, এবং উপস্থিত কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া, তদ্দুঃখ অসহনীয় বোধে, তথা হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সে দিন, সে বিষম দিন, শাশুড়ীর ত এইরূপে গেল। তাঁহার শ্রীমতি বধূ সেই গবাক্ষ দ্বারে, সাশ্রুনয়নে, পথের দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়াই আছেন! সে পথ কীর্ত্তিচন্দ্রের দরজার সম্মুখ ভাগ হইতে বরাবর প্রশস্ত ও সরলভাবে অনেক দূর চলিয়াছে; সেটী বড় রাস্তা; সে রাস্তা আবার উড়িষ্যাদেশে যাইবার রাস্তা; তাহাতে বহুদূর সমভাবে দৃষ্টিসঞ্চারণ চলে;

তাই শ্রীমতী আজ সেই স্থানে কুতূহল সহকারে দণ্ডায়মানা! শ্রীমান কুমার আজ তাঁহার প্রতি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, মায়ামমতা-শূন্য। অযোজন্য হইলেও, তবুও ত তাঁহার স্বামী, তাঁহার সাধের স্বামী, বিশেষতঃ তাঁহার অনেক দুঃখের, অনেক আয়াসের ধন! সে ধন, সে দুর্লভ ধন, মন্দ হইলেও কি একবারে তিনি তাঁহার মায়া-মোহ ত্যাগ করিতে পারেন?—ইহা কখনই কোনও-রূপেই সম্ভব নয়। পুরুষের মন-প্রাণ কঠিন হইলেও, গত্যন্তর-বিহীনা স্ত্রীর কখনই সেরূপ এককালে হইতেই পারে না। পুরুষ, যে কোন কারণেই হউক, আপন স্ত্রীকে ভুলিলেও স্ত্রী কোনরূপেই আপন স্বামীকে ভুলিতে পারে না। তাই, শ্রীমতি কামিনী, সেরূপ প্রতিকূল পতিকে ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইলেও, ভুলিতে পারিতেছেন না—যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর না দেখিয়া, ততদূর চক্ষু না রাখিয়া, পারিতেছেন না! মধ্যে মধ্যে মনে করিতেছেন বটে "ভুলি, ভুলি, আর দেখিব না, আর দেখিবনা"—কিন্তু কাজে তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই, এখনও তিনি, অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন, আর হৃদয় আলোড়িত করিয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন! এবং দুই হস্তে দুই গণ্ডস্থল রাখিয়া, সেই একই ভাবে, একই স্থানে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন—কি ভাবিতেছেন! ভাবিতে, ভাবিতে বলিয়া উঠিলেন;—

ঐ যায় ঐ যায়, ফিরে নাহি চায়,
না দেখায় তার চাঁদ-মুখানি!

আমারে কাঁদাইত, আপনি ত হাসিত,
ছিল যে ভাল, ভুলিত দুঃখিনী।
হু হু হু হু মরি মরি, আমি অবলা কুলনারী,
ধৈরয ধরিতে নারী, "কুমার-কামিনী"॥

সময়ে কে কাহার দিকে চায়? একমনে, একধ্যানে, একজ্ঞানে, কুমার সঙ্গীর অভিমুখে চলিয়াছেন। পিছুও ফিরিতেছেন না, একবার চাহিয়াও দেখিতেছেন না। ক্রমশঃ রাজ-পথ—বাটী হইতে প্রায় এক পোয়া রাস্তা হইবে—অতিক্রম করিয়া, নদীতটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক গঙ্গাপূজা করিতেছেন, নদীবক্ষ সুদীর্ঘ পুষ্প-মালায় সুশোভিত, নানাবর্ণ ধ্বজপতাকাদি সজ্জিত সাতখানি ডিঙ্গী নৌকা যাত্রার্থ সমস্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে! তিনি প্রফুল্ল ও উল্লাসিত অন্তরে, তন্মধ্যে তদ্‌যোগ্য একখানি নৌকাতে গিয়া আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পূজা হোম সাঙ্গ করিয়া, অর্ঘ্য দিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও তাঁহার কপালে হোমের ফোঁটা দিয়া দিলেন; সুকুমার কুমার অবনতমস্তকে সে সব গ্রহণ করিলেন। নাবিকেরা আহারাদি সমাপন করিয়া ও তৎকালোপযুক্ত আপনাপন সাজসজ্জা করিয়া লইয়া, আপনাপন নৌকায় গিয়া উঠিল। নৌকাতে, আহারীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীও অন্যান্য আবশ্যক বস্তু সকল লওয়া হইল।—সব ঠিক্ ঠাক্—নৌকাগুলি এককালে আগুপেছু করিয়া ছাড়া হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নৌকা ছাড়িল। দক্ষিণে হাওয়ার জোরে ও পাইলের ভরে, তর তর শব্দে নৌকাগুলি উত্তর-পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া চলিতে লাগিল। হিন্দু-মাঝিরা "হরি হরি" ধ্বনি বোল তুলিল! শ্রীমান্ কুমার মাঝিদিগকে বলিয়া রাখিলেন—আমিত কোনও দেশ জানি না, চিনি না, তোমরা আমার দুই ধারের দেশগুলির নাম বলিয়া দিবে, আর যে যে স্থানে তীর্থস্থান বা যেখানে বিখ্যাত দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি আছে, সেই সেই স্থানে নৌকা লাগাইবে।

উলুবেড়িয়া পশ্চাতে ফেলিয়া, নানাদিগ্বিদেশের মনোলোভা গ্রাম্যশোভা ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে সওদাগর-নন্দন উৎফুল্ল অন্তরে মহাপীঠস্থান, কালীর মহাতীর্থ কালীঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। পরে, পতিত-পাবনী সর্ব্বকলুষনাশিনী ভাগীরথির নির্ম্মল সলিলে, আগ্রহসহকারে অবগাহন করিলেন; অবগাহনান্তে, ষোড়শোপচারে জগন্মাতার

দিলেন; কুমারী, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া ও বিপুল দাতব্যতা করিয়া, বেলা তিনপ্রহরের সময়, মহামায়ার প্রসাদ পাইলেন; ভক্তিসহকারে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, দল-বলসহ নৌকায় গিয়া আরোহণ করিলেন। পুনশ্চ সন্ধ্যাকালে, নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, মনোহারিণী আরতি দর্শনে পুলকিত হইলেন ও আপনাকে কৃতাৰ্থন্মন্য জ্ঞানকরিয়া, নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

এইরূপ ভাবে সৎকার্য্যে আনন্দের তরঙ্গে ও ভক্তির উচ্ছাসে, কুমার ত্রিরাত্র কালীঘাটে অবস্থিতি করিয়া, চতুর্থ দিনের প্রত্যূষে তথা হইতে 'জয় কালি' বলিয়া নৌকা ছাড়িলেন। তখন জোয়ারের কতক জোর ছিল; সেই জোরে ও পাইল থাকায়, সাঁ সাঁ শব্দে সপ্ত ডিঙ্গি চলিতে লাগিল। বিষ-লক্ষ্মীর দহ পার হইয়া, নৌকার গতি হ্রাস হইল; তখন জোয়ারের টান কমিল। ক্রোশখানিক যাইতে যাইতে, দক্ষিণ-বায়ু অকস্মাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইল। সেই প্রবলবায়ুতে তাঁহাদিগকে একটানে একবারে ত্রিবেণীতে লইয়া গিয়া ফেলিল।

ত্রিবেণী বা মুক্তবেণী; এই চির পবিত্র ও চির প্রথিত স্থানের নাম, কুমার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও নয়ন-গোচর করেন নাই। সুতরাং ত্রিবেণী নাম শুনিবামাত্র মাঝিদিগকে বলিলেন, ছয়খানা নৌকা ঘাটে গিয়া নঙ্গর করগে, আমি এদিক ওদিক একটু দেখিয়া বেড়াই। এই বলিয়া, তিনি নৌকা লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেলা তখন ঝিকি-মিকি; সূর্য্যদেব অস্তগমনে উপক্রম করিতেছেন। গোপালেরা গোপাল লইয়া ব্যতিব্যস্ত ভাবে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত

হইতেছে; পক্ষিগণ আর আহার অন্বেষণে ব্যাঘাত হইবে বুঝিতে পারিয়া, যেন রোদনের রোল তুলিয়া কিচির মিচির করিতে করিতে, নীড়াভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। সময় বা দিন ফুরাইয়া আসিলে কাহারও এবং কিছুরই আর তেজ থাকেনা; তাই সূর্য্যদেব এখন নিস্তেজ! তাঁহার রক্তিমাভা যেন কাড়িয়া লইয়া গাছপালা হিঙ্গুল শোভায় মস্তক আবরিত করিয়াছে। গঙ্গাদেবী সধবা; তাই তিনি এই সুযোগ পাইয়া, সেই সূর্য্যদেবের সিন্দুর-ছটায় আপনাকে প্রতিবিম্বিতা করিয়াছেন। কেবল গঙ্গাদেবী নহেন, কৌতুহলী কুমার দেখিলেন, তাঁহারা তিন ভগিনীই এই সময়ে প্রকৃতির অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে গঙ্গাদেবীর আকার, যমুনা এবং সরস্বতীরও আকার, ও গতি এই তিন নদীর তিনদিকে ত্রিধারা দর্শনে পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিলেন। তিনি সবিশেষ জানিয়া আরও বিমুগ্ধ হইলেন যে. এই তিন নদি হরিদ্বার বিভিন্ন তিন স্থান হইতে নির্গতা হইয়া প্রয়াগে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রয়াগ এই তিন ভাসিনীর সঙ্গমস্থল। তাই প্রয়াগ হিন্দুকুলদিগের তীর্থস্থল। প্রয়াগে যুক্ত হইয়া, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বরাবর একত্র আসিয়া এই পুণ্যস্থলে আবার ত্রিবেণী বা ত্রিধারাকারে যুক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই, সময় বা যোগবিশেষে, এইস্থানে স্নান করিলে, অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় ও পাপক্ষয় হইয়া থাকে। তিনি আরও, চারিদিকে শ্মশান বা শবদাহস্থল দেখিতে পাইলেন; পশ্চাৎ জানিতে পারিলেন, এখানে, বহুদূর হইতে, শবদেহ দাহার্থ বা মুক্তির জন্য আনীত হইয়া থাকে। প্রত্যহই প্রায়, চুল্লী জ্বলিয়া থাকে; সময়ে

সময়ে দিনান্তে আট দশটা শবদাহ হইয়া থাকে। আরও জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন যে, প্রতি পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে ও মাঘ মাসের প্রথম দিনে, এখানে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে; বিশেষতঃ পুণ্যপ্রার্থিনী নারীজাতিই অধিক। সে সময়, ত্রিবেণী ঘাটের পরম রমণীয় শোভা হয়; চারিদিকে বিপনি-শ্রেণী, বহুরকম ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে, এ দিকে লোকের স্নানের ধূম!—কে কার গায়ে পড়ে। যাহা-হউক, ইহা পরম পবিত্র স্থান শুনিয়া, কুমার সেই স্থানে সেই রাত্রি বাস করিয়া, পরদিন অরুণোদয় কালে স্নান অন্তে, তথা হইতে চলিয়া যাইতে মানস প্রকাশ করিলেন।—পরদিবস. ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আপন মানস পূর্ণ করিয়া, উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সে দিন, তখন পবনদেবের অনুকুলতা নাই, জোয়ারও নাই। সুতরাং পাইল ও খাটিল না। অগত্যা, কতক দাঁড়ী নৌকা হইতে নামিয়া, স্থল পথে, নদীর ধার দিয়া, গুণ টানিতে আরম্ভ করিল; নৌকা গজগমনে নড়িতে ও চলিতে লাগিল।

বেলা দেড় প্রহর দেখিয়া, স্নানাহার করিবার মানসে, তিনি সিজা-ডুমুর দহের নীচে গিয়া নৌকা লাগাইলেন। কিন্তু সে স্থানে অত্যন্ত ডাকাইতির ভয় শুনিয়া ভীত হইয়া, সত্বরে ভোজনাদি সমাপনান্তে নৌকা খুলিয়া দিলেন। তৎপরে, শ্রীমান্ কুমার গঙ্গার দুই ধারে কত কানন, কত উদ্যান কৌতুকাবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতে করিতে, যসোড়া ও চক্রদহের নীচে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর কালে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে, চুর্ণী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে পৌছিলেন। সে স্থানটী অতি চমৎকার! শাদাজলে কালজল মিশিয়াছে—অতি অপুর্ব্ব শোভা!

তিনি লক্ষ্য করিলেন, চূর্ণীর জল, কাকের চক্ষুর মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পরিষ্কার, নির্ম্মল ও অতি স্বচ্ছ ; জলের উপরে দৃষ্টিপাত করিলে, নদীর গর্ভস্থ মৎস্যাদি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ; তবে, গঙ্গা অপেক্ষা, কলেবরে চূর্ণী অনেক পরিমাণে সঙ্কীর্ণা। বহুদর্শী মাঝিদের যুক্তিমতে, একবারে ছাপঘাটীর মোহনায় গিয়া উঠিলেন, এই অভিলাষে, তিনি চূর্ণীতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, তথাকার জনৈক পীররের মুখে শুনিলেন যে, বরাবর গঙ্গা ধরিয়া গেলে, চারি পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে অনেক দেবমন্দীর ও দেবমূর্ত্তি আছে—দেখিতে পাইবেন। সুতরাং চূর্ণীর মুখত্যাগ করিয়া, আবার গঙ্গায় পড়িলেন। ডিঙ্গী সকল উত্তরবাহিনী হইল! যাইতে যাইতে, নব্য কুমার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইলেন - বৃহৎ বৃহৎ আম্র-কানন সকল ভগ্ন হইয়া ভাগীরথীর উদর মধ্যে মগ্ন হইতেছে, কোথাও তীরস্থ উৎকষ্ট উৎকৃষ্ট অট্টালিকা কতক নদীগর্ভশায়িনী হইয়াছে ও কতক বা দণ্ডায়মান আছে! আবার কোন কোন স্থানে পাকা ঘাটের কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। একস্থানে একটী কুম্ভীর অকুতোভয়ে সাদা বালুকারাশির উপর শুইয়া আছে দেখিয়া, তিনি অতি আশ্চর্য্য ও বিস্ময় বোধ করিলেন। তিনি লোক জিজ্ঞাসায় অবগত হইলেন, ঐ স্থানটী চাঁদরা নামক গ্রামের বিশাল চড়া। ঐ চড়ায় স্থান বিশেষে ক্ষেত্র মধ্যে কত শত ফুটি তরমুজ, পাকা পড়িয়া রহিয়াছে, কত উচ্ছে, পটস কাঁচা পাকায় ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে—দেখিয়া অতি প্রীতি অনুভব করিলেন।

অনন্তর, বহুসংখ্যক তন্তুবায় সমাকীর্ণ শান্তিপুর পূর্ব্বোত্তর

রাখিয়া গুপ্তিপাড়ায় গিয়া, কুমার সমুপস্থিত হইলেন; তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। প্রভাকর স্বীয় প্রভাকর সংযত করিয়া, লালমুখে অস্তগিরিতে ফিরিয়া যাইতেছেন। কৃষকগণ পরিশুষ্ক মুখে স্বস্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেছে। চিল শকুনি সকল উর্দ্ধাকাশ হইতে সাঁ সাঁ শব্দে নামিতেছে। বন হইতে বনান্তরে শিবা সকল দেখা দিয়াছে। সন্ধ্যা সমীরণ মৃদু মৃদু হিল্লোলে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার সেই সুমধুর সমীরণ সেবন করিতে করিতে ঠাকুরপাড়ায় গিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যা আরতি হইবে, সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে কুমার পাদুকাশূন্য পদে বিনীতভাবে ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে, বাড়ীর একজন গোমস্তা ছিল। এই বহুদর্শী পুরাতন গোমস্তাটীকে, সওদাগর মহাশয় সকল বিষয়ের পরিদর্শক, বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক পুত্রের রক্ষক স্বরূপ, তৎসমভিব্যাহারে দিয়াছিলেন। ঠাকুর বাটীতে প্রবেশ লাভ করিয়া, মন্দিরগুলির অপূর্ব্ব গঠনাকার দেখিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে মন্দির চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, শঙ্খ ঘণ্টারধ্বনি সমুত্থিত হইল। কুমার প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে বিগ্রহ দর্শনে উদ্যত হইলেন। প্রথমতঃ আরতি দর্শনে, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির সম্মুখভাগে গিয়া, সতৃষ্ণলোচনে বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুপম রূপ দৃষ্টি করিয়া, অতুল আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, হনুমান সহিত রামসীতা, জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম—এই দেবমূর্ত্তি চতুষ্টয় স্বনয়ন গোচর করিয়া, নয়ন আত্মা চরিতার্থ করিলেন। পরে, পূজারী একজন ভক্তিভাজন দণ্ডীরূপ লক্ষ্য

না; তাকে আজও মাছ বাছিয়া খাইতে দিতে হয়; মাছটী বাছিতে শিখে নাই। সে আমার পেট থেকে যেমন পড়েছিল, তেমনইটী আছে—কিছু জানে না, মা! কিছু জানে না। তবে তোরা যদি শিখাইয়া, পড়াইয়া লইস্, তবেই—তোদের ভাল। অধিক আর কি বলিব?—আমার কুমারের যদি কোন রকম দোষ তোরা দিস্ সে ত বাস্তবিক তার দোষ নয়, তোদেরই দোষ। বৌমা যা হোক, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, বড়টী হয়েছেন, জ্ঞান-গোচর হয়েছে, তোরা দুজন আছিস আরও; এ তিন-জনেও আমার ছেলেকে আট্‌কে রাখিতে পারিলি না! তা হলে, আমি তোদের উপর বড়ই খুসী হইতাম। আর তোর সোণামুখীতে ও সোণামনিতে যা চাইতিস্, তাই দিতাম। তোরা বেজার হইস্ না, মা!—তোদের কোনও ক্ষমতা নাই।

সোণা।—এইবার তোমার ছেলে আসিলে, মা, আমাদের সব ক্ষমতা দেখাব; এবার আর নড়িতে চড়িতে দিব না; দিনরাত বসাইয়া, রাখিব; বাহিরে একদণ্ডও বেড়াইতে পর্য্যন্ত দিব না; দেখো, তখন, যেন তুমি, মা, বেজার হইও না; বলিও না, তোমার ছেলে, অনেক দুঃখের ছেলেটীকে আমরা কাড়িয়া লইলাম।

প্রেম। তাই মা! তোরা বল্; তোদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক; এমন দিন কি হবে? কবেই বা হবে! কুমারের মুখখানি কবে দেখ্‌ব; তোরা সব তারে লইয়া আমোদ প্রমোদ করবি; তোদের হয়েই সে বেঁচে থাক্। ছেলে বৌয়েরই হয়, বৌ ছেলেরই হয়, এত মার কামনা, মা! আমাদের তিনকাল গেছে, আর এককাল ঠেকেছে, আমাদের

আর সাধ কি; এইত সাধ হয়। বৌ-মা আমার হাতের লোহা দিয়ে, ঘর-করণা, মনের সুখে করুন. এই ভগবানের কাছে ভিক্ষা। এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর কর্ত্তাকে রাখিয়া যেন যাইতে পারি—এই তোরা বল।

সোণা। তবে, মা এখন আসি গিয়ে। তোমার বৌ কি কচ্ছেন, দেখিগে যাই; অনেকক্ষণ এসেছি! তোমার ছেলের কথায় সব ভুলে গেছি—মা!

প্রেম। আমি ও, মা—এতক্ষণ ছিলাম ভাল। তবু, তুই পাঁচটা, কথা কহিতেছিলি, বেশ ভুলে ছিলাম; আবার, তুই চলিয়া যাইবি; যে পোড়া মন, তাই হইবি; এ পোড়া মনে ছেলের কেবল অকল্যাণই গায়।

সোণা। কিছু ভয় নাই মা। কুমার তোমার, ভগবতীর বরপুত্র। তবে দূরদেশে গেছেন, মনে করিলেই কি আসিতে পারেন?

প্রেম। আচ্ছা, মা! ঠিক্ করিয়া বল্ দেখি! কতবার এ কথা মনে হয়েছে, কিন্তু, বলি বলি করি, আর বলিতে পারি নাই; কেমন মনটা অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে; সদাই বিভুল হই। অনেক কথা কাজের সময়, আর মনে থাকে না। বলিতেছি কি—বৌ-মা আমার ছেলের প্রতি কি রকম, তোরা দেখিস্; তোরা ও সদাসর্ব্বক্ষণ তাঁর চোখের উপর থাকিস্। বৌ-মা, আমার অনেক কামনা, অনেক দুঃখের কুমার ধনকে ভালবসিয়াছেন ত?

সোণা। গিন্নি—মা! সে আর বলিতে হইবে না। তোমার ছেলে বরং কেমন কেমন নির্দ্দয়! উপরে উপরে আমরা ত

এই রকম দেখি, ভিতরের কথা কেমন করিয়া বলিব? তবে ভিতরে হলে, উপরেও নাকি বাহির হইয়া পড়ে, তাই এরূপ বল্‌ছি, তোমার কুমারের মন-প্রাণ কাড়িয়া লওয়া রূপের সীমা নাই, কিন্তু দয়া মায়ার অভাব আছে বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়, বিশেষ তোমার বৌটার উপরে। কিন্তু, মা, কি বলিব,—তোমার বৌয়ের যে টান, তা আর মুখে কি বলিব! তার মন প্রাণ, সেই দিন হতেই, তোমার ছেলের দিকেই পড়িয়া আছে। এখনও তবু স্বামি-সুখ কিছুই সে জানে নাই, কিন্তু, তার যে বিলাপ, তার যে আক্ষেপ তা আর বলিবার নয়,—মা! বলিবার নয়। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার ছেলের বাড়ী ফিরিতে যদি কিছু দিন বেশী বিলম্ব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, তোমার বৌ আর বাঁচিবেনই না, আর না হয়, একেবারে পাগল হইয়া যাইবে, অন্ততঃ ভয়ানক মূর্চ্ছা রোগাক্রান্তও হইবে।

প্রেম। বলিস্ কি, সোণা! বলিস্ কি!—এমন? কবেই আমার ছেলের সঙ্গে তাঁর চেনা শুনা হইল, আলাপ পরিচয় হইল?

সোণা (একটু হাসিয়া) ও সব, মা, ভগবানের কাণ্ড। মানুষের বুদ্ধি বিচারের অগম্য! কোথা হ'তে কি হয়, কেহ কি বলিতে পারে?—দেখ্‌না, মা, এই সংসারের কারখানাটা!—আপনার পর হতেছে, পর আবার আপনার হতেছে।

প্রেম। তাইত মা!—তাইত। এই আমিত মা; তুই যে রকম বৌয়ের কথা বলিলি, আমিত ততদূর এখনও হয় নাই। দণ্ড মনটা অস্থির হয়, আবার মনকে বুঝাই, মন আবার সুস্থির হয়! সদাই ওরূপ হইলে কি এতদিন বাঁচিতাম?

সোণা। তা বলিলে কি হয় মা! তোমরা অনেক দেখিয়া

শুনিয়া শক্ত হইয়াছ। তোমার বৌটী যে এখন এক বল্‌কা দুধের মত; অল্প তাপেই উথলিয়া উঠিয়াছে। না হলে এই দেখনা কেন, তোমার কুমার তাকে এত লাঞ্ছনা করিয়া গিয়াছে, কত গঞ্জনা দিয়া গিয়াছে, তবুও তার সে সবে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে সব কথা একবারটী মুখে বলেও নাই; তাতে তার দুঃখ বোধ নাই; কেবল "তোমার ছেলে ছেলে" করিয়া পাগল! তুমি যা খাইতে দেও, সে তা ভাল করিয়া খায়না; সদাই অন্যমনস্ক মা!—সদাই অন্যমনস্ক। কেবল, তোমার কুমারের কথা! বাপের বাড়ীর কথাত একবারেই ভুলে গেছে; দিনান্তে দুর্গা শ্রীহরি নামও তাঁর আর মুখে আসেনা। তুমি ত তবু, তাঁর অন্তত ভয়ে চোখে জল আনিতে পার না; সে এরই মধ্যে যেন ক্ষিপ্তপ্রায়; সদাই চোক ছাপাইয়া জল আছে, আর গাল ভাসাইয়া বুকের কাপড় ভিজাইতেছে। এই তোমাকে ভুলাইলাম, যাহোক, তুমি ভুলিলে, সে কিন্তু আমাদের কথায় ভুলিবার নয়। থাকে থাকে জানালার দিকে যায়, আর আমাদের বলেন, দেখ্ দেখ্, এই পথ দিয়া, তোদের ভগ্নীপতি চলিয়া গিয়াছেন। এই বলিতে বলিতে, সেই মদমত্ত কোকিলাক্ষির চোক্ষে জল আসে। আমরা আর কি করিব, মা!—দেখ্‌ছি তোমার ছেলে আসিয়া না ভুলাইলে, আর আমাদের কথায় তোমাদের বৌ ভুলিবেনা, ভুলিতে চাহেওনা।"

প্রেম। সে যাইহোক মা তোরা খুব সাবধানে, সদাই তাঁর সম্মুখে সম্মুখে থাকবি আমি তাঁর সে রকম অবস্থা দেখিতে পারিনা,—তুই এখন তবে যা।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমান কুমার-বিরহিনী তাপিনী শ্রীমতি কামিনী সোণামনিকে জিজ্ঞাসিলেন, সোণামণি! সোণামুখী কোথা গেল?—কই তাকে ত অনেকক্ষণ দেখিতে পাইতেছিনা। পোড়ার মুখী বুঝি, মার কাছে কি বলিতে দৌড়িল নাকি? তার ত অসাধ্য কিছুই নাই!

সোণামণি।—ঠিক্ বলিতে পারিনাত। কি বলিবে আমায় বল না?

কামিনী।—দেখ্ সোণা-দিদি! বেলা অবসান হইতে চলিল, কই আমার দুঃখের অবসান ত দেখিনা। তপন-তাপ কমিল, কই আমার মনস্তাপ ত কমিতেছে না। পৃথিবী ঠাণ্ডা হইতেছে, কই আমি ত ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছিনা; আমার মন আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে; দ্বিগুণ তাপ বৃদ্ধি হইতেছে! ঐ দেখ, খিড়কি পুকুরের কাল জলে পদ্ম কেমন ভাসছে, এখন হাসছে; আমি ও দুঃখের জলে ভাসছি বটে, কিন্তু কই

আমারত হাসি আস্‌ছেনা! সূর্য্যদেব পদ্মিনীর প্রাণপতি বটে, সূর্য্যকরস্পর্শ না পাইলে, সে তার মুখ খুলেনা, কিন্তু, তাই বলিয়া, সে ত একবারে নিরুপায় নয়। ঐ দেথনা কেন, পবনদেবের স্নিগ্ধকর স্পর্শে, সে কেমন হেলিতেছে দুলিতেছে! সূর্য্যদেবের অভাব অচিরেই হইবে বলিয়া সে ম্লানমুখী ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু, পবনদেবকেও ত গাত্রস্পর্শ করিতে দিতেছে! তাহাতেও ত স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে! আবার দেখ, দেখ, ঐ কাল ভ্রমরটা এখন ও তীরে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে! শুনিতে পাই, কতক বুঝিতেও পারি, রবি ভিন্ন পদ্মিনীর প্রাণ বাঁচেনা, আদৌ হাসেনা, মুখ বুজাইয়া থাকে, বিরহে যেন শুষ্ক হইয়া থাকে; তার শোভা থাকে না, আভাও হয় না; কিন্তু, এ কি ব্যাপার—সোণা? ভ্রমরকে সে কি বলিয়া কাছে যাইতে দেয়? ভ্রমরকে কি বলিয়া, সে তার অন্তর আত্মা খুলিয়া, মধু নিঃশেষে চুমিয়া লইতে দেয়? নারীজাতী কি বেহায়া, নির্লজ্জ!—তাই বুঝি, আমিও লজ্জার মাথা খাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাও খাইয়া ফেলিয়াছিলাম—প্রাণেশ্বরকে, সেই প্রাণের প্রাণকে "তামাক সাজাইব" বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। তখন, আমার পক্ষে, এই যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে! তাহা তখন না করিলে, এখন এই বিরহ ভোগ, বোধ হয়, ভুগিতে হইত না! সোণা রে—এখন আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছে, আমার যেন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই জন্য বোধ হয়, প্রাণনাথ কোথায় বিবেকী হইয়া চলিয়া গেলেন! বানিজ্যে যাওয়া, ওটা কেবল উপলক্ষ মাত্র। বানিজ্য কি দেশে থাকিয়াই

চলিতনা, কিম্বা, পিতার হাজার আদেশ, উপদেশ থাকিলেও, আর দুই চারি দিন কোনগতিকে বাড়ীতে কাটাইতে পারিতেন না; বা আমার জন্যই বা, একটা সুতা লতা করিয়া নিজে না গিয়া, অন্য কোন বিশ্বাসী লোক পাঠাইতে পারিতেন না। তিনি বাপের এক ছেলে, অতি আদরের ছেলে; তিনি যা বলিতেন, বাপকে তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইত। হায়! হায়! হায়! তিনি আমার কথায় রুষ্ট হইয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন! আমার কথা ত তাঁর অসহ্য হইতে পারে, দুশবার হইতে পারে। বৃক্ষ লতাদি যখন বীজ হইতে অঙ্কুরিত হয়, সেই অঙ্কুর সময়েই ত, সামান্য কারণে, তায় নষ্ট হইবার সম্ভবনা। সেইমত, আমাদের প্রণয় প্রীতি জন্মাইতে না জন্মাইতে, এইরূপ একটা মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া ফেলিলাম, কেন তার মনে ব্যাথা না হইবে? সেত অন্যায় বা অকারণ নয়। আমি ওরূপ অপরূপ প্রণয়বিরূপ পণ না করিলে, সেত আর 'জুতা-মারা' পণ করিতনা। আমি তার প্রতি প্রথমে নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর হইয়াছি, তাই সে ও ত হইল। নতুবা সে কি হইত? কখনই না, কোন মতেই না। যে ব্যক্তি, যে পরম পুরুষ আমাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য, কত সাধ্য সাধনা, ভগবতীর নিকটে হয় ত কত মত আরাধনা করিয়াছে, সে ব্যক্তি কি আমার প্রতি এত বিরূপ, এত প্রতিকূল হইতে পারে—সোণা! সে আমার কামনা, উপাসনার ধন, আমিও তার তাই। এরূপ কষ্টলব্ধ ধনে বঞ্চিত! আমার ত এখন প্রাণান্তক কষ্ট। তারও কি নয়—সোনা? তবে, তার না কি রাগটা এখনও পড়ে নাই, পুরুষ-মানুষের রিপুপরতন্ত্রতা নাকি বেশী তাই। আমি মেয়ে

মানুষ তার সব দোষ ত্রুটি, তাকে দেখিয়া, তাকে হৃদয়েশ্বর, প্রাণাধার রূপে পাইয়া, সব ভুলিয়া গিয়াছি; তাই তার জন্য পাগল হইয়াছি; সে আমার জন্য এখনও হইতে পারে নাই। কিন্তু যবে, যে রকমেই হোক, আমার প্রতি তার রাগের উপসম হইবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই, অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবেক—আমি তার জন্য এখন উন্মাদিনী, সে কি আমার জন্য উন্মত্তও নয়? যদিই এখন নাও হয়, দুদিন পরেও হইবে—হইতেই হইবে। সৃষ্টির এই নিয়ম। নতুবা কি ব্রহ্মার সৃষ্টি রক্ষা পায়?— দিদি! বুঝনা কেন, ঘাত হইলেই, তার প্রতিঘাত হয়; ধ্বনি হইলেই, প্রতিধ্বনি হয়; একদিকে স্রোতের টান পড়িলে, ঠিক্ বিপরীত দিকেও স্রোতের টান পড়িবে, এই সব প্রকৃতির নিয়ম। এদেরও অবশ্য ঐরূপই হইবে। আমি যেখানে টানিতেছি, এক-সঙ্গে নাই হোক, একটু পরেই হোক, সেও আমাকে টানিবে, না টানিয়া থাকিতে পারিবেনা।

সোণা। বোন্! তুমি যাহাযাহা বলিলে, তাহা একটী একটী করিয়া, সমস্তই খণ্ডন করিয়া দিতেছি, তোমার মনের গোল দূর করিয়া দিতেছি, কাণ পাতিয়া, শুন। তুমি যে ঐ পদ্মিনীর কথা বলিলে, পবন-দেব তার গায়ে হাত বুলাইতেছে বলিয়া সে আদরে, সোহাগে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে! কিন্তু, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, এই বুঝি, তা নয়। সে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মাথা নাড়িয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে; তুমি, বোন্, ছেলে মানুষ আর ও দেখ নাই পবন যখন রাগ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে তার গা নাড়া দেয়, পদ্মিনী তখন আরও জোরে মাথা নাড়াইয়া পর-পত্নীপ্রিয় পবনকে অস্বীকার প্রকাশ করে। আর ঐ যে

ভ্রমর দেখিতেছে, ও বেটা ভারি লম্পট, পরস্ব অপহরণে ভারি তৎপর; ও যখন আসিয়া পদ্মিনীর কানের গোড়ায় ভোঁ ভোঁ করিয়া কি বলিতে যায়, পদ্মিনী তখন অমনি পাঁপড়ী, কাঁপাইয়া ওকে বিলক্ষণ তিরস্কার করে, সেই জন্যেই দেখ্‌ছনা, পদ্মিনী রাগে একবার রক্তবর্ণ! তখন পরোপকারী মৃদু পবন দেবও পরস্ত্রী পদ্মিনীর সহায় হইয়া কালামুখ ভ্রমরটাকে কত তাড়াইয়া দেয়; কিন্তু ভ্রমর, পুরুষজাতীয়, বেহায়া, তাই এত লাঞ্ছনার পরও সে পদ্মিনীর মধু খায়। এমনই সে দুষ্ট। তবেই দেখ, পুরুষ জাতীয় জীব বড়ই নির্লজ্জ; পরস্ত্রীতে বড়ই তাদের আসক্তি, পরধনে বড়ই তাদের সহসা লোভ জন্মাইয়া থাকে। তাই বলি বোন্, তোমার কুমারও সেই পুরুষজাতীয়, তাতে কখন, মন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিওনা। তোমার যেমন বল, তাঁর মন কি সেরূপ হইবে? না হইবার সম্ভব! অবশ্য, তোমার মন যেন সেই কুমারের দিকে; তাই বলিয়া তাঁর মন তোমার দিকে থাকিতেই হইবে—একোন্ কথা? তুমি তাঁকে বই আর কাহাকেও চিন না, জান না, সুতরাং পর পুরুষ দর্শনে, তোমার মনের আশক্তি জন্মেওনা, প্রীতি অনুভব হয় না। বিচারিণী হওয়া তোমার পক্ষে গালি, কিন্তু বিচারী হওয়া তাঁর পক্ষে ত গালি নয়। দেখনা কেন, পুরুষ হাজার সৎ হইলেও, পত্নী অভাবে, অন্য পত্নী আবার পরিগ্রহণ করে—তাহাতে তার বেশ রুচি জন্মায়, পরে সে বেশ সুখী হয়। কিন্তু, পতি অভাবে, সতীর কি অন্য পতি গ্রহণে রুচি হয়? সুধত পরের কথা। তাই বলি, যে কারণেই হোক, তোমার উপর তাঁর মন না বসিলেও, এই বিদেশে গেছেন, কত দেখ্‌ছেন, কত

শুন্‌চেন, অন্যেতে তাঁর মন আকর্ষণ অবশ্যই হইয়াছে, আজ না হইয়া থাকে, দুদিন পরেও হইবে। যাহাহোক, আমি এই আশ্চর্য্য দেখি, কামিনী দিদি! ভগ্নীপতী মহাশয় তোমারদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিলেন না, আবার উল্‌টে, তোমার কত লাঞ্ছনা করিতে উদ্যত হইলেন তবু ও ত তোমার চৈতন্য হয় না! এখন চল, এখানে "স্বামী স্বামী" করিয়া এরূপে থাকিলে কি হইবে? আমি সেখানে যাই বরং, বাবাকে ডাকিয়া লইয়া আসি, এই তালা ভাঙ্গাইয়া, তোমাকে লইয়া যাই; তোমার এত কষ্ট, আমার প্রাণে সহ্য হয়না; যারে কোলে কোলে মানুষ করিলাম, তার দুঃখ, লাঞ্ছনা, যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! নির্দ্দয় কুমার যখন আবার তোমাকে মনে করিয়া, দেশে ফিরিবেন তোমাকে নিজে আনিতে যাইবেন, তখন আসিও: এখন চল, সে বাড়ীতে চল; মিছে কেন। যার জন্য তুমি, সেত তোমার জন্য নয়।

কা। ছি ছি! দিদি! ও সব কথা বলিস্‌ না।—আমি তাঁকে আমার নিজের দোষে এখন হারাইয়াছি। এই পোড়া জিহ্বার দোষেই তাঁকে তাড়াইয়াছি! তিনি যেখানে, আমিও সেইখানে যাইবই—যাইব—তুই অবাক হইয়া দেখিস্‌। আমি এখন বাপের বাড়ীতে গিয়া কি করিব, এখানে থাকিলে বরং একটা উপায় হইবে, সেখানে গেলে তাহাও হইবে না! মা-বাপকে এ মুখ দেখাইয়া, তাঁদের মনে কেন কষ্ট দিব! ন্যায্যমত, শাস্ত্রসম্মত, লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, সৎপাত্রেই দান করিয়াছেন; তা আমার ভাগ্যে, সুখের হইয়া উঠিতেছে না; আমার দোষ কি! আর মা-বাপেরই বা গলগ্রহ হইতে যাইব

কেন? মার হাজার কামনার বস্তু হইলেও, বাপের হাজার যত্নের ও আদরের ধন হইলেও, এখন ত তাঁদের কাছে আর থাকিবার সময় নাই। এখন যাকে মন সঁপিয়াছি, প্রাণও তাকেই সঁপিব; তুমি আমায় বাধা দিওনা; বরং আমার আনুকূল্য, আবশ্যক হইলে দাঁড়াইও। যা বলি, তাহাই শুনিবে। এখন, ডাক দেখি, সেই পোড়ারমুখী কোথায় গেল! বলগে, এখনই আমার কাছে আসে।

সোণামনি এইরূপ আদেশ পাইয়া, যেমন দুই চারি পা যাইবে, অমনি দেখে যে, রসরাজ্ঞী, বুদ্ধিমতী সোণামুখী দাসী আসিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া, সোণামণি দাসী বলিল—কোথা গিয়েছিলে, এতক্ষণ কামিনীর দুঃখ কন্নার জ্বালায় আমায় অস্থির করিতেছে। তুমি এলে, বোন্, আমি বাঁচলাম। কামিনীর সবই বাড়াবাড়ি! আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য যা বলি, সে শুনেনা, মানেও না। তুই এখন কামিনীর সম্মুখে বস, আমি একটু বারাণ্ডার দিকে গিয়া বাতাস খাইগে। যা যুক্তি পরামর্শ হয়—যাতে কামিনীর দেহে প্রাণটা আসে, তাই কর্; তুই ত সব কাজেই পটু।

সোণা। (কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া) কি হয়েচে. নূতন কারণ আবার কি তোমার হইল, বোন্?

কামিনী। সোণা রে! আমি যে গেলাম রে! আর বাঁচি না! পরমপুরুষে মন সমর্পণ করিয়া, এরকমে প্রাণেও যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহা আগে জানিতে পারি নাই, বুঝিতে ত পারি নাই। তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া কি তাহাতে ঝাঁপ দি! যদি জানিতাম, যদি তিলার্দ্ধও বুঝিতাম, পুরুষের মন এতই কঠিন,

এতই নির্ম্মম, তাহা হইলে কি এই মরীচিকায় পড়িয়া, প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা হইত? কেন আমি সেই অজ্ঞাতশীল পুরুষে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলাম; তজ্জন্য এখন নৈরাশ্য-কূপে পড়িয়া হাঁপাইতেছি! সে যে আমার পূর্ব্বেকার অবস্থা ছিল ভাল। সোণা! আশায় আশায় দিন দিন নূতন আশা ভরসায় সঞ্জীবিতা থাকিতাম! এখন যে দিন দিন সব আশা ভরসা যাইতেছে। মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িতেছে! যৌবনানল আমার অস্থি পর্য্যন্তও দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে! মদন-তাড়নায় শরীর সদাই কণ্টকিত! আমার এ দুর্ভাগিনীর বিরহ-সুযোগ পাইয়া, তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—আমাকে সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত রাখিয়াছে! কে বলে, কন্দর্প অনঙ্গ! সে যে জীবন্ত, জাজ্বল্যমান অগ্নিবৎ মূর্ত্তিমান! আমি তাহার মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই; শুনিয়াছিলাম, সে অতি সুরূপ! কিন্তু এখন ত তাহার মূর্ত্তি দেখিতেছি, সে অতি কুরূপ বিরূপাক্ষ! সে অতি নির্দ্দয়! নতুবা ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষপাতে অবলা বধিয়া তার কি উপকার আছে? এই জন্য সে অতি অবুঝ—অবোধ! তার কোন গুণ নাই কেবল দাহক-গুণ বিলক্ষণ আছে। এ গুণ এক রকম অপরূপ! আগুণে পোড়ায় পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলে, কিন্তু সেত পোড়াইয়া ছাই করিতে পারেনা, তাহা হইলে ত বাঁচাই যাইত। অথচ সে দিন রাত্রি রক্ত-মাংসবিশিষ্ট জীবমাত্রকেই পোড়াইতেছে! আবার আর একটী মজা দেখ। কন্দর্পদেব একাকী থাকেন না! তাঁহার চর, অনুচর, সহায়, সম্পত্তি অনেক প্রকার। ঐ দেখ, ঋতুরাজ বসন্ত একটা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। বৈশাখের অর্দ্ধেক

গত হইয়াছে, ঋতুরাজ এখনও বিরহিনীদের কাছে, পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! আ মর্ মর্! পোড়া বসন্তের আর মরণ নাই, তাহার দোষ নাই! ঐ দেখ্ দেখ্ লো! অদৃশ্যভাবে আম-ডালে বসিয়া, মুখটী রাঙ্গা, বর্ণটী কাল, কোকিল পাখী "কুহু, কুহু" করিতেছে, আমার মন-প্রাণ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! দেখ, দেখ, সোণাদিদি! রাত্রি হইয়া আসিল, তবু এখনও ঐ মধুমক্ষিকা দুইটী কেমন, ঐ বাগানের ফুলটীতে একবার বসিছে, আবার উঠিছে, বাতাসে উড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু মধুর মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না; বোধ হয়, এখনও উহাতে মধু আছে, নইলে শুধু কি অনর্থক ঐরূপ করিতেছে! উঠিয়া বসিয়া, বায়ুর তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মধু খাইতেছে, আবার গুণ্ গুণ্ করিয়া পরস্পর কি বলা কওয়া করিতেছে, বা প্রাণের আনন্দের গানই গাইতেছে—বলা ত যায় না! আচ্ছা, ও-দুটা মৌমাছিতে কেমন ভাব দেখেছ? উহারা বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষ হইবে। কেমন এক মনে, এক প্রাণে মধুপানে মত্ত হইয়া, সুখ সম্ভোগ করিতেছে! ইচ্ছা হয়, উহাদের পদের ধূলা লই! আবার দেখ, দেখ, ঐ নলিনী ফুলটী কেমন 'ফুটিব ফুটিব' হইতেছে। তার প্রাণ-নায়ক চাঁদ আস্ছেন নাকি। প্রাণের লোককে দেখিলে সকলেরই অপার আনন্দ। ঐ ঐ ক্ষীণ লতাটী, উহার নাম কি আমি জানি না, যাতে দুই একটা ফুল ফল দেখা যাইতেছে, চেয়ে দেখ, কেমন ঐ আমগাছটীকে, যাতে নবযুবতীর প্রাণহারী ঐ কোকিলটী বসিয়া আছে, কেমন জড়াইয়া জড়াইয়া গাছটীর কাঁধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আহা মরি! মরি! ভগবানের কি মিলন! লতাটীরও জড়াইবার

ইচ্ছা!—লতাটী কেমন সহকারের দিকে উন্নতমুখী হইয়া আছে, মাঝে মাঝে বাতাসে মাথা নড়াইতেছে, বুঝি ভালবাসা জানাইতেছে। ঐ টুকু লতা, কম নয় ত! অত বড় গাছটীকে নীচে হইতে অত দূর জড়াইয়াছে ত! আর এত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, খুব বাতাসের জোরেও উহাকে ছাড়াইতে পারে না!—এই সব চক্ষুশেল দেখিয়া, বুঝিয়াই পাপীয়া-পাখীরা "চোখ গেল, চোক গেল" বলে, বুঝি? আর এই দুর্দ্দান্ত বয়সে, দুর্দ্দান্ত সময়ে, দুর্দ্দান্ত দৃশ্যমণ্ডলী দেখিয়া, শুনিয়া, মর্ম্মাহত ও প্রাণান্ত-প্রায় হইয়া বৌ-জাতিরা ঘরের কোণে, নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—তাই বুঝি সুন্দরী বেশে বৌ-পাখী "বৌ! কথা কও, বৌ! কথা কও" বলে?—সোণা রে—এ দুর্দ্দান্ত প্রাণান্ত স্থান আমার আর ভাল লাগে না। আমার প্রাণ—এ ছার এ পোড়া প্রাণ বাহির করিবার কোন উপায় করিয়া দেও, আর নয়, যার দিকে মন, যাক তারই কাছে প্রাণ। প্রাণাধিক প্রাণপতি যেদিকে গেছেন, সেই দিকে আমাকে লইয়া চল। তাকে একবারটী দেখিয়া, যদি প্রাণ যায় সেও ভাল। তাকে দেখিয়া, এ প্রাণ যাওয়ায় সুখ আছে,—সোণা! সুখ আছে। তার কাছে গেলে, সে যদি মারে, মারিয়াও ফেলে, সেও আমার সদ্গতি—সশরীরে স্বর্গলাভ! অতএব যাহাতে তাহার সঙ্গে, যাহাতে মহাপ্রাণীর সঙ্গে এ নির্জ্জনবৎ দেহের মিলন হয়, তাহাই কর। আচ্ছা সোণাদিদি! আমাকে পাগল মনে করিও না, আমি অজ্ঞান নয়, সজ্ঞানেই ঠিক করিয়া বলিতেছি—তাহাকে হস্তগত করা, বা একান্ত পক্ষে তার দর্শনলাভ কি হয় না?—না, হইতেই পারে না! তোমার বুদ্ধি ও কৌশল্য জ্ঞান আছে; তুমিই ত

করিয়া, পরম পবিত্রাত্মা হইলেন। তদন্তর, অদ্ভুত স্ফূর্ত্তি সহকারে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া, ঠাকুরপাড়ায় প্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ ধরিয়া, বরাবর পশ্চিমমুখে মৃদুমন্দগতিতে যাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, রাস্তার দুইধারে নগর বসতি; বহুসংখ্যক লোকের বাস, জানিলেন, বৈশ্য ও গোপজাতির বাস অধিক; দুগ্ধ দধি প্রভৃতি খুব সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট মিলে; অতি চমৎকার মিষ্টান্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, আহার কাল উপস্থিত হওয়াতে, স্ব-নৌকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।—তাঁহার সে সুখযাত্র সেই গ্রামেই সেদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

পথে পথে, অনেক সময় কাটিয়া গেল, মাঝিদিগকে বলিয়া দিলেন, আর কোথাও থাকিবেন না; এবার একদমে কাশীধামে গিয়া উঠিবেন; সেখানে, বরং, দুই চারিদিন বেশী কাটাইবেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া, পরদিন অরুণোদয়ে গঙ্গাস্নানান্তে, নৌকা খুলিয়া দিলেন। এবার আর নৌকা কোথাও থামিতেছেনা, অবিরামে চলিয়াছে; নৌকাতেই আহারাদি ক্রিয়া চলিতে লাগিল, এবং নৌকা হইতেই তটস্থ নানারূপ অপরূপ দৃশ্যে পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন।

সপ্ততরী, উত্তর মুখে গিয়া, পদ্মাসঙ্গম অতিক্রম করিয়া পশ্চিমমুখিনী হইল। কুমার পদ্মার নাম শ্রবণে চমকিয়া উঠিলেন! পদ্মার উত্তাল-তরঙ্গ, আক্রম বিক্রম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! যাহাহউক, এক্ষণে, পদ্মাকে পূর্ব্বে রাখিয়া, কাশীগমনে ও তথায় অন্নপূর্ণা-দর্শনে উৎকণ্ঠহৃদয়ে চলিলেন। চলিতে চলিতে, গঙ্গায় দুই পার্শ্বে কত গ্রাম, কত পল্লী, কত নগর, কত নগরী!

কত ব্যবসাবাণিজ্যস্থল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ত এপর্য্যন্ত কখন ঘরের বাহির হন নাই; সুতরাং যাহা দেখেন, তাহাতেই আশ্চর্য্য বোধ ও পরম পরিতোষ লাভ করেন।

কুমারের ইচ্ছাক্রমে, তরী, রাত্রি নাই, দিন নাই, তর তর শব্দে ক্রমাগত চলিতেছে; অবশেষে দাড়ী মাঝিরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল; অগত্যা পথিমধ্যে, একস্থানে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে হইল। কুমার তাহাদিগকে দুইদিনের অবকাশ দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন, যদি দুইদিনে তাহাদের শরীর গ্লানি নষ্ট না হয়, তাহা হইলে, তাহারা আরও দুই একদিন বিশ্রাম বা আরাম করিতে পারে। নৌকা চালকেরা, কুমারের আশ্বাসজনিত অমৃতায়মান বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

বাস্তবিকই কুমার, প্রকৃত শ্রীসম্পন্ন ঘরের সন্তান নাকি; তাই অতি সরল হৃদয়, ধর্ম্মভীরু ও সদয় ভাব; তাঁহার ভাব দর্শনে, শত্রুর ও শত্রুভাব তিরোহিত হয়। তবে, শ্রীমতী কামিনীর সহিত তাঁহার এরূপ ভাব কেন, তাহা বিধাতা পুরুষই জানেন। তাহা জগৎ নিয়ন্তা বিধাতার বিধান, আর কামিনীর অদৃষ্টের লিখন। বলা কাহার সাধ্য? তবে, এইমাত্র বুঝা যায়, কুমারের বয়সের দোষ, আর কেমন কুক্ষণে কামিনীর সহিত চারিচক্ষের মিলন। নতুবা কি এরূপ ঘটে! উভয়েরই হাজার পণ, প্রতিজ্ঞা হউক, তাহা বলিয়া কি প্রকৃতপক্ষে, তাহা কার্য্যতঃ ঘটিতে পারে? উভয়ের ইচ্ছা উপর, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার উপর পরস্পর মিলন, বিবাহসূত্রে বন্ধন; ইহাতেও কি সুপ্রীতি সঞ্চারের ব্যঘাত ঘটিতে পারে? স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তরুণ বয়স; উভয়েরই এখন আন্তরিক প্রণয়

প্রীতির অরুণোদয়ের সময়! এ সময়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে, মনে হাজার মলা থাকুক, তাহা এককালে বিদুরিত হইয়া যাইবে; এসময়ে পরস্পরের অনুরাগে পরস্পরের চিররাগ বা দ্বেষ ভাব থাকিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এমন দুর্লভ সময়ে, অমূল্য বয়সে, কামিনীর প্রতি কুমারের এরূপ অভাবনীয়, অসম্ভবনীয় ভাব কেন? কামিনী যে সংসারের অমৃততরুবোধে, নিজে সুদুর্লভা স্বর্ণলতিকা হইয়া, কুমারকে আশ্রয় করিল, তাহার বিষময় ফল ফলিতে যায় কেন?—তবেই, এসব, জন্মান্তরীন কর্ম্ম ফল নয় কি? কামিনী, বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে, প্রথম প্রণয় সঞ্চারকালে, নিজ পতিকে নিরাশ্বাস করিয়াছিলেন, তাই, ইহজন্মে, তাহার ফল ভোগ করিতেছেন—তাই আজ নব যুবতী "পতি পতি" করিয়া হাঁপাইতেছেন! পতিরূপ সাগর সঙ্গমে মিসিবার জন্য কত উপায়, কত কল কৌশল খাটাইতেছেন। তাই, আজ তিনি, দাসী-দিগের নিকটে কত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগের যুক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মন্ত্রণা লইতেছেন! তাই, আজ তিনি জগতকে দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিবেন—স্ত্রীজাতির অসাধ্য কিছুই নাই। শক্তির কাছে সকলই পরাহত। সামান্য তৃণগুচ্ছবন্ধনে, হস্তীও বশীভূত হয়। তাই তিনি নারীজাতীয় মায়া বিস্তার করিয়া কুমারকে অভিভূত করিতে ও স্ববশে আনিতে পারেন কি না, তাহারাই চেষ্টা করিতে আজ হইতে প্রবৃত্তা হইলেন।

ওদিকে, কুমার গঙ্গার পবিত্র স্নিগ্ধ, মৃদুমধুর তরঙ্গ হিল্লোলে, অতি আরামে বিরাম ও বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একদিন দিবা অবসন্ন প্রায়, দিননাথ পৃথিবীকে যেন অনাথা করিয়া, দীনা, প্রিয়জন-বিহীনা, বিরহকাতরাদিগকে অকূল বিষাদসাগরে ভাসাইয়া, নিজে দীপ্তি-সঙ্গিনীকে হারাইয়া, রাগে ও বিরাগে তপ্তলৌহরূপ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচল গমনে প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে কুমার-জননী প্রেমবতী গৃহস্থালী কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া, অবকাশ পাইয়া, আপন ঘরের বহির্ভাগে, পশ্চিম আস্যে, উন্মনা হইয়া, একমনে, একজ্ঞানে, একধ্যানে নীল আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন—নিস্পন্দভাবে, অনিমিষ লোচনে মধ্যে মধ্যে এক একবার এক একটী সুদীর্ঘ শ্বাস নির্গত হইতেছে বলিয়া, তাঁহাকে সচেতনা, সজীবনা, বোধ হইতেছে; নতুবা, দূর হইতে, তাঁহাতে চেতনার বা জীবনের অন্য কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার প্রাণপাখী কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, দেহ-খাঁচাখানি পড়িয়া আছে। আহা! মায়ের প্রাণ, মায়ের মন! মায়ের নিঃস্বার্থ

স্নেহ, যে স্নেহ সন্তানের রূপ দেখে না, গুণ দেখে না, সেই অকৃত্রিম অতুলনীয় স্নেহ প্রেমবতীর হৃদয়-কূলকে আপ্লুত করিয়া, অবকাশ মতে তাঁহাকে আকুলিতা, জীবন্মৃতা করিয়া তুলিয়াছে!

প্রেমবতীর পুত্রবধূর পরিচারিকা সোণামুখী সেই স্থান দিয়া, গৃহান্তরে যাইতে যাইতে, তাঁহাকে এরূপ অসদৃশ অবস্থা-পন্না দেখিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—মা!—মা!—কিমা!—কিমা!—কেন মা! এরকম কেন মা?—কি হয়েছে মা?—মাথা খাও, মা, সত্য করিয়া বল মা?—তোমার ওরূপ ভাব দেখিয়া, প্রাণ আমার কেমন করিয়া উঠিল, মা!—পা ছড়াইয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছ, মা?

প্রেমবতী। না, মা! অন্য কিছু নয় মা! ভগবতীর কৃপায় অপর কিছুরই জন্য ভাবনা, নাই, চিন্তা নাই।—এই ছেলের জন্য মনটা কেমন খাঁ খাঁ করিতেছে, প্রাণটা যেন উচাটন হইতেছে। বাছা আজ আধ মাস হইবে, বাড়ী হইতে এসেছে গিয়ে; কেমন আছে, কি করিতেছে—কোনও সংবাদও পাইতেছি না। তাই মনটা আরও থাক হইয়া গিয়াছে! কেই বা তার পেট পানে চাহিয়া, তাকে খাওয়া দিতেছে? কেই বা তার মুখখানি শুষ্ক হইলে, তার মুখে একটু জল দিতেছে? সোণারে!—আমার বসিয়া সুখ নাই, খাইয়া সুখ নাই, নিদ্রা গেলেও শান্তি নাই। স্বপ্নেও, বাছার চাঁদ মুখখানি মনে পড়ে আর চমকাইয়া উঠি! সমস্ত দিনান্তে একটু অবকাশ পাইয়াছি, ভাবনা চিন্তা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে, মনটাকে যেন পোড়াইয়া তুলিতেছে, প্রাণটাকে যেন বাহির করিয়া

দিতেছে! তাই এই আকাশের দিকে চাহিয়া আছি; চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, সূর্য্যদেব জগৎ আঁধার করিয়া, কোথায় যাইতেছেন, আবার কালই দেখা দিবেন; নিদ্রিত জগৎ আবার জাগরিত হইবে। এইরূপ আমারও মনআলো করা, প্রাণবাঁচান ধন, কুমার-রতন কোথায় কোন্ বিদেশে চলিয়াছে, কিন্তু কই কালই ত আবার দেখা দিবে না, আবার এই অচেতন প্রায় দেহে চেতনা সঞ্চার করিবে না?—সোণামুখি রে!—আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে! সেই অনেক দুঃখের, অনেক আশা ভরসার অমূল্য মানিকটুকুকে যতবার আমার মনে পড়িতেছে, ততবারই এই বুক ফাটিয়া, চোখ দিয়া জল আসিতেছে, কিন্তু, চোখের জল, চোখেই মারিতেছি। জল ফেলিলে, পাছে বাছার অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে চোখের জল ফেলি না! ইচ্ছা হয়, চেঁচাইয়া তাকে ডাকি। কিন্তু চেঁচাই না। লোকে জানে, পাড়া,প্রতিবেশীরা জানে, বাছা আমার দেশে নাই, বিদেশে এসেছে; নাম ধরিয়া এখন ডাকিলে বা চেঁচাইলে পাছে তারা কুভাবে এই ভয়ে, আমার মনের আগুণ মনেই জ্বলে—মা! আজ, তুই হঠাৎ এখানে এসে পড়িছিস্, তাই দেখিয়া ফেলিলি। নতুবা, আমাকে কেই বা দেখে, কেই বা আমার কথা বলে, কেই বা আমার ব্যথা বুঝে; যদি বুঝে, তাই বা কে তার প্রতীকার করে—মা! এক কর্ত্তা দেখিবেন, বুঝিবেন; তা, তিনি একবারটী দেখেনও না, শুনেনও না; তিনি, ছেলের বিষয়ে একটা কথা তুলিতেই দেন না; আমার ব্যথা ত বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। কুমারের কথা পাড়িলে, তিনি কেবল বলেন, আমাকে ধমকাইয়া এই

বলিয়া ভুলাইতে চান যে, বিদেশে বেড়াইলে, চেড়াইলে ছেলে-পুলে সেয়ানা হয়?—তাদের বিদ্যা বুদ্ধি খুলে?—আমি, বলি, সোণা! সেয়ানায় আমার আবশ্যক কি? একটা ছেলে, পাঁচটা নয়! ভগবান্ এটীকে শতবর্ষ করিয়া বাঁচাইয়া রাখুন; যা খুদ কূড়া আছে, তোদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে, তাই ভোগ দখল করুক। বিদেশে যাওয়া, ছেলের কি আবশ্যক ছিল?—তাই আমি বলেছিলাম কর্ত্তাকে, বিদেশে যাওয়া একান্তই আবশ্যক হইলে, তুমি নয় যাও, বাছা আমার বাড়ী থাকুক! তা—তা, তিনি ত বুঝিলেন না, এ দুঃখিনীর প্রতি তাকাইলেন না, আমার প্রাণের ব্যথা জানিলেন না!—মা! ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ যতদূর পোড়ে, বাপের কি তা হয়? বিদেশ গেলে, ছেলে সেয়ানা হয়, তার কারবার বুদ্ধি হয়—এই তাঁর একটা বাই হয়েছে। এ সব হইয়া কি যে ফল হইবে, তাত জানি না

সোণা।—না, মা! কর্ত্তাবাবু ঠিকই বলেছেন। তাঁর ছেলে, তোমার জন্য কি, সেয়ানা শঠ হবে না। তোমার ছেলে বিদেশে গিয়ে, যত সেয়ানা হোক আর নাই হোক, শঠ খুবই হবেন; এরই মধ্যে, হ'য়ে উঠেছেন একজন! আর দিন কতক, এইরকমে, বিদেশে আহার বিহার করিয়া বেড়াইলে তাহার নাগাইল আর ধরে কে?—সব চেয়ে, তোমার বৌয়েরই ভাবনা বেশী, মা! এখনই তাঁর নাগাইল ধরিতে পারেনি, এর পর কি আর পারিবে? এখন, ভাবিও না, মা!—মনে কোন দুশ্চিন্তা করিও না, মা! তোমাকে কেমন কেমন দেখিলে, আমাদের মনও ঐ রকম হয়। তাঁর জন্য ভাবনা

কি? ভগবান তাঁকে রক্ষা করিয়া লইয়া বেড়াইবেন। আর কর্ত্তাবাবুরও কথা সত্য হইবে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার ছেলে, মা, খুবই সেয়ানা শঠ হইয়া আসিবেন—শীঘ্রই আসিবেন।

প্রেমবতী। কেন, কেন?—মা!—আমার ছেলে সেয়ানা শঠ হইলে, তোদের কি ভয় হয়, মা?—"আর শীঘ্রই আসিবেন" বলিলে যে?—কেন, কেন? কুমার কি তোদের কিছু গোপনে গোপনে বলে গেছে?—সত্য করিয়া বল মা! ভাঁড়াস্‌নে, মা!—শীঘ্রই কি ফিরিয়া আসিবে?

সোণা। না—আমিই বলিতেছি শীঘ্রই আসিবেন। আমাদের কিছু বলিয়া যান নাই। (কাপড়ে মুখ চাপিয়া)--কিছুই নয়, মা! আমাদের সঙ্গে তোমার ছেলের তত ভাব হয়নি, যে পেটের কথা তিনি আমাদের খুলিয়া বলিবেন। তবে, যথাসাধ্য সত্বরই ফিরিবেন, তার নমুনা একটা এই দেখছি—তোমার বৌটীকে, যেন চোরের ভয়ে, ঘরের তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া গেছেন; এ রকমে আর কতদিন ফেলিয়া রাখিবেন? তোমার সেই নীলমনি-ধনকে, আমাদের সেই মাখনচোরা মনচোরা ধনকে শীঘ্রই আস্‌তে হবেই হবে।—তবে, এখন আমাদের কপাল। পশ্চিমে গেছেন, এখন, বেশী চালাক চতুর, সেয়ানা শঠ হইয়া উঠিয়া, আমাদের সব ভুলিয়া গিয়া, তোমার বৌ শ্রীরাধার মায়া ত্যাগ করিয়া, সেখানে কুব্জা-রাণী লইয়া না মাতিলে হয়!—আমাদের ভয় হয়, মা!—এই শঙ্কাই হয়!

প্রেমবতী। ছি! ছি!—মা! তোরা সে সব ভয়, শঙ্কা করিস্ না। কুমার আমার তেমন ছেলে নয়, সে কিছু জানে

আমাকে পূর্ব্বে দুই দুইবার তার হাত হইতে আমায় বাঁচালে! আবার, এইবার একবার বাঁচাও। নতুবা ত সোণা, মান ত তার সঙ্গে সঙ্গেই গেছে, প্রাণ লইয়াও যে টানাটানি হইয়া পড়িল! দিনে নিদারুণ তপন-তাপে, আর আমার সন্তাপে এই দুই তাপে, আমাকে ছট্‌ফট্ করিতে হয়! তোরা ত দিদি, সবই দেখিতে পাস্—বুঝিতে পারিস্, দিনমানে, এ জানালা ও জানালা করিয়া বেড়াই; রাত্রিতেও দণ্ডেক কাল, এ পোড়া চোখে ঘুম নাই! ঘুমও বুঝি, এ দুর্ভাগিনীকে পতি-পরিত্যক্তা, পতির দুই চক্ষের বিষ বলিয়া টের পাইয়াছে, নতুবা সে আমাকেও অনাদরে পরিত্যাগ করিবেন কেন? ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীকে সকলেই ভয় করে, সকলেই সমাদর করে, দেবতারাও তাহাকে পদাশ্রয় দেন; কিন্তু সে অকুল পাথারে পড়ে, যে আর কুল পায় না! আমি আজ স্বামি-সুখে ভাগ্যবতী হইলে, এই রাত্রি আসিতেছে, আমার যেন কাল আসিতেছে, এই রাত্রিতে ঘুমও, আমাকে পতি-স্বপনে দেখিলে, কেমন স্বর্গ-সুখের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত! মেঘও, বুঝি অহর্নিশ আমার চক্ষে বারি বর্ষণ দেখিয়া সে আর পৃথিবীতে এক ফোঁটা বৃষ্টিবর্ষণ করিতেছেনা!—আকাশে চাঁদ উঠে, তম নাশে, জগৎ হাসে; কিন্তু আমি যা তাই থাকি! বরং, আকাশের চাঁদ-মণি দর্শনে, জ্যোৎস্না স্পর্শনে, আমার হৃদয়-মণিকে স্মরণ হয়, পতির সসোহাগ করস্পর্শ কল্পনা হয়, মনের মালিন্য-তমঃ আরও বৃদ্ধি পায়! সোণামুখি রে! কিছুতে সুখ নাই, কিছুতেই আরাম বোধ নাই; এবিষম বিচ্ছেদ-ব্যারাম থাকিতে, আমার মনের নানা উপসর্গ! চিন্তার ক্ষান্তি নাই,

মনেরও শান্তি নাই। এ ব্যারাম এ উপসর্গ, ভাল করিতে করিতে, তোমার সেই ভগ্নিপতি চিকিৎসক ভিন্ন আর কেহ নাই। তাঁহারই পদাশ্রয় ব্যতীত, আর কোন উপায় নাই। তাই বলি, সোণা! এত লোকের উপায় প্রতিকার হয়, আমার কি হবে না?

সোণা। ভাই! এরূপ অধৈর্য্য হইলে হইবেনা। মন স্থির কর, উপায়ও স্থির হইবে। চেষ্টায় কি না হয়? বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকের কৌশলে কি না সফল হয়?—এ সোণা যেখানে তোমার সহায় আছে, তোমার সব উপায় পথই পরিষ্কার আছে। দেখ, নারীর কৌশলে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও ফাঁদে পড়িয়াছিলেন! এই নারীর কৌশলে, আকাশের চাঁদ ভূতলে আনা যায়, আর ভূতলের মানুষ আকাশে তোলা যায়। কল-কৌশলে, বুদ্ধির জোরে সকলই সফল, দুষ্কর বা অসাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ। তবে, একটী গল্প বলি, শুন। সে গল্পটী সেকালের; সেকালে পশু পক্ষীরাও কথা কহিতে পারিত কি না। সামান্য তুচ্ছ প্রাণীরও কতদূর ক্ষমতা, দেখ।

কামিনী। কি! কি! সোণা! হলেই বা সেকালের গল্প। বলনা, গল্পটা শুনিয়া যদিই মন প্রবোধ মানে, একবার দেখিনা কেন?

সোণা। শুন, মন দিয়া শুন,—এক জায়গায় একটী চারা অশ্বত্থ গাছ ছিল; সেই গাছের ডালে চঞ্চু নামে পাখী বাসা করিয়া থাকিত এবং তাহাতেই ডিম পাড়িত। একটী হাতী সেইখানে আসিয়া, গাছের গায়ে গা ঘসড়াইত, অথবা ডাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত। তাহাতে, নাড়া পাইয়া, ঐ পাখীর

বাসার ডিমগুলি অধিকাংশ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। এইরূপে হাতী ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক, চক্কু-পাখীর দুঃখের ডিমগুলি নষ্ট করিত। তাহার চক্ষের উপরে তাহার ডিমগুলি প্রতিবারেই এইরূপে অকালে নষ্ট হইয়া যায়, শাবক হইতে পারেনা দেখিয়া, সে ঐ হাতীটাকে জব্দ বা প্রাণে নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা পাইল। মনে করনা কেন, চক্কু বা চোঁচ পাখী কতটুকু পাখী, সেও অত বড় জন্তু হাতী মারিতেও কৌশল খাটাইতে লাগিল, ফিকির করিতে লাগিল।

নিকটে বোল্‌তার বাসা বা চাক ছিল। চক্কু সেইখানে তাহার কাছে গিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত দুঃখের বৃত্তান্ত জানাইল। বোল্‌তা তাহার ব্যথার কথায় ব্যথিত হইয়া বলিল, ভাই চক্কু! আর ভয় কি, এইবার হইতে তোমার ডিম আর নষ্ট হইতে দিব না। হাতী, ফলেই না—আমি সে তাহাকে জব্দ করিব। এইবার যখন সে, গাছের গোড়ায় আসিবে, আমি তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া লইয়া যাইব। আর তুমি যদি একবারেই শত্রু নিপাত করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও হইতে পারে। আমার 'কট্‌কটে বন্ধু' ভেক ঐ স্থানে বাস করে, আমি তাহাকেও ডাকিয়া লইয়া যাইব, তখন সে, তাহার বিনাশ কার্য্য-সমাধা করিবে। হাতীর গর্ব্ব, বন্ধু ভেকের দ্বারাই একবারে জন্মের মত খর্ব্ব হবে। তোমার ভাবনার বিষয় কিছুমাত্র নাই। এখন নিশ্চিন্ত মনে আপন বাসায় চলিয়া যাও।—তখন, আমাদের ডাকিয়া লইয়া যাইও।

চক্কু এইরূপে আশ্বাসিত ও উৎসাহান্বিত হইয়া চলিয়া গেল। পরদিন যথা সময়ে সেই মত্তহস্তী গাছতলায় আসিবামাত্র,

সতর্ক চক্ষু বন্ধুদের কাছে উড়িয়া গিয়া, সংবাদ দিল। তখন মধ্যাহ্নকাল; বোল্‌তা, হস্তীর মদগন্ধে উত্তেজিত হইয়া, তাহার লোম-শূন্য মস্তকে গিয়া বসিল, দংশন করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার চক্ষু-দুটীও কামড়াইয়া ধরিল। হস্তী অন্ধ হইল, দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া, ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে বনের দিকে ছুটিল। সে নিতান্ত পিপাসাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ জলাশয় অন্বেষণ করিতে লাগিল, চক্ষে দেখিতেও পায় না, যে খুঁজিয়া লইবে। অনতিদূরে, বন ছাড়িয়া একটী পুকুরের ধারে, সেই 'কটকটে বন্ধু, ডাকিতে লাগিল। সেই ডাক শুনিয়া, সন্নিকটে জলাশয় অনুমান করিয়া, অন্ধ হস্তী সেই গহন বন অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা পাইল। বনের মধ্যে গিয়া তাহার সর্ব্বাংশ ক্ষত বিক্ষত হইল; অবশেষে, পুকুরের ধারে উপস্থিত হইয়া, জল-জন্য শুঁড় বাড়াইতে লাগিল; সে সময় বৈশাখ মাস, জল অনেক শুষ্ক হইয়া, পুকুরের গর্ভে পুড়িয়াছে; হাতী জললোভে, শুঁড় বাড়াইয়া জল না পাওয়াতে আর একটু নামিয়া গেল। যেমন নামিতে গেল, অমনি পাঁকে তাহার পা বসিয়া গেল; আর সে পা তুলিতে পারিল না, সেইখানে পড়িল আর মরিল। ভেক আসিয়া, "আমার বন্ধু লোকের বংশ ধ্বংস করিয়াছিস্—অঁ্যা?" এই বলিয়া তাহার মস্তকে সদর্পে চারি চারি পদাঘাত করিতে লাগিল।

তাই বলি, বোন, ভাবিস্ না, কাঁদিস্ না, অত খেদ করিস্ না। এখন ত তোর বয়স পড়িয়া রহিয়াছে। কত কাঁদিতে হইবে, কত হাসিতেও আবার হইবে; কাঁদাইতে হইবে, হাসাইতেও হইবে; তাতে আবার ভাবনা কি। হাসি-কান্না কান্না-

হাসি, এই মিশাইয়াই জগৎ—এইরূপেই সংসার। যার প্রথম হাসি, তার শেষ কান্না, যার প্রথম কান্না তার শেষ হাসি—তোরও তাই হইবে, দেখিবি। এই তার সব যোগাড় যন্ত্র হয়, দেখ্ না?—এখনই সব কান্না কাঁদিয়া লইলে, চলিবে কেন? একটু রাখিয়া দেও। এই মোটে, তুমি একদশায় পড়িয়াছ, আরও নয় দশায় তোমায় পড়িতে হইবে। পীরিতির এই রীতি, চিরকালই এই; তোমার বলিয়া নয়। অমন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ যাঁর ছিল বাঁধা, তাঁকেও এই দশদশা সহ্য করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, তোমার—

"নূতন পীরিতি—বালির বাঁধ
ক্ষণেক হাতে দড়ি—ক্ষণেক চাঁদ"—

কামিনী। আমার ত হাতে ক্ষণেকও চাঁদ মিলিল না, দড়িই সার হইল যে! দুর্ভাগিনীর ভাগ্যে, জিনিষের গুণটুকু একদিনের জন্যও বর্ত্তাইল না; দোষের ভাগিনী কেবল হইলাম, দুঃখের অংশিনীই পূর্ণমাত্রায় হইলাম! দেখ, ত্রিশ দিকে মাস হয়, অর্দ্ধেক কৃষ্ণপক্ষ অর্দ্ধেক শুক্লপক্ষ। আমার যে ত্রিশ দিনই সমান, সোণা! শুক্লপক্ষের মুখ আর দেখিলাম না, কৃষ্ণপক্ষেই যে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিনরাত কাটিয়া গেল!

সোণা। কেমন করিয়া তোমার কেবল কৃষ্ণপক্ষেই দিনরাত কাটিল বোন?—মোটে, তুমি পনর দিনও আইস নাই। আগে ত্রিশ দিনটা দেখ, তার পর ত বিচার চলিবে। প্রথম মাস তোমার যদি কৃষ্ণপক্ষই যায়! এখন এত উতলা হইলে হইবে কেন? আগে আগা গোড়া দেখ, তার পরত আজীবন কাল, দুঃখ তাপ, শোক পরিতাপ করিবার সময় পড়িয়াই

রহিয়াছে।—তোমার চাঁদের শেষ ভাগটা, ভাই, শুক্লপক্ষ এই চাঁদ, এক একটু করিয়া উঠে, দেখ না?—আমি, তোমাকে যেমন করিয়াই হোক চাঁদ দেখাইব, তোমার চাঁদ মিলাইব, চাঁদের কাছে লইয়া যাইব; চাঁদের সুধা পান করাইব, তোমার ক্ষুধা মিটাইব; তোমার কত ক্ষুধা তাহা দেখিব। তুমি সেই চাঁদ লইয়া কত হাসিতে পার, জ্যোৎস্না ধরিয়া কত খেলিতে পার, চাঁদ বুকে করিয়া, তাহার সুধা মুখে করিয়া, কতক্ষণ থাকিতে পার—তাহাও দেখিব গো, দেখিব। আমি যদি তোর এ সব অঘটন ঘটাইয়া দিতে না পারি, এ নাম আমি আর রাখিব না, তুই আমার এ জিহ্বা কাটিয়া দিস্। আর যদি তোর মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া দিতে পারি, তবে, বোন্, তুই কি আমায় দিবি?

কামিনী। তুই যা চাইবি, তাই পাইবি।

সোণা। আমি যদি তোমার কুমারকে চাই—দেবে?

কামিনী। (একমুখ হাসিয়া) সেটা কি হয় দিদি?—তুমি যদি আমার প্রাণ চাও, তাও দিতে পারি; তবু, সে প্রাণাধিক ধন দিতে পারি না—দিদি!

সোণা। না, না—তাতে, ভাই কামিনি! কিছু মনে করিও না। ও অমূল্য ধন, তুই, ভাই! চিরদিন, জন্ম-জন্ম ভোগ দখল কর। আমি তার ভাগ চাহি না। একবার তোর মনটা দেখিতেছিলাম। দেখ, তোমাতে আমাতে, একস্থানে, এক অন্নে ছেলে বেলা হইতেই লালিতা পালিতা হইয়াছি, তোমাতে আমাতে কি উচ্চ নীচ ভাব আছে কোন কালে; যেন এক মায়ের পেটের সন্তান; পরস্পর সখী ভাব। কমলা ছুঁড়ীটা

ও ঠিকই। তাতে তোমাতে একপাত্রে ভাত খেয়েছ, আমার মনে পড়ে। আহা! ছেলে বেলা থেকেই, সে পিতৃ মাতৃহীনা, ঐ বাড়িতেই সে মেয়ের মত প্রতিপালিত। যাক্, সে সব কথা এখন।—আমি তোমাকে, ভাই, শীঘ্রই এ বন্দিনীর অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া, সেই কুমার উদ্দেশে চলিব। বল ত, আজই ত্রিশ দাঁড়ের নৌকা একখান ঠিক করিয়া রাখি; কাল ভোর থাকিতে থাকিতেই, এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। কুমার আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে কত জায়গায় লাগাইতে লাগাইতে, ধীরে ধীরে যাইতেছেন, আমরা, এই দ্রুত নৌকায় শীঘ্রই, আমি বোধ করি চারি পাঁচ দিন মধ্যেই তাঁহাদিগকে পথ মধ্যে ধরিতে পারিব। তারপর তাঁকে এমন ফাঁদে ফেলিব যে, তাঁহাকে আর শীঘ্র কোথায়ও নড়িতে দিব না; তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিব, তাঁহার কাশ্মীর যাওয়া আপাততঃ ঘুরাইয়া দিব। রাস্তায় যাইতে যাইতে আবার কত বুদ্ধি আসিয়া যোগাইবে, তখন। এখন, ভাই কামিনি! মন খুলিয়া বল যেন আমার শেষে ফেরে ঘোরে না পড়িতে হয়, ঠিক অনুমতি কর, সাজসজ্জা করিয়া দিই, সমস্ত আয়োজন, বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিই; আমিও অবশ্য তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব; কিন্তু বুকে কিছু জোর ধরিতে হইবে—সাহস চাই, নির্ভয় হওয়া চাই। ধরা পড়িবার অবশ্য কোনও সম্ভব রাখিব না, তবে দৈবদুর্বিপাকে যদিই ধরা পড়ি, যদি কুমারের অপ্রিয়-ভাজন হই, তাহা হইলে ভাগীরথী-জীবনে তিন জনেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, পরকালের কাজ করিব, মন প্রাণ ঠাণ্ডা করিব।

কামিনী। বেশ, বেশ! আচ্ছা কেমন করিয়া, এ তোমা

খুলিবি, কেমন করিয়া বা, এই দোতালা হইতে নামিবি আমায় ও নামাইবি ?—যদি এইখানেই ধরা পড়ি !

সোণা। এখানে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই সকলকার চোখে ধুলা দিব, তখন। এখনই কাদা আনিয়া কাদা দিয়া এই তালার ছাপ তুলিয়া চাবি একটা গড়াইয়া আনিব। তারপর, একখান ভাল মই তৈয়ার করাইয়া আনিয়া খিড়কীর দিকে, উপরতলার সঙ্গে লাগাইয়া দিব; এই এখন চলিলাম, রাতারাতি আমি সমস্তেরই আয়োজন করিব। তাহার পর সেই মই ঐ খিড়কীর পুকুরের মধ্যে, ও ধারে ডুবাইয়া রাখিয়া যাইব; আবার ফিরিয়া আসিয়া, যেমন আছি, এই ভাবে, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব। ঐ মই দিয়া উঠিব; ভাবনা কি, ধনি ? তবে, আর একটা কাজ করিতে হইবে। একবারটী এখনই বাবার বাড়ী গিয়া মাকে বলিয়া কহিয়া কমলাকে ডাকিয়া আনা হউক; মাকে যেন বলিয়া আসে, এখন মাস দুইকাল, কমলা আসিতে পারিবেনা; কমলা কাছে থাকিলে, কামিনীর মনটা থাকে ভাল। তাহা হইলেই, এখানে কেহই বুঝিতে পারিবেনা, যে তুমি এখানে হইতে পলাইয়া গিয়াছ। আর মা ত এখানে আসিবে না আর ও বরং, এখানকার মাকে আমি নিজেই বলিয়া দিব এখন তোমার বৌ-মা বড়ই লজ্জিত হন, তাঁহার এই ঘৃণিত বন্দিনী অবস্থা, কেহ যেন "বৌ ! বৌ" করিয়া উপরে তাকে দেখিতে শুনিতে না যায়। এবং আমাদের দুইজনকেও কেহ না ডাকে; আমরা দুইজনেই, তিলেকের তরেও তাঁহার সম্মুখ-ছাড়া হইবনা। বিশেষতঃ, কামিনীর বাপ্ মা, নূতন করিয়া এই কথা বলিয়া দিয়াছেন;

আর আমরা দুইজনে সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁর কাছে থাকি কি না, তাঁকে ভুলাই কিনা; তাই দেখিবার শুনিবার জন্য কামিনীর বয়স্যা এই কমলাকে নূতন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। কমলা, একজাতীয়; তাঁর সখীভাবে পালিতা; কমলার হাতে পর্য্যন্ত কামিনী খইয়া থাকেন; অতএব, কামিনীকে কখন কিছু দিবার বা বলিবার আবশ্যক হইলে, এই কমলাকে ডাকিয়া সমস্ত করিলেই চলিবে।

কামিনী। আচ্ছা, তোমায় আমি একদিন সময় দিলাম, ইহার মধ্যে ধীরে সুস্থিরে সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র কর। কালই আমার যাওয়া হইবেকনা। জানত আমি আমার মায়ের ভগবতীর আরাধনার ধন, উপাসনার সামগ্রী। তিনি কায়মনোবাক্যে জগজ্জননী পতিতোদ্ধারিণীকে পূজা করিয়া, পূর্ণমনস্কাম হইয়াছিলেন। আমিও পতিতা নারী। আমিও কাল সমস্ত দিন উপবাসে থাকিয়া সেই পতিতোদ্ধারিণী ভগবতীর আরাধনায় নিমগ্ন থাকিব; আমিও আমার কামনা সিদ্ধি লাভ করিব। দেখিনা কেন, তিনি আমার মুখপানে চান কিনা; তিনি আমার বাসনা পূরণ করেন কি না? তিনিইত সতীর আদর্শ; তাঁর কাছে সতীর আদর অবশ্যই আছে। তিনি নিশ্চয়ই পতিপ্রাণা পতিব্রতা সতীর মান রক্ষা করিবেন। কাল আর তোমরা আমায় কিছুই বলিওনা, আমি একমনে একধ্যানে, তাঁহার শ্রীচরণ ভাবনা করিব; সেই শিব-ভাবিনী, শিব-সোহাগিনী শিব অভিলাষিনী, এ কুমারভাবিনি কুমার-অভিলাষিণীর মুখ রাখেন কি না!

সোণা। আচ্ছা বোন্, তুমি যা বলিতেছ, তাহাই করিব।

আর, তোমার অন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করাই বা প্রয়োজন কি আছে; তোমার যা ইচ্ছা, তাত সমস্তই জানিলাম সেইরূপ কার্য্য করিয়া রাখিব। তার পর, আমি যাহা যাহা করিতে বলিব, তুমি ঠিক্ তাহাই করিবে; আমি যে পথে চলিব, তুমি সেই পথেই চলিবে; আমি তোমাকে কখনই সঙ্কটে লইয়া গিয়া ফেলিব না—এটা মনে স্থির জানিয়া রাখিও। তুমি কোন সঙ্কটে পড়িলে, আমারও ত তোমার সেই সঙ্কটের সহগামিনী; সে জন্ত কোন ভাবনা, কোন চিন্তাই নাই। সে চিন্তা, তোমার সেই চিন্তাবারিণী নিবারণ করিবেন। যাহাতে সব দিকই বজায় থাকে, ভদ্রলোকের মেয়ের যাতে মান, সম্ভ্রম শীল সতীত্ব রক্ষিত হয়, তদনুযায়িই কার্য্য করিব—অন্যথা হইবে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী কামিনী সুন্দরীর প্রিয় পরিচারিকা, সহচরী সোণা-মুখী ও সোণামনি সেই রাত্রি, পরদিন সমস্ত দিবস এই প্রশস্ত সময় পাইয়া, সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিলেন। সিঁড়ি মই, বহু অর্থ স্বীকারে ত্রিশ দাঁড়ের বৃহৎ পান্সী নৌকা একখান, সবই প্রস্তুত করিয়া রাখিল। এবং যাহাতে কেহ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, অর্থদ্বারা তাহারও মুখবন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ-নন্দিনী পর দিবস উপবাসে থাকিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জগন্মাতার মনোমত উপাসনা ও পূজার্চ্চনা করিয়া ক্লান্তা হইয়া আলুলায়িত কেশে, যৌবন-যোগিনী-বেশে, পর্য্যঙ্কো-পরি. পূর্ব্বশিরে শয়ান আছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ দুর্লভ নিদ্রার আবেশ হইল। তিনি তদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং ভগবতী হাসিতে হাসিতে, তন্নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"বাছা! এই বয়সে তোমার কায়মনোবাক্যে আমার আরাধনায়, এবং তোমার পতির প্রতি একাগ্রচিত্ততায় আমি পরম প্রীতা হইয়াছি, এক্ষণে

তোমায় বর দিতেছি, তোমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে; তুমি আমার আদর্শ সতী. তুমি এমন কচি বয়সে, পতি সার বুঝিয়া, তজ্জন্য শরীরপাত করিতেছ, অতএব এরূপ সতীর মান না রাখিলে, আমার অপমান হয়—তোমার প্রাণ না রাখিলে, আমার প্রাণে টান পড়ে!—তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে, যথাভিলষিত গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাও, তোমার মন্তব্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। অপূর্ব্ব, অদ্ভূত, আশাতীত স্বপ্নদর্শনে, কামিনীর সুখের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইল; তিনি, "কই মা! তুই কই মা"—করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। অমনি পরিচারিকাদ্বয় ঘরের দ্বার খুলিয়া তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা তাঁহার এরূপ বিস্ময়-ভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, কি হয়েছে—কামিনি!—কি?—কি? ওরকম করিয়া উঠিলি যে। আমরা তোমার ঘুম ভাঙ্গাইনি, এ কয় দিনের পর, এই তোমার চক্ষে ঘুম দেখিলাম, তাই আর ব্যস্ত করি নাই। কিন্তু ঘুমাইয়াত নিশ্চিন্তা নও—এই কি রকম করিয়া উঠিলে।

কামিনী তাহাদিগের সকলকে স্বপ্নের কথা বলিলেন, এবং আহ্লাদে অট্ট অট্ট হইলেন।

আহা! পতিব্রতা সতীর অনিশ্চিত গতি স্বপ্নেও সুখ! পতি-দরশন আশায়, তার স্বর্গলাভ বোধ!—তাই এখন কামিনী যেন হাত বাড়াইয়া এখনই স্বর্গ-স্পর্শ করিতে পাইলেন। পুরুষ হইলে এরূপ স্বপ্নে কখনই বিচলিত হয় না, স্বপ্ন অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু নারীজাতি নাকি—অতি সরলা, সতী বলিয়া অতি নির্ম্মল হৃদয়া। তাই স্বপ্ন দেখিয়াই আহ্লাদে একেবারে আটখানা! এখন, তাঁহার দুর্লভ সুলভ বলিয়া, দুষ্কর

সু-কর বলিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাই, তিনি এক্ষণে সোণামুখী, সোণামনিকে বলিলেন, তোমরা সব ঠিক্ করিয়া রাখ, কমলাকে বলিলেন, আমার খাবার যাহা আছে, নীচে হইতে এইবেলা লইয়া আইস।

কমলা, কামিনীর প্রায় এক-বয়সী, প্রকৃতই সখী বিশেষ। কমলা হইতেই ত কামিনী সখের কুমার-লাভ করেন; কমলাই ত প্রথম আলাপ পরিচয়, উভয়কেই করিয়া দেয়। সুতরাং তাহার কাছে কামিনী চির-কৃতজ্ঞ। কমলার সকল কথাতেই কামিনী হাসিতেন বই, রাগ করিতেন না; আর সে বুঝিয়া সুঝিয়া বেশ একটী আধটী তাঁহার মনের মত কথা বলিত।

কমলা। কেন, দিদিমনি! এত তাড়া কেন? আজ এত সকাল সকালই খাওয়া ব্যবস্থা কেন; এই ত মোটে সন্ধ্যা হইতেছে; আজ এত ক্ষুধা-পিপাসা কেন? অন্য দিন ত শুনেছি খাওয়ার নামও করিতে না; আবার দিলেও নাকি, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিতে না, যদিই সোণাদিদীর কথায়, খাবার একটু হাতে করিতে, তাহাও হাতের খাবার হাতেই থাকিত, মুখে উঠিত না; যদিই বা মুখের দিকে হাতটা তুলিতে, তাহাও আবার নাকি, অর্দ্ধেক পথে গিয়া হাতটা উঁচু করিয়াই অমনি রাখিতে, মুখেও দিতে পারিতে না, নামাইতেও ভুলিয়া যাইতে! আজ সব বিপরীত দেখিতেছি যে—স্বপ্নটা দেখে আজ তোমার সব ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল? ছায়ামাত্র দেখিয়াই, বস্তু ধরিবার নির্দ্ধারণ করিলে? যাহোক, আমি আসিয়া অবধি, তোমায় আর খাইতে দেখি নাই, আজ তোমার অকস্মাৎ এরূপ মনের পরিবর্ত্তন দেখে, সুখী হইলাম।

কামিনী। কমলা মণি! যা বলিলি, সব ঠিক! আমরা ত তিনজনেই চলিলাম; দেখিস্ কেহ যেন কোন রকমে কিছু টের না পায়; আমাদের সে বাড়ীরও কেহ বুঝিতে না পারে। তুই ভাই, আমার এই বুকের মণি; তাই আমার সেই মাথার মণি জুটাইয়া দিয়াছিস্। তাতেই ত আমি, আজ, মণি-হারা ফণিনী হইয়াছি; মণিবিনা ফণিনীর সবই অন্ধকার।

কমলা। যাইহোক ভাই! আজ চলিলি, আবার কবে দেখা হবে, ঠিক্ ত নাই। কুমার পাইলে, শীঘ্র কি আর এ সঙ্গে আসিয়া মিশিবে?—বোধ ত হয় না। তবে, এখন সে তোমার ধর্ম্ম ভাই। আর—আয়, আয়, দীর্ঘকালের মত, যারেবার তিনবার কোলাকুলি করি—একবার না হয় বুকে, করি, আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, অন্ততঃ একবারটি, আলিঙ্গন ও চুম্বন করি।

কামিনী। তোমাকে আমার কি অদেয় আছে? তুমি আমার বাল্য-সখী; চিরকাল আমার দুঃখে দুঃখী আমার সুখে সুখী। তুমি যাতে তুষ্ট, তাহাই কর।—তবে, তবে—একটা কথা আছে; (হাসিয়া) চুম্বনটী থাক; এতে তোমারও সুখ বোধ হইবেনা, আমারও হইবেনা বরং চিত্তের বিভ্রম ও অসুখের এক শেষ হইবে।

কমলা। তাইত, আমিও বলিতেছিলাম। এই তোমাদের প্রথমে, এ অবস্থাতে আর সওদাগর মহাশয়কে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইবনা। আচ্ছা, তবে, এস; আমার বুকের উপর এস; তোমার জন্য আমার বুকের আগুণ নিবিয়া যাউক; তবে ও আবার ভয় হয়, পাছে তোমার বুকের আগুণ আরও বাড়ে;

আমার বুকের আগুণ, তোমার বুকের আগুণ, দুইয়ে মিলাইয়া পাছে আরও দাউ দাউ করিয়া বেশী জ্বলিয়া উঠে। আমি জানি, বিষে বিষে বিষ ক্ষয় হইবে। কিন্তু সে ত সকলকার সকল বিষয়ে খাটেনা! যাইহোক, একটা ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

এই বলিয়া, কমলা-মণি অগ্রসর হইল, কামিনী সুন্দরীও অগ্রসর হইলেন; দুইজনের স্মিতমুখ। দুইজনেই দুইজনের গলদেশে ভুজঙ্গ-রূপ ভুজদ্বয় জড়াইয়া, সতৃপ্তিতে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল।

কমলা। উকি! উকি! এরিই নাম তোমার, বুঝি, তিনবার আলিঙ্গন দেওয়া?—যাও—যাও! আর নয়, ভাল হইয়া বস, আমি শীঘ্রই খাবার আনিয়া দিই। খাইয়া একটু ঘুমাইয়া লও। পথে ঘাটে ত ভাল ঘুম হবেনা।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

সহাস্যা কমলা-মণির বিদ্রূপ উপহাস-রঞ্জিত বাক্যাবলীর অবসান হইতে না হইতেই, শ্রীমতীকামিনী-সুন্দরী একগাল হাসিয়া বলিলেন,—ওলো প্রাণের কমলা! তুই আমায় যখন যাহা বলিস্, আমার মনের কথাই বলিয়া থাকিস্, সেইজন্য তোরে আমি বড় ভালবাসি, ভাই!—কিন্তু এখন, আর না। আবার যদি কখন হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিতে পারি, তখন তোর যাহা যতদূর ইচ্ছা বলিস্। এখন তোর কথাগুলি মিষ্ট লাগিয়াও লাগিতেছে না, কথা কাজে ফলিবে, তবে ত। নতুবা, ওসব কথা কেবল প্রাণের ব্যথা দেওয়া বইত নয়!—যাহা হোক, তুমি ভাই, কিছু মনে করিও না, সরল মনে অকপট ভাবে আমায় এখন বিদায় দেও। তোমার উপর আমার শেষ অনুরোধ এই, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন পর্য্যন্ত, তুমি কায়-মনোবাক্যে আমার জন্য সেই ভক্তি-মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী ভগবতীর নিকটে প্রত্যহ দুই বেলা প্রার্থনা করিও, যেন তোমার

এই দুর্ভাগা কামিনীর মন্ত্রসাধন সফল হয়। তাহা যদি, আমার পোড়া কপালে নাই হয়, কমলা। তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, এই শেষ কথা। একণে, তুমিও আহারাদি সারিয়া লওগে। আমিও যৎসামান্য, আহার করিয়া, একটু বিশ্রাম করিব মাত্র।

তদনন্তর, সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ি অল্পবিস্তর পান ভোজন করিলেন। সমস্ত দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া, উদর-দেশ ভারাক্রান্ত বোধ হওয়াতে, কামিনী কোমল শয্যোপরি স্বীয় সুকোমলাঙ্গ ধীরে ধীরে শায়িত করিলেন, তাঁহার হীরকা-ঙ্গুরি-শোভিত চম্পককলিকাঙ্গুলি-সংযুক্ত বাম হস্ত, বাম গণ্ডের নিম্নভাগ আশ্রয় করিল রক্তাভ নয়নকমল দুটী অচিরেই নিমীলিত হইয়া আসিল।

সোণামুখীও, কামিনীর নিদ্রাকর্ষণ দেখিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অর্দ্ধমুদিতনেত্রে, মন্দ মন্দ ব্যজন করিতে লাগিল। মন্ত্রণা-কারিণী যুক্তিদায়িনী সোণামনি নিয়ে, পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক উন্মুখী হইয়া, কি ভাবিতে লাগিল!—কেবল ভাবিতে লাগিল না, কখন বা হাত নাড়িতে লাগিল, কখন বা মুখ নাড়িতে লাগিল, কখন বা চক্ষুদ্বয় ঘুরাইতে লাগিল, কখনও বা করতালি দিয়া উঠিতে লাগিল! নিদ্রা তাহাকে ভুলিয়াছে, বিশ্রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

এইরূপ ভাবে, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল; ঘুট ঘুট করিয়া অন্ধকার দেব কোথায় চলিয়া গেলেন, আর ফুট্ ফুট করিয়া জ্যোৎস্না দেবী আকাশ-প্রান্তে দেখা দিলেন। অমনি, আকাশ-পাতাল-ভাবিনী সোণামনির চমক ভাঙ্গিল, সে

গাত্রোত্থান করিল, উন্মত্তার ন্যায় বারান্দার দিকে ছুটিল, এদিক ওদিক, চারিদিক চাহিল, নীচে নামিয়া গেল, গিয়া দেখিল, সিঁড়ি মই ঠিক্ খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া বুঝিল, মই সরিবেও না, পড়িবেও না। পরম উৎসাহে উৎফুল্লা হইয়া, সেই সিঁড়ি দিয়া একবার উঠিল ও নামিল, দেখিল ইহা কোন রকমে ভাঙ্গিবেও না। তৎপরে সুচতুরা সোণামনি দশদিক্ সুপ্রখরা দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিল, একবার অগ্র পশ্চাৎ, বাম দক্ষিণ পদসঞ্চালন করিয়া দেখিল, যদি কেহ কোন স্থানে কোন গতিকে অবস্থিতি করে; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না; আবার, ভ্রূযুগল সঙ্কুচিত ও সুতীক্ষ্ণ কর্ণযুগল পাতিয়া, উদ্‌গ্রীবা হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মানা রহিল, যদি কোন সজাগ মানুষের কণ্ঠধ্বনি কর্ণগোচর হয়, কিন্তু ঝিল্লীগণের একতান ব্যতীত আর কিছু শুনিতে পাইল না। এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তা হইয়া সোণামনি শ্রীমতী-সমীপে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপনীতা হইল। তদ্ভাব দর্শনে, কিঞ্চিৎ ভীতি সঞ্চারিতা হইয়া, উন্মুখী কামিনী কহিলেন, কি লা! কোন কিছু ভয় পাইলি নাকি?

সোণামনি। না না। সে সব কিছু নয়। আমি এক দৌড়ে আসিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছি।

কামিনী। সর্ব্ব রক্ষা! তবু ভাল। বুঝি আমি আর কিছু হইয়াছে! বলি কি—নীচে ত গিয়াছিলি; দরজা সব যেমন ছিল, তেমনই করিয়া বন্ধ করেছিস্ ত? কেহ কোন রকমে টের পায় নাই ত?

সোণামনি। না, না। সব ঘুমে অঘোর। নিদ্রাদেবীর

আশীর্ব্বাদে সব নিঝুম; টুঁ শব্দটী নাই; কাহারও সাড়া শব্দটী নাই; এই বেলা, বোন্, এই বেলা। আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না হয়।

কামিনী। আচ্ছা, কর্ত্তা, গিন্নীর খবর কি বলিতে পারিস্?

সোণামনি। আমি এই বাড়ী বেড়াইয়া, দেখিয়া, শুনিয়া জানিলাম, তাঁহারা সব ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদের ঘরে নিস্তব্ধতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমানা। তাঁহাদের জন্ম ভয় শঙ্কা কি? ভাবনাই বা কি? আহা, তাঁহারা সুখী মানুষ, অতি ভাল মানুষ; যেমন সুন্দর আকৃতি, তেমনই সরল প্রকৃতি। তাঁহারা কি এত রাত্রি জাগিয়া থাকেন, তাঁদের বয়সের ঘুম, প্রথম রাত্রি ভাগেই অধিক প্রবল থাকে, বরং শেষ রাত্রিভাগে নাম মাত্র, সে সময় অনেকটা সজাগ থাকেন। ইহাত তোমাদের—নব্য যুবক যুবতীর—নির্লজ্জ, বেহায়া ঘুম নয় যে, সমস্ত নিশি, বিশেষতঃ অর্দ্ধনিশি গল্প করিয়াই পরস্পর চাহিয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিলে, ঘুম আর আসিতে চায় না।

কামিনী। নে, নে, তোর ঐ সব কথা। তোর ও সব শুনিলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। আমার আবার কবে দম্পতীভাবে হাসিয়া খেলিয়া, প্রেমালাপনে নিশি কাটিল? আমার যা নিশি কাটিতেছে, তাত এই একলাটি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সে ভাগ্য কি হয়েছে? তাহা হইলে, এমন করিয়া মরিব কেন? তোর এখন বাজে কথা রাখ্; কাজের কথা বল্। বল্ দেখি, শুনি, মই ঠিক্ হয়েছেত?—তুই একবারটী উঠিয়া নামিয়া দেখেছিস্ ত?—

সোণামনি। সে সব আর তোমায় বলিয়া কষ্ট পাইতে

হইবে না। আমায় কিছু বলিতে হইবেনা। তুমি এখন বাহির হও; বাহির হইলেই, গঙ্গার বক্ষে তোমার সকল জ্বালাই নিবিবে, অন্তরে শান্তি পাইবে, মনের ভ্রান্তি যাইবে। এখন একেলা আছ, তখন দোক্‌লা হইবে; এখন কাঁদিয়া নিশি কাটাইতেছ, তখন হাসিয়া নিশি কাটাইবে। সে সকলের যোগাড় আমি ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এক ভাবনা ভাবিয়াই অস্থির, আমি শত ভাবনায়ও স্থির আছি। তুমি প্রেমের নয়নসুখকরী সুদীপ্তি দেখিয়া, অন্ততঃ, ভাবিয়া, তাহাতে একবারে ঝম্ফ প্রদান করিতে যাইতেছ, বারেক ভাবিতেছও না, পুড়িবে কি মরিবে? তুমি এখন জ্ঞানহারা! কিন্তু, বোন্, আমার ওরূপ হইলে চলিবে কেন? আমায় দেখিতে হইবে, সাবধান সতর্ক থাকিতে হইবে, তুমি না পোড়, না মর, নিরাপদে স্বকার্য্য সাধন করিতে পার, এইরূপ তোমার সম্বন্ধে নিরন্তর নানা ভাবনা লইয়া আছি। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই; আমার একদণ্ড আরাম নাই, চিন্তা-কল্পনার বিরাম নাই; কেবল তোমাদের দুইজনের কিসে কেমনে মিল হইবে, দিনরাত্র আমার এই কামনা, এই দুর্ভাবনা। আমি আজ কাল আমার ইষ্টদেবতা স্মরণ দিনান্তে ও একবার, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি, অধিক আর কি বলিব! তুমি তোমার হাত ছাড়া মাণিক পাইবে, আমি তাহা দেখিয়া, সুখিনী হইব; আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব—তখন চরিতার্থ হইব। যাক্, এখন সে সেব কথা। এখন পুরুষসাজে সজ্জিতা হও; সোণামুখী তোমায় সাজাইয়া দিক্। সোণামুখী খুব পুরুষ সাজিতে পারে। আমাকে তোমার

গহনা পত্র, টাকাকড়ি যা কিছু আছে, সব দেও, লইয়া একটা পুটলি করি। বিদেশে যাওয়া, বিশেষতঃ আমরা সকলেই মেয়ে মানুষ; কখন্ কোন বিপদাপদে বা প্রয়োজনে পড়িতে হয়, ত বলা যায় না; তোমার যাহা যেখানে আছে, সমস্ত জড় কর; দুই দশটাকা বরং বেশী হাতে থাকা ভাল। আমি এদিকে সব গোছাই, তুমি সাজ পোষাকটা কর। সোণামুখী বেশ করিয়া পুরুষ-বেশ করিয়া দিবে এখন।

সোণামুখী। আয়, ভাই, রুক্মিনী! আয়। পুরুষ সাজাইয়া দিই। এমন ভাবে সাজাইয়া দিব যে কাহার ও বাবার সাধ্য হইবেনা, তোকে নারী বলিয়া বুঝিতে পারিবে, বা সন্দেহও করিতে পারিবে। আমি নিজে যে অনেক রকম বহুরূপী সাজিতে পারি, সুতরাং সাজাইতেও পারি।—এখন তোমার বিম্বাধরের নলকটী খুলিয়া ফেল, আমি তোমার কপালে মদনমোহনের টিপটী তুলিয়া দিই। তোমার এই চুমকী বসান রেসমী কাঁচলি খুলিয়া দেও, আমি এই পুরুষের পোষাকটা পরাইয়া দিই। তোমার মুনি-মনোহর নিতম্ব বেষ্টিত স্বর্ণ-মেখলা গাছটী নামাইয়া দেও, আমি এই কোমর বন্ধটী আঁটিয়া দিই। এখন পেছুন ফের, তোমার ফনিনী বিনিন্দিত বেণী বন্ধন খুলিয়া দিয়া, মাথার চরিদিকে পাতাইয়া দিই, তদুপরি এর কাশ্মিরি উষ্ণীষ ধারণ কর; কর্ণের সব আভরণ খুলিয়া দিই, কেবল মাত্র দুই কর্ণে দুইটি দুল দোদুল্যমান থাকুক। হাতেরও সমস্ত অলঙ্কার নামাইয়া দিই, কেবল শ আঙ্গুলে দশটী হীরকাঙ্গুরি থাকুক। আর সোহাগাছটীও বেশ আঁ[illegible] আছে, থাকুক; উহা নামাইতে বা খুলিতে নাই;

শুদ্ধ ও গাছটী কেহ দেখিতে বা বুঝিতে পারিবেনা। মল চারিগাছা খুলিয়া দিই; পায়ে আলতার ঘোর লাল দাগ, উহা থাকুক, উহা ত সেখানে আবার আবশ্যক হইবে; উহার উপরে এই পা-ঢাকা মোজা পরাইয়া দিই।--এখন, কামিনী সুন্দরী! কেমন হইল জ্যোৎস্নার আলোয় গিয়া আপনার রূপ আপনি দেখ দেখি; আর সোণামনিকেও দেখাও দেখি; কোথায় কি দোষ হইল?

সোণামনি। বেশ! বেশ! ঠিক্ যেন ময়ুর-ছাড়া সোণার কার্ত্তিকটি দেখাইতেছে। এখন, আর না, অনেক ক্ষণ দুপুর হইয়া গিয়াছে; ঐ গহনাগুলি দেও, আমি এই পুঁটলির মধ্যে লই; দুটা তিনটা পোটলা পুঁটলিতে আবশ্যক নাই, কোথায় কি ভুল হইয়া যাইতে পারে; তবে দিন খরচের টাকা আমার এই তলপেটের কাপড়ের আঁচল মধ্যে বাধিয়া রাখি, আর আর সমস্ত টাকা ও গহনা, এই একটা পুঁটলির মধ্যেই থাকিল। আমি এই বেশেই এখন চলি, নতুবা নিজে বলা কওয়া আছে, মাঝি আবার চিনিতে পারিবে না; সোণামনি পুরুষ-বেশ ধরুক, আর বিলম্ব না হয়; মাঝি এতক্ষণে ঘাটে ঠিক হইয়া বসিয়া আছে, আমাদের জন্য উৎকুণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে; দেরি দেখিয়া পাছে আমাদের সন্ধানে এই দিকে আসে, একটা গোলযোগ করিয়া তুলে—আমার এই ভাবনা। আমি ততক্ষণ মইয়ের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, তোমরা দুজনে এস; "দুর্গা—দুর্গা" বলিয়া শুভযাত্রা করিও।—তরবারি তিনখানা যেন ভুলিও না; তোমরা দুইখানা দুইজনে দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুলাইবে. আর আমার খানা সোণামুখী যেন হাতে করিয়া লইয়া আসে।

কামিনী। তবে, তুই ওখানে দাঁড়াগে যা। সোণামুখি! ভাই, তোর যা হয়েছে, তা হয়েছে; আবার নৌকায় গিয়া ভাল করিয়া সাজসজ্জা করিস্। এখন এই পর্য্যন্ত থাক; যত দেরি হইতেছে, আমার বুকের মধ্যে তত যেন গুড়্ গুড়্ করিয়া উঠিতেছে! যখন এখান হইতে নৌকা ছাড়িব, তখন নির্ভাবনা হইব, বুকে সাহস হইবে, মুখে নির্ভয়ে কথা বাহির হইবে। নতুবা, এখন পদে পদে বিঘ্ন শঙ্কা।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ, এসব ত কম দুঃসাহসিকতা নয়! কেবল, সোণামনির সাহসের উপর নির্ভর, আর সেই দীনভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী ভগবতীর স্বপ্নাদেশের উপর ভরসা করিয়াই এরূপ অসামান্য কার্য্যে ব্রতী হইলাম, আর এ এবম্ভূত পতি-বিচ্ছেদ প্রাণ বিয়োগ অপেক্ষাও দুঃসহ জ্ঞান করিয়া এরূপ নানাবিপদ সঙ্কুল উদ্যোগে পা দিলাম। আমার এ ছার প্রাণে আর মায়া মমতা নাই, সুতরাং কোন বিঘ্ন-শঙ্কটেও ভ্রূক্ষেপ নাই। মৃত্যুকাল সন্নিকট হইলে, জীবের যেমন সমস্ত অসার সংসার-মায়া অগত্যা এককালে সঙ্কোচ হইয়া আইসে, এবং তাহার মন, প্রাণ ও আত্মা সে অনন্যগতি পরমাত্মায় লীন হইবার জন্য লক্ষ্য করিয়া থাকে, আমারও আজ সেরূপ হইয়াছে, জানিবে। আমারও মনোবাঞ্ছা পূরণাভাবে মৃত্যু সন্নিকট; সুতরাং আমার সারাৎসার জ্ঞান, ঐহিক সুখের আধার, মনের মন, প্রাণের প্রাণ নারীর পরম পদার্থ অনন্যগতি পতিসঙ্গে মিসিবার জন্য এত ব্যগ্র ব্যাকুলিত হইয়াছি তাই, আজ পিতা-মাতার মায়া, শ্বশুর শাশুড়ী ও আত্ম বন্ধুজনের মায়া ত্যাগ করিয়া, পরিণাম না ভাবিয়া নারীর ভূষণ মান

সম্ভ্রম লজ্জা সম্ভ্রমের মাথা খাইয়া, আজ কোথায় চলিয়েছি দেখ, একবার ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে, মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, বুক কাঁপিয়া উঠে!—কিন্তু করি কি? উপায়ান্তর ইহা ভিন্ন ত আর দেখি না।

সোণামুখী।—আর কেন? যে কোন কথা, মনের ব্যথা নৌকায় গিয়া কহিলে হইবে না? তুমি নিজেই বলিতেছ, দেরি দেরি, আবার নিজেই এই রকমে দেরি করিয়া ফেলিতেছ। এখন, "দুর্গা! দুর্গা" বলিয়া চল; আমি তোমার পেছুনে যাই; তুমি আগে ঘর হইতে বাহির হও, আমি, যেমন ছিল, ঠিক্ সেইমত তালা লাগাই; কমলাকে আর ডাকিয়া কাজ নাই; আমরা সব চলিয়া গিয়াছি, মনে করিয়া, সুনিশ্চিন্ত হইয়া সে বোধ হয়, একটু ঘুমাইতেছে; আর তাহাকে জাগাইয়া জানাইবার দরকার নাই; সে যেখানে যে ভাবে আছে, সেইখানে সেইভাবেই থাকুক। যা যা বলিবার, তা ত তাকে সমস্ত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কি? এখন বাহির হও,—"দুর্গা—দুর্গা।

পত্ন্যাসঙ্গলিপ্সু কামিনী-সুন্দরী অগ্রে বহির্গতা হইয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সোণামনির উদ্দেশে চলিলেন; সোণামুখী পূর্ব্ববৎ ঘররুদ্ধ করিয়া, স্খলিতপদে কামিনীর পদানুসরণ করিলেন। তিন জনে ক্রমশঃ বারান্দার প্রান্তভাগে, যেখানে মই লাগান ছিল, সেইখানে মিলিতা হইলেন।

সোণামনি। এত দেরি কেন লা? আমি কখন আসিয়া বসিয়া আছি।—এখন তোরা দাঁড়া, আমি আগে নামি; তারপর কামিনী দিদি নামুক, সব পেছুনে সোণামুখী থাকুক। সিঁড়ীর দুই ধারে হাত দিয়া, তোরা সব নাম; যেন কেহ পড়িয়া

যাস্ না। আমি সব নীচে রহিলাম, তুই এক ধাপের উপর হইতে, হাত ধরিয়া নামাইয়া লইব, এখন; কিছু ভয় নাই; এ বেশ মজবুত সিঁড়ি; এই দেখ্না, নড়েনা চড়েনা; এ কেমন আবার হালকা।

কামিনীর ত কখন অভ্যাস নাই; তিনি নামিতে নামিতে কাঁপিতে লাগিলেন; প্রবাসী পতির সঙ্গলাভ জন্য সতীর যে কত কষ্ট, তাহা এখনই টের পাইলেন। অবশেষে ধীরে সুস্থিরে নামিয়া পড়িলেন; সোণামুখীও অধোমুখী হইয়া নামিতে কিছু কষ্ট অনুভব করিল।

পরে, তিন শক্তি একস্থানে হইল; যে যেমন নারী হউক মনে করিলে সবই করিতে পারে; দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করিতে পারে, আবার সুসাধ্যকেও দুঃসাধ্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারে; উচ্চকে নীচ করিতে পারে, আবার নীচকেও উচ্চ করিতে পারে; কাহাকেও স্বর্গ হইতে নরকে আনিতে পারে, আবার নরক হইতে স্বর্গেও তুলিতে পারে। তাই, আজ তিন শক্তি একত্র হইয়া, মহাবল ধারণ পূর্ব্বক, তত বড় কাষ্ঠময় সিঁড়িখানাকে নামাইয়া পুষ্করিণীর দিকে লইয়া গেল, কামিনীকে আর জলে নামিতে হইলনা; অবশিষ্ট দুইজনে একটা অঘাটে গিয়া, সে খানাকে ডুবাইয়া রাখিল; পাছে কোন গতিকে মই ভাসিয়া উঠে বলিয়া, দুইদিকে দুই খানা পাথর চাপাইয়া দিল; এবং একটা কাঠি পুঁতিয়া, সেইস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিল।

পরে সোণামনি আপনাকে পুরোবর্ত্তিনী, কামিনীকে মধ্যবর্ত্তিনী, ও সোণামুখীকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রাখিয়া, কৌমুদী-

প্রতিবিম্বিত, মৃদু মৃদু হিল্লোলযুক্ত কালজলে যেন দশনপংক্তি-বিকাশিত পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুমুদ-রাজি-শোভিত পুষ্করিণীর পশ্চিম ধার ঘুরিয়া উত্তরদিক প্রদক্ষিণ করিয়া, বাগানের পূর্ব্ব ফটক দিয়া বহির্গত হইলেন। তথাকার ঝাউগাছগুলি, নিশীথ-সমীরণে সাঁ সাঁ শব্দ করিতেছে; তাহারাও সেই স্নিগ্ধ সমীরণ গাত্রে লাগাইয়া, চিন্তায় দহ্যমান শরীর কতক শীতল করিতে করিতে সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে, যেন নিশ্বাস-রোধ করিয়া চলিয়াছে! পশ্চাতে দৃষ্টি নাই, বামে দক্ষিণে কোনদিকেই কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত নাই, কেবল সম্মুখভাগে, নদীতে যাইবার পথের দিকে শ্রবণ নয়ন সংলগ্ন করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে চলিয়াছে। পথচলা, বিশেষতঃ, এরূপভাবে পথচলা, কামিনীর ইহজন্মে কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই; সুতরাং, মনে হাজার উৎসাহ, বল থাকিলেও, অনভ্যাসের ফল যাইবে কোথায়?—কামিনী-সুন্দরী মধ্যে মধ্যে পদস্খলিতা হইতে লাগিলেন; তাঁহার দুগ্ধালক্ত চিহ্নিত কমলবিনিন্দিত পদযুগলে কত আঘাত লাগিল! নখর প্রান্তে এক একটু রক্ত দেখা দিল। কীর্ত্তিচন্দ্রের বাটী হইতে নদী নিতান্ত কম দূর নহে; তাহাতে আবার অপক্ক বয়স্কা, স্বভাবতঃ ভীরু স্বভাবা অবলার প্রাণে ভীতি সঞ্চার হেতু দূরত্ব আরও অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; এত পথ, এত দ্রুতবেগে চলেন, তবুও পথ শেষ হয় না, কাতরা হইয়া সোণামনিকে সম্বোধিয়া কামিনী কহিলেন—ভাই সোণামনি! আর কতদূর?

সোণামনি। চুপ! চুপ, কামিনী! পথে কথা কয় না; এতদূর আসিলে, আর একটুর জন্যে কাতরতা কেন?—

বোন্। কথায় বলে, "কষ্ট বিনে কৃষ্ণ মিলেনা"।—এখন চুপ করিয়া এস।

কখন সদর রাস্তা, কখন বনের ধার, কখন সরল, কখন বক্র পথ ধরিয়া, তিনজনে অতি নিস্তব্ধে ও নিঃশব্দে সাবধানে ও সতর্কে, পরিশেষে নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক, সোণামনি—"বাঁশি, বাঁশি!" বলিয়া ডাক দিল, বাঁশী ত্রিশখান দাঁড়, ত্রিশজন দাঁড়ী লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে—ইহাঁরা কখন আসিবেন, কখন আসিবেন করিয়া উন্মুখ হইয়া কর্ণদ্বয় পাতিয়া আছে,—উপরি উপরি দুইবার ডাক শুনিয়া ও গলারস্বর বুঝিয়া "এই দিকে গো এইদিকে" বলিয়া উত্তর দিল।

সোণামনি, নানা দেশ দর্শন, নানা দেশ ভ্রমণের নূতন উৎসাহ ও নূতন আহ্লাদে পুলকিতা হইয়া, সর্ব্বাগ্রে কামিনীর অলক্ত রঞ্জিত পদ দুখানি ধুইয়া ও মুছিয়া দিয়া, তাঁহাকে, তুলিয়া দিলেন পশ্চাৎ নিজে ও সোণামুখী—"শ্রীদুর্গা" বলিয়া নৌকারোহণ করিল। আরোহণ করিয়াই নৌকা খুলিতে মাঝিকে আদেশ দিল। মাঝি নৌকা খুলিল।—কামিনী, উত্তরমুখী হইয়া, কৈলাসবাসিনী, হিমালয় কন্যাকে, করযোড়ে ঊর্দ্ধনয়নে তিনবার নমস্কার করিলেন। নৌকার বহির্ভাগে বসিয়া আছেন, চারিদিকে কত কি দেখিতেছেন! নদীর কল্লোল শুনিতেছেন, হিল্লোলে গা ঠাণ্ডা করিতেছেন, এক একবার ঊর্দ্ধে স্থির চাঁদ দেখিতেছেন, আবার নিম্নে জলমধ্যে কম্পিত চাঁদ নিরীক্ষণ করিতেছেন! যাহাই করুন না কেন, নৌকায় উঠিয়া অবধি তিনি মেদিনীপুরের দিকেই মুখ ফিরাইয়া আছেন, আর মধ্যে

মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ; ক্রমে ক্রমে নয়ন প্রান্তে অশ্রু-রেখা দেখা দিল। জ্যোৎস্না-প্রতিভাত এই অশ্রুরেখা লক্ষ্য করিয়া, সোণামুখী সোণামণিকে কহিল, একি! একি!—কামিনী-মণির আবার চক্ষে জল কেন?—এই দেখ্, সোণামনি! কামিনী যেন কেমন কেমন আরও বিমনা হইয়া উঠিয়াছে! আমি বরাবর দেখ্ছি, সেই একদিকে, পশ্চিম দিকেই মুখ করিয়া একভাবে বসিয়া আছে, কেবল একবার মাত্র, উঠিয়াই, পূর্ব্বমুখী হইয়াছিল।—একি রকম, বোন্?

সোণামণি।—জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ্না, নূতন আবার কি হইল?

সোণামুখী।—কামিনি! ও কামিনি! আবার তোমার কি হইল, ভাই!

কামিনী। আমার আবার হইবে কি? যা হইবার তাহাত হইয়াই গিয়াছে। উহার অপেক্ষা গুরুতর মর্ম্মান্তিক আর কি হইতে পারে?

সোণামুখী। না; ঐ চক্ষে আবার জল দেখ্ছি! বাড়ী-মুখ করিয়া সেই অবধি বসিয়া আছ! আগের মত আর উৎসাহ উল্লাস দেখিতে পাইতেছি না!—কেন?—কেন? বলনা, বোন্? তোমাকে ও রকম দেখিলে, আমাদের মন কেমন, হাঁচড় পাঁচড় করে! তোমাকে লইয়াই ত আমরা ভাসিয়াছি! তোমার জন্যই আমাদের এত আকিঞ্চন, এত চেষ্টা, এত কষ্ট; তোমার মুখপানে চাহিয়াই, আমরা জীবন ধারণ করিতেছি; সেই মুখখানি কখনও মলিন ও শুষ্ক দেখিলে, আমাদের মন-প্রাণ কেমন হয়, বল দেখি?

কামিনী। আর বার বার কত কি তোমাদিগকে বলিব। আমি দেখিতেছি, তোমরা এ দুর্ভাগিনীর জন্য আশাতীত কষ্ট লইতেছ। আমার কোন ব্যতিক্রম বা উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতীকারের চেষ্টা পাইতেছ, যত্ন করিতেছ। এখন, আমার যে ভাব, দেখিতেছ, এভাবের প্রতিবিধান তোমরা কিরূপে করিবে?

সোণামণি।—তবু, কি ভাব, বলইনা কেন? যদি কোন চেষ্টাচরিত্র থাকে।

কামিনী।—আমার মনের এ অভূতপূর্ব্ব ভাব, এতদিন ত এরকম এক দিনও হয় নাই। আজ কেন অকস্মাৎ এভাব হইল।

সোণা?—আজ, এই নৌকায় উঠিয়া, ক্ষণেক পরে, মন কেমন হঠাৎ আতঙ্কিতে বিকল হইল; বাপের বাড়ী মনে পড়িল—বাপ মাকে মনে পড়িল; তাঁদের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অন্তরের ভিতর হু হু করিয়া উঠিল!—মনে হইতেছে, কোথায় যাইতেছি—কোন্ দেশে কাহার জন্য ভাসিয়া যাইতেছি! হয়ত, ইহজন্মের মত যাইতেছি, আর বাপ মার সঙ্গে দেখা হইবেনা, আর খেলার সাথীদের সঙ্গে প্রাণের কথা হইবেনা, সব বুঝি এই সঙ্গে গেল!—সোণারে (সোণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া!) আমি বই, মা-বাপের আর যে সন্তান নাই; কাহাকে লইয়া তাঁহারা ভুলিবেন! কাহার "মা" বাক্য শুনিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন?—আর কাহাকে খাওয়াইয়া, কাহাকে পরাইয়া তাঁহারা সুখী হইবেন?—আমা বিনা, কাহার লইয়া তাঁহারা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক

দুঃখ ভুলিবেন? তাঁহাদের কোন মনোবেদনা উপস্থিত হইলে, আর কে তাহার সান্ত্বনা করিবে? তাঁহারা যে আমার মুখ দেখিলে, সব ভুলিয়া যায়; আমার মুখ দেখিতে পাইলে, বোধ হয়, তাঁহারা যে স্বর্গসুখও তুচ্ছ জ্ঞান করেন!—সোণাদিদি রে! আমার কি এই ধর্ম্ম হইল? তাঁদের কিছু না বলিয়া কহিয়া, তাঁদের মুখপানে না চাহিয়া, "স্বামী—স্বামী" করিয়া বাহির হইলাম। বাহির হইলাম, কোথায় বাহির হইলাম, তাহার নিরাকরণ নাই, তাঁহার সীমা নাই। আবার ফিরিতে পাইব কি না, তাহার নিশ্চয় নাই। এ কি করিলাম, সোণামুখি; একাজ কি আমার ভাল হইল। একর্ম্ম কি একামাত্র সন্তানের ধর্ম্ম-সম্মত হইল? যদিই, তাঁহারা কোন রকমে টের পান, জানিতে পারেন যে, আমি এইরূপে নিরুদ্দেশ হইয়াছি, তাহা হইলে, তাঁহারা কি প্রাণে বাঁচিবেন?—আমি মরিয়াছি কি বাঁচিয়া আছি, তা তাঁহারা ত জানেন না,—আমি কোথায় গিয়াছি, এইমাত্র শুনিলে বা বুঝিলে, তাঁহারা তখনই ঘুরিয়া পড়িয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন—আ হা-হা! অসময়ে জীবন হারাইবেন, আমার সঙ্গে, তাহা হইলে আর দেখা হইবেনা; তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইবেন না, আমিও তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইবনা। হায়! বহুব্রত-কৃচ্ছ্রে, ভগবতীর উপাসনায় আমায় পাইয়া, তাঁদের কি শেষে এই পরিণাম দাঁড়াইল—সোণা?—আমি এমন কাজ, বাপ-মায়ের প্রাণে বাজ-হানা কাজ কেন করিলাম; কেন এ দুর্ম্মতি হইল?—পাঁচ জনে শুনিতে পাইলেই বা কি মনে করিবে! আমায় কত নির্লজ্জ, বেহায়া বলিবে! এই বয়সে, এমন কাঁচা বয়সে, বিবাহের পর দুদিন

যাইতে না যাইতেই, স্বামীর জন্ত পাগল বলিয়া আমারে কত মত বিক্কার দিবে, ঘৃণা করিবে—কত অশ্রদ্ধা করিবে। যদিই ফিরি, বয়স্থারা, ইহা জানিতে পারিয়া, কত পরিহাস উপহাস করিবে!—সম্পর্কীয় ননদিনীরা কত রকম গঞ্জনা দিবে!—আরও দেখ সোণা, বয়সের দোষে যাহাই করিয়া ফেলিনা কেন, যৌবনের টানে, প্রাণে যাহারই প্রতি মায়া করিনা কেন, বাপের বাড়ীর মায়া ভুলিবার নয়।—সেই বাপ-মার জন্য, সেই বাল্যকালের আত্মবন্ধুদের জন্ত মন কেমন করে! বোধ হয় স্বর্গে গেলেও তাঁদের সহিত দেখা করিতে, তাঁদের মুখখানি একবার দেখিতে, ইচ্ছা হয়, মন-প্রাণ ব্যাকুলিত হয়!—তাই, এখন হইয়াছে। ইহার আর প্রতিকার কি বল?—তবে আপনার মনকে আপনি যদি প্রবোধ দিতে পারি, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, আবার তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব, এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে মনকে যদি ঠাণ্ডা করিতে পারি, তবেই ভাল, নতুবা, অন্তের হাত নাই।

সোণামুখী।—বোন্! ছি বোন্! এখন কি আর মন খারাপ করিতে আছে? মা-বাপের জন্ত মন কেমন, ও সকল মেয়ে মানুষেরই হইয়া থাকে; তাহা বলিয়া কি, সারের সার স্বামীর মায়া কি ত্যাগ করিতে হইবে! আগে স্বামী, তাহার পর অন্ত অন্ত সম্পর্ক; স্বামীকে বাঁচাইয়া, অন্তের মুখপানে চাহিতে হয়। স্বামি-সোহাগই সোহাগ; স্বামীর আদরেই অন্তের আদর; আজ যদি স্বামী তোমায় ত্যাগ করে, তোমায় দেখিতে না পারে, তাহাহইলে, বেশ জানিবে, সকলেই তোমার মায়া ত্যাগ করিবে, কেহই তোমায় আর দেখিতে পারিবেনা—তা, যাই বল,

আর বাপই বল। এখনই তুমি যদি স্বামীর মায়া, বা তাহার আশা-ভরসা ছাড়িয়া, বাপের বাড়ী গিয়া বাস কর, দুদিন থাক, তাহা হইলেই, বুঝিতে পারিবে, তাহারা আর তেমন চক্ষে তোমায় দেখিবেন না; দুটী খাইতে দিতে হয়, তাহাই দিবেন; ব্যারাম হইলে, আর তেমন আন্তরিক ভাবে, প্রাণউৎসর্গ করিয়া আর দেখাইবেন না, দেখিবেনও নাই; তোমার জীবনকে আর পূর্ব্বেকার মত মূল্যবান জ্ঞান করিবেন না; তবে যাহা কিছু করিবেন, সেটামাত্র কেবল ধর্ম্মের খাতিরে; নতুবা, অন্তরে তাদের ঔদাস্যের ভাব থাকে; থাকিবারই ত কথা; জামাই বিনা মেয়ে, তাঁদের কেবল গলগ্রহ মাত্র বইত নয়; তাহাতে তাঁদের মনে তিলার্দ্ধও সুখ থাকে না; তবে, আত্মজাত আত্ম-পালিত জীবটাকে তাঁহারা সহসা নষ্ট করিতে পারেননা; কিন্তু, নষ্ট হওয়ারই চক্ষে দেখেন। জামাতৃ-বিরহিত কন্যাকে লইয়া, পিতা মাতার সদাই শঙ্কা, সদই কষ্ট! সেরূপ কন্যার মুখ মলিন দেখিয়া, তাঁহাদের জীবনধারণও নিতান্ত কষ্টকর, অথচ ধর্ম্মভয়ে বা লোকলজ্জা ভয়ে আর একটা জামাই ও জুটাইয়া আনিয়া, দিতে পারেননা। ক্ষেত্রের আদর, ক্ষেত্রের শোভা শস্যে, আর কন্যার আদর, কন্যার শোভা জামাতায়, তাই বলি, কামিনী, আগে পতিসঙ্গ লাভ কর, পতির আদরিণী হও, সকল দিকই বজায় থাকিবে। নতুবা, সবই মিথ্যা। আগে, যাঁহার জন্য এত কাণ্ড, যাঁহার জন্য বাহির হইলাম, যাঁহার জন্য এই জলে ভাসিতে ভাসিতে কোন বিদেশে চলিয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ করি এস, তার পর অনতি-বিলম্বেই, ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাদের শ্রীচরণকমল দর্শন করিব,

তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিব; তাঁহাদের আন্তরিক প্রিয়-পাত্র হইবে :

সোণামনি! কামিনী! তুই ক্ষেপেছিস্ না কি?—আমি কি তেমনই সোণামনি, যে, আমার এই কাজ ব্যক্ত হইয়া পড়িবে!—ইহা কাকে কোকিলেও জানিতে পারিবেনা। আমরা ঠিক্ সময়ে আসিয়া আবার উপস্থিত হইব; আবার সেই মই উঠাইয়া তদ্দ্বারায়, যেথানে ছিলাম, সেই খানেই গিয়া উঠিব। ভাবনা কি?—কিছুই ভয় নাই—কামিনী! আমি কি এতই কাঁচা! নৌকা যেরূপ চলিতেছে, আমরা আর দুই তিনদিনের মধ্যেই বোধ হয়, শ্রীমান্ কুমারের নাগাইল গিয়া ধরিব; তারপর, আমাদের আশা মিটাইয়া, এইরূপ শীঘ্রই ফিরিব। কমলাকে ত বলিয়াই আসিয়াছি. তোমাকে দুইবেলা যেমন আহারাদির যোগাড় করিয়া দেওয়া হইত, সে ঠিক্ সেইমতই করিবে; আর, কাহাকেও সে তোমার ঘরের দিকে আসিতে বা চাহিতে দিবেনা; ছলাকলা দ্বারা সকলকেই ভাসাইয়া দিবে; একেতেই রক্ষা নাই, আমরা তিন তিনজন যাহার সহায়, তাহার কি কিছু ভয় ও ভাবনা আছে।—হাঁলা? এমনই যদি হয়, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে টের পায়, বা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে এই তোমার সোণামনির বুদ্ধি কৌশলের দ্বারা. এমন বুঝাইয়া দিব যে, সে, অবশেষে আপনাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবে! সে সব, এর পর যাহা হয় হইবে; তোমার এখন কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন, এস, এই আমার কোলে মাথা দেও, সোণামুখীর কোলে পা তুলিয়া দেও,—একটু ঘুমাও! শরীরের গ্লানি দূর হউক।

তৎপরে, পরিচারিকাদ্বয়ের মিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া, প্রিয়জনবিয়োগবিধুরা, পথভ্রান্তি কাতরা শ্রীমতীকামিনী সুন্দরী, নয়নকমলদ্বয়ের শিশিরবিন্দুবৎ, বিসর্জ্জিত অশ্রুবিন্দু মোচন করিতে করিতে সোণামুখীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিতে উদ্যতা হইলেন, ইত্যবসরে সোণামুখী কহিয়া উঠিলেন,—এখানে নয়, বোন্! এক্কাকার নয়। এস আমারা নৌকায় ঐ অভ্যন্তরের মধ্যে যাই। গঙ্গার শীতল বাতাস লাগিলে তোমার অসুখ হইতে পারে।

সোণামনি।—সেই ভাল।

কামিনী।—তবে চল; কিন্তু এখানে বেশ গা শীতল হইতেছিল।

সোণামনি।—এ কৃত্রিম শীতলে ভাই, কি হইবে? আর কতক্ষণই বা শীতল থাকিবে?—জানিবে, মন শীতল না হইলে, কিছুই শীতল হইবেনা। আগে, মন শীতল করিয়া দিই, কেমন? কামিনী।

কামিনীর ওষ্ঠাধর প্রান্তে, শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় হাসির রেখা দেখা দিল। মনোমত পরিচারিকাদ্বয় লইয়া, নৌ-অভ্যন্তরে গেলেন. গিয়া, শুইয়া পড়িলেন।

সোণামনির ক্রোড়ে মস্তক রাখিলেন এবং সোণামুখীর অঙ্কোপরি পাদদ্বয় প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সোণামুখীর মাথা টেপায় সোণামুখীর পা টেপায় কামিনীর ঘুম আসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিশখানা দাঁড় ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পড়িতেছে; নৌকা অমনি সাঁ সাঁ শব্দে চলিতেছে, যেন উড়িয়া যাইতেছে। এক নিমিষে কতদূর গিয়া পড়িতেছে!—এখন গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে; দুইপার্শ্বে কত গ্রাম, কত পল্লী, কত নগর, কত উপনগর, অতিক্রম করিয়া, তরী তীরের বেগে ছুটিয়াছে।—এদিকে ভোর হইয়া আসিল; রাত্রি অবসান প্রায় হইল, চন্দ্রদেব বিবর্ণ হইয়া পড়িল; দয়াল পক্ষিগণ "পিচ্চো" করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সুবিশ্বস্তা, কর্ত্তব্যতৎপরা, চতুরা পরিচারিকাদ্বয়ের চক্ষে নিদ্রা নাই; তাহারা নিদ্রাবেশে চেতন হারা, আহ্লাদের হৃদয়ের ধন কামিনীর সেবায় একান্ত মনোনিবিষ্টা; যাহাতে কামিনীর গাঢ় নিদ্রা হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টায় রতা।—সোণামনি ধীরে ধীরে স্বকীয় করপল্লব কামিনীর মস্তকে সঞ্চালন করিতেছে, আর সতৃষ্ণ নয়নে, অবনতবদনে মধ্যে মধ্যে কামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে; সোণামুখী

শশী সন্নিভ কোমল সুখস্পর্শ পদযুগল সযত্নে অঙ্কে লইয়া, মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিতেছে; মর্দ্দন করিতেছে, আর কামিনীর আপাদ মস্তক অবলোকন করিতেছে; এতক্ষণ এক দৃষ্টে অবলোকন করিয়াও, তাহার তৃষ্ণা-পিপাসা কিছুতেই মিটিতেছেনা! সোণামণির ত ক্ষণেই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে; সে একবার কামিনীর মুখ দেখিতেছে, আরবার চাঁদের দিকে চাহিতেছে; অবশেষে, সোণামুখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—দেখ্ দেখ্, ভাই! আমাদের কামিনী নিখুঁত সুন্দরী! আমি ত অনেক স্থানে, সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু এ রকম কখনও দেখি নাই; শালা কি বোকা, যেন একবারে খোকা! নহিলে, এমন স্ত্রীরত্ন যত্ন করিতে জানিল না; পণই কি তাহার বেশী হইল! সে কি ইহার প্রাণভরা, মনোহরা মুখখানি দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলনা?—জানিস্, সোণা! বুঝি, বানরের হাতে মুক্তা-মালা হইল! যাহাকে দেখিলে, পরম শত্রুর ও শত্রুতা ভাব বিদূরিত হয়, তাহাকে দেখিলে, সে কুমারের মন বিচলিতও হয় না, প্রাণ-সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেনা! সে কি, ভাই! সেটা মানুষ না গোরু?

সোণামুখী। যাহাই, বল, বোন্!—তার বিলক্ষণ আত্ম-গরিমা আছে; সে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা, নিজেরই প্রাণ যাক্, আর কামিনীরই প্রাণ যাক্, রাখিবেই রাখিবে। এ কোন্ জেদ?—এরকম কি সংসারে চলে?—কতপণ, কত প্রতিজ্ঞা, কত দিব্য, কত শপথ মানুষের প্রত্যহই হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি তাহা কাজে পরিণত হয়, না, অনেক সময়ে অনেকে তাহা রক্ষা করিতে পারগ হয়? বিশেষতঃ, স্ত্রীর স্বামীর

উপর, কোন জেদ কি থাকে, না থাকিবার কথা? পুরুষেই কি আর, মেয়েই কি, এ রকম জেদবাদ হইলে, কেহই সুখী হইতে পারেনা; উভয়েরই যার পর নাই কষ্ট, অহর্নিশি মনোবেদনা; তবে, যে কষ্টও বেদনা লয় না বা গ্রাহ্য করে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র

সোণামণি। তুই ঠিক্, বলেছিস্. সে আত্মগরিমায় সদাই থাকে। আপন মদেই অনুক্ষণ মত্ত, অন্যের সুখ দুঃখ তত বুঝেনা, বুঝিতে চেষ্টাও করেনা।

সোণামুখী। কেন, বোন্? এ যে অসম্ভব! অন্যকে কষ্ট দিয়া আপনি কে কোথা সুখে থাকে! তাহার অবশ্যই কষ্ট বোধ হয়, তবে কষ্টটার দিকে অত ভ্রুক্ষেপ করেনা, তাহাতে বিহ্বল হয় না, এইমাত্র। নতুবা, শুনিছে, এমন বিষধর সাপত; সেই অন্যকে দংশন করিলে, অন্য অন্য জন ত প্রাণে নষ্ট হয়ই, সে কিন্তু নিজেও অন্যের বিষে অন্ততঃ ক্ষণেককালও জর জর হয়। তবেই, বুঝনা, কেন!

সোণামনি। যাক্ সে সব কথা; সে যদি মানুষ, হ'ত, তা'হলে, কি, এমন ছেলেমানুষকে কি এমন যন্ত্রণা দেয়?—হাঁ, কামিনী যেন, না বুঝিয়া সুঝিয়া, ছেলেমানুষীই বশতঃ, সে রকম পণ করিয়াছিল, সত্য; কিন্তু, স্বামী পাইয়া ত সে সব ভুলিয়া গিয়াছে, যদি নাও ভুলিয়া গিয়া থাকে, অন্ততঃ লজ্জায় পড়িয়াও ত তাহা আর রক্ষা করিতে উদ্যোগী নয়; কিন্তু, কামিনীকে পাইয়া কুমারের তাহা ত হইল না; তাহার পণ-রক্ষার কথা আরও বলবতী হইল; যেন তেন প্রকারেণ, কামিনীকে হারান চাই, জব্দ করা চাই এই, ত তাঁহার অভিপ্রায়, এ যে বিষম অভিপ্রায়, ভাই!

সোণামুখী। বিষম! একবার করিয়া বলিতে? বিষম নহিলে কি এতদূর উৎকট হইয়া উঠে। দেখ না কেন, কুমারের সামান্য অহামুখিতে, কামিনীর অসামান্য কষ্ট-ভোগ, জ্বালা যন্ত্রণা। আহা, এমন ননীর পুত্তলীটীকে কি এমন কষ্ট-তাপে গলাইতে আছে, এমন উদ্বেগ-পাথারে কি ভাসাইতে আছে! ইহাতে তাহার পাপ মহাপাপ অর্শিবে, কোনও সন্দেহ নাই। দেখিও, তাহার বাণিজ্য-ব্যাপার লণ্ডভণ্ড হইবে, প্রকাণ্ড গোলে পড়িবে।

সোণামণি। আর ভাই, গোলে পড়িয়া কাজ নাই; কুমারের গোল হইলে, আমাদেরও ত গোল; তাতে আমরাই কি সুখী হইব, না, আমাদের মনস্তাপ সব দূরে যাইবে, মনস্কাম সব পরিপূরিত হইবে?

সোণামুখী।—তাহা সত্য বটে, সবই জানি, সবই বুঝি; কিন্তু দেখ্ বোন্, বড়ই মনের জ্বালা! কুমারের সে সব মনে পড়িলে, গা জ্বলিয়া যায়, প্রাণের মধ্যে ধূ ধূ করে!—বলিতে ইচ্ছা হয়, যেন কোন অবলা আপন স্বামীকে বাস্তবিক ভাল আর না বাসে, স্বামীর জন্য পাগল না হয়; স্বামীকে ধরা না দেয়, স্বামীকে মন-প্রাণ না খুলে। একি বোন্, কম আক্ষেপের কথা? এমন ব্রহ্মাণ্ড-সুন্দরী স্ত্রী তাহাকে মনেও ধরিল না! বিদেশ যাইবার সময়, বারেক মনেও করিল না, বারেক ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না; নিজের মনের কথাও বলিল না, প্রাণের যাহা কিছু ব্যথাও জানাইল না, কামিনীর মনের কথাও জিজ্ঞাসিল না, অবলার প্রাণের ব্যথা দণ্ডেকও বুঝিল না!

সোণামণি।—আর তাহাকে বুঝিতে হইবেও না। সে

যেমন আপনার পণ-দর্প রক্ষা করিতে ব্যতিব্যস্ত, তেমনই সে দর্প আমি তাহার খর্ব্ব করাইব; যেমন সে কামিনীকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তেমনই এই কামিনীর অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হইবে, এমনই করিব। তাহার এখনকার তুচ্ছ কামিনীর সঙ্গ-লালসায় তাহাকে উদ্বাস্ত হইতেই হইবে, দেখিতে পাইবে। দেখ, চিরকালই, পুরুষ নারীর অনুগত; সে তাহা না হইয়া, রহিবে কোথায়? তবে ছদিন আগে, না হয় পরে, এইমাত্র। প্রথমে যাহার তৃষ্ণার অভাব থাকে, শেষে সে দ্বিগুণতর প্রবল তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে; প্রাতে যাহার ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, ছপরে ক্ষুধার তেজে তাহার পেট চুঁই চুঁই করে, কিছু উদরস্থ করিবার জন্য সে একান্ত লালায়িত হয়। তাই বলি ভাই! মান খোয়াইয়া প্রাণ রক্ষার্থ, কুমারকে এই কামিনীর প্রার্থী হইতে হইবেই হইবে।

সোণামুখী।—যেরূপেই হউক, এই কামিনী-ভিক্ষার্থী তাহাকে হইতেই হইবে, তাহা বেশ বুঝি। 'কিন্তু, সোণা! তাহার নির্ম্মমতা মনে হইলে, হৃৎকম্প হয়; শরীর শিহরিয়া উঠে! তাহার কি চোখ নাই? একবার কি এই রূপের ছটাও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? আহা! কামিনী যেন নির্জ্জনে হাতে-গড়ান পুতুলটী! কাপড় ফুঁড়িয়া রং বাহির হইতেছে। নিটোল শরীর, নিটোল গাল ছটী, তাহাতে তরুণবয়সের অরুণ-আভা দেখা দিতেছে; ছই ধারে চুলের মধ্যে কিবা সিন্দুর-শোভা! যেন নীল আকাশে অরুণ-রেখা দেখা দিয়াছে। অহহ! সর্ব্বাঙ্গ কেমন কোমল, হাড়ের নাম গন্ধ আছে বলিয়া বোধই হয় না। কিবা নয়নের শটী, ঠিক যেন ছটী খঞ্জিনী; তাই জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছে

বলিয়া, নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে।—কামিনী অতি সুলক্ষণা, ভগবতীর বর-কন্যা কি না; কপালটুকু যেমন ছোট, মুখের হাঁ টুকুও তেমনই ছোট।—এই দেখ্ দেখ্, সোণা? ঠোঁটদুখানি যেন আল্‌তা-মাখান, টুক টুক করিতেছে। কামিনী আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। আবার দেখ, ঠোঁটদুখানি মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কাঁপিতেছে! কামিনীর বাস্তবিকই মুখ-পদ্ম, ঠোঁটদুখানি তাহার পাপড়ি; কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত অবস্থায় কাঁপিতেছে; বোধ হয়, সূর্য্যাগম বুঝিয়া প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম করিতেছে, আর নিশাগত তন্মধ্যস্থিত ভ্রমর, সেই রক্ত-পদ্ম হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করাতে, ঠোঁট-দুখানি মধ্যে মধ্যে কাঁপিতেছে! ফল-কথা, কামিনী আমাদের যেন ছবিখানি। ভ্রূযোড়া যেন তুলি দিয়া আঁকা, ঈষৎ বাঁকা! অবিকল, রতি-দেবীর শরাসন। আবার দেখ, সোণা, আবার দেখ, এখানে হাত দিয়া দেখ, উ! বুক এখনও দুর্ দুর্ করিতেছে! আহা! ছেলেমানুষ। এই সে দিনের কামিনী বইত নয়। এর আর বয়স কি! তবে, নাকি ভোগের ঘরের, তাই দুদিনেই মাগী হইয়া উঠিয়াছে, ভালবাসা শিখিয়াছে, স্বামী চিনিয়াছে; বড় ঘরের, বোন্, সবই বড়। বলিব আর কি?—কিন্তু তাই বলিয়া বসে যাইবে কোথায়? তাই, বয়স-মত ভীরুস্বভাবত্ব এখনও পূর্ণমাত্রায় আছে। নিদ্রা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার মনে এখনও আছে; ঐ দেখ্, দেখ্, ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া যেন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া উঠিতেছে, বুক খুব ঘন ঘন নড়িতেছে! বোধ হইতেছে, অন্তরস্থ অগ্নির উত্তাপে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে; ইহাতে, আমার মনে একটা ভয় ও ভাবনা হইতেছে যে, যদি

কামিনীকে কুমার মিলাইয়া দিতে পারি, যদি কৌশল-সূত্রে মুক্তা-মণি এক সঙ্গে গাঁথিতে পারি তবেই ত, নতুবা, কামিনীকে কি বলিয়াই বা, কি বুঝাইয়া বা, দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইব? মহাসঙ্কটে পড়িতে হইবে। আরও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের অবশ্য কোনরূপ যত্ন, চেষ্টার ত্রুটি না হইলে, কামিনী যেরূপ কুমার-প্রাণা ও তদ্‌গতচিত্তা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অভাবে প্রাণ আর রাখিবেই না; সে প্রাণ না রাখিলে, আমরা দুজনেই বা কোন লজ্জায়, কি বলিয়া কোন্ মুখে, দেশে আবার যাইব? যদিই যাওয়া যায়, মাকে বাবাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব?—কি বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইব ও ভুলাইব? তাঁহারা প্রাণ শ্বসাগত করিয়া কত কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিরূপে সে সব কথার উত্তর দিব, হাঁ সোণামনি? অগত্যা আমাদিগকে, কামিনীর যে পথ, সেই পথেই যাইতে হইবে, কোনও ভুল নাই।

সোণামনি।—ভুল আছে বই কি লো। তোর হাজারবার ভুল, একবার নয়। ইহাও কি কখন হয়, না, হইতে পারে? কায়মনোবাক্যে, আমাদের এত আয়োজন, এত অনুষ্ঠান কি একবারে পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে? আমরা দুজনে যেন মহাপাপিনী, হয়ত, নানাদুষ্কৃত-কারিণী, আমাদের প্রার্থনা বা চেষ্টা, ভগবানের কাছে, বিফল ও ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু, এই অল্পবয়স্কা, নির্ম্মল হৃদয়া, নিষ্পাপা কামিনীর এই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ চেষ্টা ও আন্তরিক কামনা কি একবারে, ভগবান শুনিবেন না? তাহা কখনই হইতে পারে না। দেখিতেছিস্ ত, আগাগোড়া সমস্তই জানিস্‌তো, কামিনীর মন কখনও আর দ্বিতীয় পুরুষে বিচরণ

করে নাই, এই কুমার ছাড়া পূর্ব্বে আর কাহাকেও সে জানে নাই, বাড়ীতে বাপ ছাড়া, আর কোন পুরুষের মুখ দেখিবার তাহার অবকাশও ছিল না, সুবিধাও ছিল না; শিশুকাল হইতেই, এক বাপের কোল ভিন্ন কাহারও কোলে সে যাইত না, যাইবার নামে চীৎকার করিয়া উঠিত, মেয়ের মুখ অমনি নীলবর্ণ হইয়া যাইত; এই রকমে, তাহাকে কোন পরপুরুষের গাত্রও স্পর্শ করিতে হয় নাই। তাই বলি, কামিনী আমার সতী; এই জগতে ইহার সতীত্বের কি আর তুলনা আছে? ভগবানের কাছে এরকম সতীর কামনা পূর্ণ হয়ই হয়, জান না কি, অনন্যমনা, অনন্যপ্রাণা, একমাত্র পতি-শরণা সতী ললনার মান সেই সত্যযুগ হইতে রক্ষা হইয়া আসিতেছে তাহা আজ হইবে না কেন? বরং এই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত কলিকালে আগে হইবে; কারণ, এখন প্রকৃত সতী দুর্দুষ্টা, সুতরাং সতীত্ব দুর্লভ, অনেক সহস্রের মধ্যে যদি একটা পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই একটাই ভালরূপ পুরস্কৃত হইবে, তাহার আর সংশয় কি আছে। আ—এমন সময়ে, কামিনী-সুন্দরী, প্রথমে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তৎপরক্ষণেই, আবার হুঁ হুঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই, জাগরিত হইয়াছেন, হওয়ায় উদ্ধদিকে তাঁহার দৃষ্টি গিয়াছে, যাওয়ায় তাঁহার অঙ্গ-সেবিকাদ্বয়কে জিজ্ঞাসিলেন, এ কোথায় ভাই আমি আছি, কোথায় আমায় লইয়া আসিয়াছিস্?

সোণামণি ও সোণামুখী।—এ যে নৌকায় আছ, ভাই! আমরা তোমাকে বরের কাছে লইয়া যাইতেছি। সব ভুলে গেলে, বুঝি?—এ সব স্বপ্নের আবল্য, নয়?—এই, কি স্বপ্ন

দেখিতেছিলে না?—একবার হাসিয়া উঠিলে, একবার কাঁদিয়া উঠিলে!

কামিনী। হাঁ, হাঁ! এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম বটে।

সোণামনি। (গাল দুটী টিপিয়া) কি স্বপ্ন, কামিনী-মণি?

কামিনী। শুন, সোণা দিদিরে! এই—এই, হয়েছিল কি, সে যেন—

সোণামনি।—(ঈষৎ হাসিয়া) 'সে'! কে রে?

কামিনী।—হাঁ! তুমি আর বুঝনা? ঐ হাস্‌ছ। তোমার কেবল রঙ্গ।

সোণামুখী।—আচ্ছা, বল, বল।

কামিনী।—সে যেন আমার সম্মুখে আসিয়াছে, সোহাগে আমার গলা ধরিয়াছে আর আমি মান রাখিতে না পারিয়া তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছি, মা যেন সেইটা দেখিয়া ফেলিয়াছেন; মেয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া কিছু রুষ্টা ও অসন্তুষ্টা হইয়া, ঘূর্ণিত নয়নে, বলিয়া উঠিয়াছেন, "অয়ি কামিনি! তুই ত বড় নির্লজ্জা, তুই নূতন জামাইয়ের কাছে এরকম করিয়া হাসিতেছিস্?"—মায়ের সেই তিরস্কার, বিশেষতঃ আমার পক্ষে আরও তিরস্কার, বাক্যে কিছু মর্ম্মাহতা হইয়া অভিমানে টলমল করিয়া, আমি, চিরকাল আদরের মেয়ে কিনা, ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। তাই তোমরা আমাকে একবার হাসিতে ও একবার কাঁদিতে দেখিয়াছ। নচেৎ অন্য কিছু নয়; যাহা হইয়াছিল, ঠিক্ ঠিক্ তাহাই বলিলাম, একচুলও ভিন্ন রকম নয়।

সোণামনি। তাহাই হইবে লো, তাহাই হইবে। দেখিও

বরং। মায়ের কথাটা সম্প্রতি খাটিবে না, তবে নিশ্চয়ই মায়ের জামাইয়ের বিষয়টা ত খাটিয়াই রহিয়াছে। এই জোর আর দুই দিন, এই দুই দিনের মধ্যে শ্রীমানকুমারের সহিত তোমার মিল করাইয়া দিব, দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমিও, তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি তোমায় কোনরূপে আদর সোহাগ দেখাইলে বা জানাইলে, যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছি মনে করিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, সে রকম হাসি হাসিও না, কখন না। অন্তরের হাসি, অন্তরেই থাকিবে, তবে নিতান্তই বাহিরে আসিয়া পড়িলে, মুখের হাসি, অমনি মুখেই মিলাইয়া লইবে; মেঘের কোলে চকিতের ন্যায় বিদ্যুৎ খেলিয়া, মেঘের কোলেই লুকাইয়া যাইবে, বিবাহিতা হইবার পরবর্ত্তিনী প্রথমাবস্থায় স্ত্রীজাতিকে খুব সাবধানে চলিতে হয়; স্বামীর সঙ্গে তখন বেশী মাখামাখি ভাব কদাপি দেখাইতে নাই, সেটা বড় ঘৃণীয়; বেশী কথা কহিতে, বা হাসিতে নাই, আবার নিতান্ত বোকার মত হওয়া বা বিরসবদনে থাকা, সেও ভাল নয়; একবারে নিতান্ত আপনার জ্ঞান করিয়া মনপ্রাণ খুলিতে নাই। তাহাতে আবার, তুমি ছদ্মবেশিনী, তোমাকে ত বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। কথা এই, প্রথম মিলন-কালটা বড় ভয়ানক কাল; তাহার পর পরস্পর আন্তরিক অনুরাগ, সম্প্রীতি একবার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া গেলে, আর ভয় নাই, সন্দেহও নাই। এই বুঝনা কেন, তুমি ত কুম্ভকারের হাঁড়ি কলসী গড়িবার চাকা দেখিয়াছ; সেই আমাদের ঘাট পুকুরের পশ্চিম ধারে, সেই চাকা ঘুরিতে থাকে, আর তাহার উপরে কাঁচা মাটী বা কাদায় কেমন হাঁড়ি কলসী প্রস্তুত হয়।

কিন্তু সেই গড়নের সময়, হাঁড়ী কলসী জান ত, আমার পাঁচ না বেঁকিয়া চুরিয়া যাইবে, পাত্রও সেই রকম ভগবতী স্তব. সব পোড়াইলেও, সেই চিহ্ন বা খুঁত চিরকালের জন্য থাকিয়া কমিতে ঠিক্ তেমনই, এখন তোমাদের মত নবযুবক-যুবতীর পরস্পরের উপর ধারণা অতি কোমল, অপক্ক বা কাঁচা. কারণ তোমরা এখন অপরিণত বয়স্ক, পরস্পরের সেই ধারণার উপর যদি কোনও কারণে, কাহারও মন-চক্র বেশী ঘুরিয়া যায় বা নড়িয়া চড়িয়া যায়, তাহা হইলেই ফল খারাপ হইল। কারণ, সেই ধারণা হইতেই ত অনুরাগ, প্রীতি ও প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। আবার জানিও, বিশেষতঃ পুরুষের মন, ঠিক্ ঐ কুম্ভকারের চাকা বা চক্রের মত; একদণ্ড স্থির নাই, নানাস্থানে, নানাবিষয়ে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে; আর তাহাও আবার সরল নয়, সদা শুদ্ধ নয়; সদাই নানারূপ সন্দেহপেঁচে ফিরান আছে। সেই জন্যই বলি বোন্, এই সময় তোমার পরীক্ষার সময়, জ্ঞান-বুদ্ধি খাটাইবার সময়, একটু বিশেষরূপ বুঝিয়া চলিবে, আগে পুরুষের মন বুঝিবে। পুরুষ বড় সোজা জাতি মনে করিও না; সে স্বর্গে রাখিতে পারে, নরকেও ঠেলিতে পারে জানিও; প্রথমে তাহাকে কিছুতেই একবারে বিশ্বাস করিতে নাই, তাহা হইলে, শেষে ঠেকিতে হয়, অন্তর্জ্বালায় মরিতে হয়। নদীর জলে অবগাহন-স্নানে শরীর সুস্থ হয়, গাত্র শীতল হয় সত্য, কিন্তু নদীর গভীরতা না বুঝিয়া, তাহাতে অবগাহনার্থ অবতরণ করা কি নিতান্তই অজ্ঞানের কার্য্য নয়?—যদিই নারীজাতির বিদ্যা-বুদ্ধির আবশ্যক হয়, তবে সে এই সময়।—তাই তোমায় আগে থাকিতেই সমস্ত বলিয়া কহিয়া রাখিলাম; যখন যেমন দেখিবে,

বরং। মায়ের কথাটা “অবস্থায় থাকিবে, তদনুসারে চলিবে। জামাইয়ের বিষয়টা”?—এ সব বুঝিবার বিষয়, বুঝাইবার তত নয়; দিন, এইকটা মোটামুটি সঙ্কেতমাত্র, সারকথা বলিয়া দিলাম।

ক্ষিন্ কামিনী। আমাকে নানারূপ সংসারিক শিক্ষা দেওয়ার দরুণ, সোণাদিদি (হাত যোড় করিয়া) আমি তোমার কাছে চির-ঋণী রহিলাম।

সোণামনি। আমার কাছে হাত যোড় কেন, ভাই! সেই তোমার ‘তার’ কাছে করিও যে, আদর হইবে, তোমার দাম বাড়িবে, মান বাড়িবে। আর আমার কাছে তোমার যে টুকু ঋণ হইল, তাহা সেই কুমারের কাছ হইতে আদায় করিয়া দিও। সে সময় যেন আমায় মনে থাকে লো।

কামিনী। তোকে আজীবনকাল মনে থাকিবে।

সোণামুখী। তোদের এখন, ও-সব কথা থাক; কামিনী হাত-মুখ ধুক; কত বেলা হইয়াছে, দেখ দেখিনি? মাথায় একটু গঙ্গাজল দিয়া, পরণের কাপড়খান ছাড়াইয়া লও, আর যে খাবারগুলা কামিনীর জন্য আনিয়াছিস্ দে, আর গোণ করিস্ না। আহা, কামিনীর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, পেটটা পড়িয়া রহিয়াছে!

সোণামনি। তবে, কামিনী উঠ। আর শুইয়া থেকো না।

কামিনী। এই আমি উঠছি; কিন্তু আমি কাপড় ছাড়িয়াই খাবার খাইব না। আগে, শিবপূজা করিব, ভগবতীর স্তব পাঠ করিব—তার পর।

সোণামুখী। পথে পথে, তাহা করিলে আর হইবে না কি? এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেই, সব করা হইবে। হইবে না কি—কামিনী?

কামিনী। তাও কি কখন হয়! জান ত, আমার পাঁচ বৎসর বয়স হইতে, মা আমাকে শিবপূজা, ভগবতী স্তব, সব শিখায়েছেন। আমি তাহা না করিয়া, কোনও কাজ করিতে পারি না, কাজ করিতে প্রবৃত্তি হই না।

সোণামনি। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ কথা। যাতে তোমার মন ভাল থাকে, তুমি তাই কর। মানুষের মন আগে পরিষ্কার রাখিতে হয়। পাপ পুণ্য ত আর কিছুই নয়, যাহা করিলে, মনের বিষণ্ণতা জন্মে, তাহার নাম পাপ, আর যাহা করিলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, তাহার নাম পুণ্য। এই একটা মোটা-মুটি কথা, জানিয়া রাখ।—এখন সোণামুখী রাঁধিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিক্, রাঁধিবার বাড়িবার যাহা কিছু আবশ্যক, সব আমি এই নৌকায় আগে থাকিতেই আনাইয়া রাখিয়াছি— সে জন্য ভাবনা নাই।

কামিনী। এখন রাঁধিবে কে?—সোণামুখী ত সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে!

সোণামুখি। আমি কি তেমনই কাঁচা মেয়ে মানুষ?—বোন্ রে, সেই যে একদণ্ড বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তন্মধ্যেই সমস্ত ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই যে, পশ্চিম-পাড়ার 'বেঁটে গিন্নী' যিনি খুব গাহিতে পারেন, তোমার বাসর ঘরে কত গাইয়াছিলেন। মনে পড়ে কি? ঐ মাঝীকে দিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, তাই আমার কথাতেই, এসেছে, সে কি আর পয়সার লোভে এসেছে, তা নয়। সে বড় আমুদে প্রমুদে, আমি নাকি বলিয়া দিয়া ছিলাম, আমরা এক জায়গায় জলে বেড়াইতে যাইব, ইচ্ছা কর ত যেও; আর কেহ নাই; সে এই

রকমে পাঁচ জন বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়। সে রাঁধিবে এখন। তাকে দেখিতে পেয়েছ, কামিনী? ঐ যে সে। নৌকার দক্ষিণদিকে আছে, চুপটী করিয়া—বড়ভাল লোক।

সোণামুখী। কামিনি! এখন নে ভাই! তোকে জল খাওয়াইয়া, রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়া, আমি একটু ঘুমাইব। ঐ দেখ্ না, আমার চোখ ঢুলু ঢুলু করিতেছে, শরীর আলু থালু হইয়া পড়িতেছে যেন এক কড়ার শক্তি নাই; ভাই রাত্রিজাগা বড় বিড়ম্বনা; এক দিন না খাইলে তত কষ্ট হয় না, একরাত জাগিলে যত হয়।

সোণামনি। আমি এখন ঘুমাইব না; আমার পেটে ভাত না পড়িলে, ঘুম আসে না। মাথা যেন ঘুরিতেছে, মাথায় একটু ভাল করিয়া তেল জল দিব, শরীরটা একটু স্নিগ্ধ করিব; তার পর একটু জল খাইয়া, কামিনীকে ভাত খাওয়াইব, আঁচাইয়া দিব, দিয়া আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একঘুম ভাল করিয়া ঘুমাইব।

সোণামুখী। বেশ সোণামনি! বেশ, সে ত পাকা কথা; তা আমি খানিকটা ঘুমাইয়া লই, তারপর ভাত খাইবার সময় ডাকিস্; আমার আর জলটল খাইবার দরকার নাই;—এই আমি শুইলাম; আর বসিতে পারি না।

কামিনী।—তুমি ঘুমাও, দিদি!—ঘুমাও; বেশ এই বাতাসের দিকে মাথা করিয়া ঘুমাও, এখনই গাঢ় নিদ্রা আসিবে, শান্তি ক্লান্তি দূর হইবে।

একপক্ষে, কামিনীদের ভোজনক্রিয়ার আয়োজন অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, অপর পক্ষে দাড়ী-মাঝীদেরও হইতে লাগিল; তাহারা, উপস্থিত ছুটী ভিজা চিপীটক মুখে ফেলিয়া দিয়া জল

খাইল; তন্মধ্যে একজন পটল উচ্ছে ইত্যাদি তরকারি লইয়া তোলা উনানে রাঁধিতে বসিল।

যথাসময়ে, উভয় পক্ষের সকলেরই আহারাদি সমাধা হইল. সমাধা হইতে, দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল; কিন্তু সমস্ত দাঁড়ী-মাঝীর আহার সমাধা হইতে তিন প্রহরের নীচে হয় নাই; কারণ তাহাদিগকে একে একে এক একটী করিয়া আহারে বসিতে হইয়াছিল, তবে দাঁড় টানার কোন ব্যাঘাত হয় নাই, মাঝী বাঁশী বড় চতুর লোক ছিল, সে একটা লোক অতিরিক্ত আনিয়াছিল, আর দাঁড়ীদিগকে এতদূর অর্থ লোভ দেখাইয়াছিল যে, তাহারা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদে কাজ করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত ফাঁক দিতেছে না, অসন্তোষ প্রকাশও করিতেছে না, তাহারা অবধারিত বুঝিয়াছিল, তাহাদের সকলবার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল, কোন রকমে নৌকাস্থ রাজা লোককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সত্বর লইয়া যাইতে পারিলে তাহারা যাহা চাহিবে, তাহাই পাইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আকাশে রবি অস্তমান, সরোবরে শতদল ম্রিয়মাণ। কুমুদিনী স্বকীয়া সপত্নী রজনীকে অন্ধকারে অবগুণ্ঠনবতী বুঝিয়া, আহ্লাদে হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, প্রাণধর নায়কের অভ্যর্থনার্থ হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। চক্রবাকী সতী প্রাণনাথকে স্বপার্শ্বে না পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইয়া, বুক ফুটাইয়া মুখ ফাটাইয়া, সারাদিন আকাশ ভেদিয়া "ফটীক জল" করিয়া চাতক-চাতকিনী চঞ্চল বৈশাখ মেঘের কাছে আশা মিটাইতে না পারিয়া, অবশেষে দিনশেষে বিরত হইল।—ফেরুগণ এখন নির্ভীক হৃদয়ে বিজন বন হইতে নির্গত হইয়া, গঙ্গাতীরে শব-অন্বেষণে পালে পালে আসিতে লাগিল। মাংস-গৃধ্নু গৃধ্রগণ, গঙ্গাতীরস্থ শব লইয়া শ্বগণ সহিত সমস্ত দিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিয়া, এক্ষণে বৃহৎ গুরু পক্ষদ্বয় অতি কষ্টে সঞ্চালন পূর্ব্বক, শূন্যদেশ আলোড়িত করিয়া উচ্চবৃক্ষোপরি স্ব স্ব নীড়াভিমুখে শাঁ শাঁ শব্দে ধাবিত হইল।

গোধিকাগণ দিন-যামিনীর মিলন দেখিয়া, হলু হলু ধ্বনি দিয়া উঠিল। পশ্চিমগগণে, লোহিতবর্ণ হইতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের সম্মিলন হওয়াতে, পাটল, ধূমল, ধূসর প্রভৃতি নানা মনোহর বর্ণের সমুদ্ভব হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নীল আকাশ-দেহে কৃষ্ণ মেঘবরণের ন্যায় অন্ধকার গঙ্গাবক্ষে বিস্তারিত হইল। ধীবর-দিগের স্ব স্ব নৌকায় প্রদীপালোকগুলি, মরকতমণির মত, জ্বলিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার নির্ম্মল সলিলকণাবিমিশ্রিত বৈশাখীয় মৃত-সঞ্জীবন সন্ধ্যা সমীরণ কামিনীর গাত্র-স্পর্শ করিতেছে, তবুও তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনুভব হইতে লাগিল না। আহা! সুকোমলাঙ্গী কামিনীর দেহ-লতা একেত সতত উদ্বেগাগ্নি-তাপে দগ্ধ প্রায়, তাহাতে আবার বৈশাখের প্রখর তপন-তাপে একবারে নিস্তেজ ও শুষ্ক হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাল্যজ্ঞানবুদ্ধি থাকিলেও, কামিনীর ত বাস্তবিক দোষ নাই। নানারূপ ঝঞ্ঝাবাত, রৌদ্রতাপ, অগ্নুত্তাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য, জগৎ-নিয়ন্তা জগদীশ্বর কোমলা ক্ষীণা লতাদিগকে সমধিক তরুর আশ্রয়াধীনা করিয়া দিয়াছেন। কামিনী এখন সেই কুমার-তরুর আশ্রয় বাঞ্ছিতা, নিরাশ্রয়া, নিঃসহায়া, সুতরাং কি উপায়ে, কি অবলম্বনে তাঁহার ক্ষীণ জীবন বাঁচিতে পারে?

শ্রীমতী কামিনী সুন্দরীর পরিচালিকা ও পরিচারিকা, সোণামনি বড় সোজা লোক নয়! সে যখন যাহা ধরিবে বা বলিবে, তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। সে যে পূর্ব্বেই বলিয়াছে, পেটে দুটি ভাত পড়িলে, তাহার চক্ষে নিদ্রা আসে; সেই কথানুযায়িকই সে আহার করিয়াই যে সুগভীর নিদ্রা

যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা এখনও এই সন্ধ্যা অবধিই চলিতেছে; সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়া নাই, চড়া নাই; পাশ ফিরা নাই, যে পাশে শুইয়াছে, সেই পাশেই একই ভাবে শুইয়া আছে—মড়ার মত পড়িয়া আছে; মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ অনুভব না হইলে, তাহাকে প্রকৃত জীবন-শূন্য বলিয়াই জ্ঞান হইত। এরকম নিদ্রা হইবার ত কথা। সোণামনির মাথাতেই ত যত ভার, যত ঝোঁক কামিনীর মান প্রাণ সোণা-মনির বিদ্যাবুদ্ধিরই ত উপর, তবে সোণামুখী তাহার সহকারিণী মাত্র; সোণামনিকে মানসিক ও শারীরিক দুই রকম পরিশ্রমই করিতে হয়, যখন যেটা আবশ্যক, কামিনীর জন্য সোণামনির প্রাণ-উৎসর্গ; সে তাঁহার দাসী হইলেও, নিতান্ত নীচ জাতীয়া দাসী নহে; সে ভদ্রলোকের আচার ব্যবহার, চাল চলন সমস্তই বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাতা ছিল, কেহ তাহাকে কোন বিষয়ে হটাইতে পারিত না, সে কামিনীর দাসীকে দাসী, সখীকে সখী; কামিনী তাহাকে মন-প্রাণের কথা সমস্তই বলিতেন, আর এরূপ স্থলে না বলিলেই বা চলিবে কেন? কমলা কামিনীর সখী-শ্রেষ্ঠা বটে; কিন্তু সে অল্পবয়স্কা, সুতরাং সে ভীতস্বভাবা, এরূপ দুঃসাহসিক অসামান্য কার্য্য করিতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অযোগ্য, কমলার সঙ্গে কামিনীর যে এতদূর হরিহরাত্মা, সে কেবল সমবয়স বলিয়া, কিন্তু সোণামনি প্রকৃত সোণা-মনি; পরের জন্য এরূপ আত্ম বিসর্জ্জন কয়টা লোকে দিয়া থাকে? কয়টা লোক অন্যের ইষ্ট-সাধনের জন্য এতদূর ব্যতিব্যস্তভাবে চেষ্টাপরায়ণ হয়। সোণামনি কামিনীর জন্য প্রাণপণে খাটে, তাঁহার কাছে অনেক আবদারও করে; কামিনীও মনে জানিতেন, বুঝিতেন,

এরূপ ধর্ম্মতঃ বিশ্বাসী লোক আর পাইবেন না, তিনিও তাহার যে কোন আবদার শুনিতেন; তাই আজ সোণামনি নিশ্চিন্ত হয়ে নানারূপে শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহকে নৌকোপরি পাতিত করিয়া এতক্ষণ নিদ্রা যাইতেছে। সোণামুখীও খুব ঘুমাইয়া লইয়া শরীর-মন স্বচ্ছন্দ করিয়াছে, সে কামিনীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে, বসিয়া বসিয়া গঙ্গার কল্লোল শুনিতেছে ও সন্ধ্যা-বায়ুর হিল্লোল পৃষ্ঠে লাগাইতেছে, গাত্র শীতল করিতেছে; ইত্যবসরে রস-চতুরা 'বেঁটে গিন্নী' ঠাকুরাণী, একাকিনী এক-প্রান্তে অবস্থান নিতান্ত কষ্টকর মনে করিয়া, ধীরে ধীরে, কামিনীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিলেন।

কামিনী। কি 'বেঁটে গিন্নি!' এতক্ষণে মনে পড়িল, বুঝি? যদিই বা ভাগ্যবশতঃ আমায় মনে পড়িল, আমার কাছে আসিয়া বসিলে, তাহাও আবার ঘোমটা টানিয়া কেন?—কেন! আমি পুরুষ মানুষ নাকি? তাই আমায় দেখিয়া এত লজ্জা; আমার কাছে আসিয়া এত জড় সড়!—তা ভাই, হইতেছে না; আমার কাছে যেখানে আসিয়াছ সেখানে এখন তোমায় ঘোমটা খুলিয়া খেমটা নাচিতে হইবে, গলা ছাড়িয়া, গাহিতে হইবে। ওদিকে মাঝিরা নৌকা বাহিতে থাকুক, এদিকে তুমি গাহিতে থাক। কেমন?

বেঁটে গিন্নী। আমি আবার গান জানি কবে, লা?—সে কি! তুমি ছেলেমানুষ, গলা আছে ভাল; তুমি বরং গাও, আমি শুনি, আমরা বুড়া হাবড়া মানুষ ভাই, আমরা এককালে যাহাও শিখিয়াছিলাম, তাহাও সবই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। এখন আর সে সব মনে আছে কি?

কামিনী। হাঁ—হাঁ!—বেঁটে গিন্নি! আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি যে তোমার বিদ্যা সব জানিয়া ফেলিয়াছি। তুমিই না আমার বাসর ঘরে, খুব গাহিয়াছিলে, সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছিলে?—আমি সোণামনির মুখে সব শুনিয়াছি। আমার কাছে আবার ফাঁকি?

বেঁটে গিন্নী। এ-হে-হে! ধরিয়া ফেলেছি ভাই!—কিন্তু এত পুরুষের মধ্যে গান গাওয়া কি ভাল দেখাবে?—শুনিতে পাইলে মনে করিবে কি?—আর আমার গান শুনিলে তাহারা হাসিবে, ঠাট্টা করিবে।

কামিনী। কার সাধ্য যে আমাদের হাসি, আমোদ দেখিয়া অন্যে এক কথা বলে, কি আমাদের দিকে চায় বা ঠাট্টা তামাসা করে? তুমি নির্ভাবনায়, ও নির্ভয়ে গাও, কেহই শুনিতে পাইবে না, কেবল আমি শুনিব, আর এই সোণামুখী (তাহার দাড়ি ধরিয়া নাড়া দিয়া) পোড়ার মুখী শুনিবে বই ত নয়! যে দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দ হইতেছে আর কারও শুনিতে হয় না! একটা বেশ ভাই ভাল দেখিয়া, গাইও, যেন মন ভুলে, প্রাণ জুড়ায়। বেটে গিন্নি!—অ—হ—হ—হঃ —

রাগিণী পুরবী তাল—মধ্যমান।

ভজ মজ রে মন, কালীপদে।
যে পদ বুকে করি, আছেন সেই ত্রিপুরারি,
সে পদ সার করিলে তুচ্ছ হবে সুখ-সম্পদে॥
সে পদের নাই তুলনা, সে পদ যেন কভু ভুলনা,
(জেনো) ভবে আর সত্য কিছুনা, বিনা সেই রাঙাপদে॥

কামিনী। ওটা কি গান গাহিলে দিদি?

বেটেগিন্নী। কেন, লো! এত বেশ গান! ঠাকুর দেবতার গান। এই দেখ, সোণামুখী এগান শুনিয়া নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

কামিনী। না—না! সোণামুখীর ঘুম এসেছে, তাই নিঝুম।

সোণামুখী। না লো না! ঘুম আসিবে কেন? বাস্তবিকই, এরকম গান শুনিলে, আমার মনটা যেন গলিয়া যায়, চোখ দিয়া জল গড়ায়; বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়া, এই দেখ্ না, কামিনী দেখ্ না।

কামিনী।—(সোণামুখীর চোখে হাত বুলাইয়া) সত্য সত্যইত না। একেবারে জল গড়াচ্ছে!—বাবা! তোর এরই মধ্যে এত ভাব লেগেছে?—না, আর কোন ভাবের ঢেউ লেগেছে, তাই চোখে জল এসেছে!

সোণামুখী। না, ভাই, বেঁটেগিন্নি! এ বেশ গান; এর তুল্যমূল্য কি আর গান আছে; তুমি আর একটী এই রকম গাও, ভাই।

কামিনী। না, ভাই, না; সোণামুখী পোড়ার মুখীর কথা শুন না ভাই। তুমি ওর কথায় ভুলনা; ওর ভাবও ভেবনা; ওর ভাব বড় বিভাব; তুমি বুঝি, মনে করিতেছ, তোমার এই গান শুনে ওর ভাব লেগেছে, অমনি ও কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।—তা নয়; ও তা নয়।

সোণামুখী। তবে, কি না, কি? বল দেখি, শুনি।

কামিনী। হঁ! আমি ত আর ঘাস খাইনা; যে কিছু বুঝিতে পারিনা।

সোণামুখী। আচ্ছা, কি বুঝিস্ বলই না কেন?

কামিনী। এই—এই; বাটীতে কাকে ফেলে এসেছ; এই রাত্রি এসেছে, অমনি তাকে মনে পড়েছে; আর, বুক ফেটে, চোখ ফুটে জল বেরিয়েছে। কেমন? নয় কি না, বল দেখি? এই রাত্রিকালে, গঙ্গার উপর—।

সোণামুখী। আমি তোর জন্য দিব্য করিতে বসি আর কি; এত দায় পড়েনি; তোর যাহা ইচ্ছা তাই শোন্, আমি এই শুই; তুই কোল হইতে নাম্। গিন্নী দিদি গান, আর তুই নাচ্।

কামিনী। সে ত ভাল কথাই; তাতে আর কি? তুই এখন হাত পা মেলাইয়া ঘুমো ত।

বেঁটেগিন্নী। যাইহোক, কামিনি! গঙ্গার উপরে দেবতার গানই ভাল। আর, ওরা যদি কোন রকমে শুনে, তাতে নিতান্ত দোষ হইবেনা।

কামিনী। না, দিদি! ওসব দেবতার গান, ভাব ভক্তির গান এখন মাথায় রাখিয়া দেও। রাত্রিতে, আহা! দেখ্ দেখি, কেমন ফুর ফুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছে!—এখন এ গান কি ভাল লাগে?

বেঁটেগিন্নী। আমি জানি তোমার ভাল লাগিবেনা; সেই জন্যইত একটা ছোট ধরিলাম। আচ্ছা, আর একটা গাইতেছি।

কামিনী। হেঁই, হেঁই, দিদি! তোর দুটী পায়ে ধরি; একটা বেশ মনের মতন, প্রাণে লাগে, এমন একটী গাও। তোমার, ভাই, যে মিষ্ট সুর তাতে অন্য রকম গান আরও মিষ্ট লাগিবে। আ-হা-হা! সুর টুকু আমার কাণে লেগেছে বড়।

বেঁটেগিন্নী। আর বোন্! সুর কি আর আছে আমার?

কামিনী। কেন? কি হল?—তার ছিঁড়ে গেছে বলিয়া নাকি?

বেঁটেগিন্নী। তা কোন্ মিথ্যা কথা!

কামিনী। যা গেছে, আর তার কি হবে বল? এখন একটা ধর, ভাই।

বেঁটেগিন্নী। আচ্ছা; কিন্তু ভাই! মনে প্রাণে শুনিতে হইবে, নহিলে ভাল লাগিবে কেন? আমি কষ্ট করিয়া গাহিব, আর তুমি হয়ত অন্য কোন কিছু ভাবিবে! সেরূপ হইলে হইবেনা।

কামিনী। দেখ, দিদি! আমি যেমন করিয়াই শুনি না কেন, তাহা মিষ্ট হইলেই, আপনিই মিষ্ট লাগিবে; যেমন করিয়াই খাওনা কেন, মুখে পড়িলে কি মধু মিষ্ট লাগিবেনা?

বেঁটেগিন্নী। আচ্ছা ভাই আচ্ছা। যাতে হোক, তোর সন্তোষ হইলেই হইল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

কি আছে এভবে প্রেমর সমান!
প্রেম বিনে এসংসার হইত শ্মশান॥
যার ফাঁদে পড়ে পাষণ্ড, স্থির থাকে এই ব্রহ্মাণ্ড,
অভাবে সব লণ্ড ভণ্ড, জগৎ অজ্ঞান।
তার সাক্ষী (দেখ) মৃত্যুঞ্জয়ে, নৃত্য করে দক্ষালয়ে।
মরা পত্নী স্কন্ধে নিয়ে, হয়ে হত-জ্ঞান।

কেমন, কামিনী! এইবার?—মনে ধরেছেত? প্রাণে লেগেছে ত?

কামিনী। এবার, ভাই, চমৎকার গান! এই দেখনা, হাত দিয়া দেখনা, আমার চোখে এক একটু জল আসিয়াছে।—আহা! বাস্তবিকই জগতে ভালবাস' না থাকিলে, সবই মরুময়। যার শরীরে ভালবাসা নাই, তার কিছুই নাই। এই যে বলেছে 'লণ্ড ভণ্ড' ও ঠিকই কথা। নহিলে আমার দশা আজ এরূপ হইবে কেন? দেখ, আমি ঘর হইতে বাহির হইব, ইহা কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছে?—না, মনেও কেহ কখন কল্পনাও করিয়াছে?—কেবল, একটা মনের চির-আশা, ভালবাসার জন্যেইত!-এসব কাণ্ড। এত কষ্ট!

বেঁটেগিন্নী। তা বলিলে, হয় কি বোন্। এরই জন্যে জগৎ পাগল। সকলেই ত ইহা অসার বলিয়া জানে, কয়দিনের জন্যই বা?—তবুও ত কেহ ছাড়িতে পারেনা; না করিয়া থাকিতে পারেনা। পশু, পক্ষী—জীব. জন্তু, অবধি পাগল।—আর, তোমার ত ভাই, এই কলির সন্ধ্যা; এখন কত রকমারি দেখিতে হইবে। ভালবাসার দশ দশা; এইত তোমার প্রথম।

কামিনী। না, ভাই! আমার যে ইহা অতি অদ্ভুত অপরূপ। দশ দশা সবই কি আমার মত। নিতান্ত পক্ষে যে একবার ও মিষ্ট স্বাদ পাইয়াছে, সে নয় আর একবার তিক্তস্বাদ পাইল; তাহাতেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার এ যে প্রথমেই তিক্ত হইল; আমারই ভাগ্যে বোধ হয়, দেখনা কেন, না নামিতেই ডুবজল; এখনই হাবুডুবু খাইতে হইতেছে, না জানি আর একটু অগ্রসর হইলে কি হইবে? আর অগ্রসর হতেছিই।

বেটেগিন্নী। সে ত ভালই, বোন্। নামিতে যার ডুবুজল, আর একটু গেলেই হাঁটুজল হবে। প্রথমেই যার তিক্ত, শেষে তার মিষ্ট হইবে; আর শেষ ভাগ ভাল ও মিষ্ট, সেইত ভাল; তাইত কামনা ও বাসনা।

কামিনী। তাই বল দিদি! তাই বল, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে, তোমাদের গুরুর কৃপায় তাহাই যেন হয়। তাহা হইলে তোমায় আমি বলিয়া থাকিয়া এক পেট সন্দেশ খাওয়াইব। এখনও ত সেই আশাতেই আছি।

বেটেগিন্নী। দেখ; সংসারে দুঃখ সুখ, সুখ দুঃখ—এই রকমই চলে।

কামিনী। তাহাওত, ভাই, সব স্থানে, সবভাগ্যে, মিলেনা। শুনেছি, পৃথিবীতে, এমন দেশও আছে যেখানে ছয় মাস রাত্রিই চলিয়াছে।

গিন্নী। হাঁ, আছে বটে; কিন্তু, যেমন ছয় মাস রাত্রি, তেমনই আবার ছয় মাস ক্রমান্বয়ে দিনও ত চলিয়াছে।

কামিনী। তা বটে।

গিন্নী। এখনও তোর আশা আছে লো, এখনও আছে। এখনও নির্ভরসা হইবার সময় হয় নি।—মনকে আশ্বস্ত কর।

কামিনী। আশ্বস্ত করাই ত আছে। নতুবা কি, এতদূর গড়াইয়া আসি! যাই হোক, দিদি, পথে পথে হাসি কৌতুকে, আমোদ আহ্লাদে যাওয়াই ভাল। সদাই একই ভাবে, একই বিষয় ভাবিলে চিন্তিলে, পাগল হইতে হয়। তুই যদি, দিদি, না আসিতিস্, তাহা হইলে, এই পথে যাইতে যাইতেই আমি আধমরা হইয়া যাইতাম।—ভাগ্যে এসেছিলে!

গিন্নী। আমি না আসিলেই, কি আর আটকাইত? ইহারাই গাইত, তুমি শুনিতে; বা অন্য কেহ আসিলে, সে গাইত। তাতে আর কি?

কামিনী। তা কি হয়! যার তা, তাতেই সাজে। তোমার এ গান যেমন ভাব-সঙ্গত, অন্যের কি তাহা হইত?—জান, বেঁটে দিদি, গান কি যথার্থ পক্ষে সবাই গাহিতে পারে, না সকলের মিষ্ট লাগে! ভাবনা থাকিলে, ভাবুক না হইলে, উচ্চাঙ্গের গান ভালই লাগিবেক না। আহা! কেমন ভাব, দেখ দেখি!—বাস্তবিক! বাস্তবিক! কিই ভালবাসা! ঐ সব ভালবাসাই ত ভালবাসা। স্ত্রী—প্রাণের স্ত্রী মরিয়া গেছে, তবুও দেবদেব মহাদেব তাকে কাঁধে লইয়া নৃত্য করিতেছে! ইহা অপেক্ষা ভালবাসার উচ্চভাব কোথায় সম্ভবে? তাঁদেরই যথার্থ, মনে প্রাণে ভালবাসা। আ!—মরাটাকে বুকে করিয়াও, স্বামীর তৃপ্তি। কি চমৎকার, বেঁটে দিদি! আর আমরা দেখ, এখনও বাঁচিয়া আছি, কেহ একবার ভালবাসিয়া কোলেও করেনা; বুকে, কাঁধে করা, দূরে থাকুক!

গিন্নী। করিবে, লো, করিবে; সে জন্যে অত ভাবনা কি? দেখে নিস্।—মহাদেব মৃতপত্নীও স্কন্ধে লইয়া, মহাআনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সে রকম স্বামী কি আর তোমার হইবে? না, আমার হইবে?—অসম্ভব, বিশেষ একালে মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব, যদি লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সেরূপ দেব-স্বভাব একটা থাকে, বলা যায় না। তাঁহারা সব দেব-দেবতা ছিলেন। পরস্পর পরস্পরের উপর মনের ভাব সেই এক রকম ছিল; তাঁহাদের হইতেছে প্রেম; আমাদের হইতেছে,

প্রণয়, প্রীতি, বা চলিত কথায় 'পীরিত'। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের উপর মন, প্রাণসমর্পণ আছে; আমাদের মত কথায় নয়, কার্য্যে; ইহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধির লেশ মাত্রও নাই; স্ত্রী-পুরুষ, উভয়েরই এক পরমার্থ লক্ষ্য; অন্য দিকে দৃক্‌পাত নাই, পার্থিব কামনা নাই, বাসনা নাই। প্রেম আজীবন নিশ্চল, নিষ্কাম। ইহা ধর্ম্মের সোপান, স্বর্গধামের পথপ্রদর্শক। ইহা মনকে নির্ম্মল রাখে, কখন সমল নয়; ইহাতে অন্তরকে প্রশান্ত রাখে, কখন উদ্‌ভ্রান্ত নয়; ইহাতে অন্তরাত্মাকে পবিত্র রাখে, কখন অশুদ্ধ নয়, ইহাতে চিত্তের প্রমাদ আছে, অবসাদ কখন কোনমতেই নাই, জানিবে মর্ত্তে প্রেম নামটা আছে, কিন্তু লোকে ততদূর বুঝে উঠিতে পারেনা বা জানে না। যদি প্রেমময়ী ভগবতীর কৃপায়, পারে বা জানে, তাহাও আবার, হয়তঃ, একপক্ষে পারে বা জানে, অন্য পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত! তবেই ইহাতে কি সুখ জন্মিয়া থাকে? বরং, মহান্ দুঃখ ভোগই হয়।

কামিনী। তাহাই ত আমার হইয়াছে, দিদি!—তুমি কি কথাই বলিলে!—আমার সঙ্গে ঠিক্‌ই মিলিয়া গিয়াছে। তুমি পাকা লোক কি না, অনেক দেখেছ, শুনেছ, ঠেকেছ, ভুগেছ, কত শিখেছ, তাই এত পেকেছ!—আমার পোড়ার দশা হয়েছে কি—দিদি! "যার জন্যে প্রাণে মরি—সেই দেয় গলে ছুরি।"—আর কি বলিব, বল? এসব ভাগ্যের ফল বইত নয়; চেষ্টায় কিছু হয় না। কম দুঃখ কি দিদি? এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই; পৃথিবী দ্বিধা হইলে, তাহার গর্ত্তে প্রবেশ করিতাম; লোকালয়ে বা ভাগ্যবতী পতি-সোহাগিনীদের কাছে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না।

গিন্নী। হয় বই কি ভাই! না হইলে, তোমার হইল কি রূপে? তোমার মত এমন শত শত আছে; কলির সংসারের এই রীতি, জাননা কি?—"পুরুষ অতি কৃতঘ্ন জাতি তাই নারী কপটী অতি।"

কামিনী। ঠিক বলেছ, দিদি। ঠিক্! ঠিক্। আমিও অনেকের দেখেছি।

গিন্নী। তুমি, ভাই! তাকে যে চোখে দেখেছ, সে তোমায় সে চোখে দেখে নাই এই হইতেছে কথা। আমার বিশ্বাস, তুমি তাকে ভাল না বাসিতে, অন্ততঃ তার প্রতি টান একটা নাও দেখাইতে, তাহা হইলে, সে তোমার মন যোগাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিত; তুমি তাকে শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, সে আল্‌গা দিয়াছে—এইত কৃতঘ্নের রীতি। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই ত নারীজাতি কুটীল প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। আমি ত জানি, তাহারা কখনই আপন স্বামীর কাছে মুল খুলেনা; বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটাইতে চাহেনা, ভিতরে এক রকম, বাহিরে অন্য রকম দেখায়; মরিবে তবুত মারিতে ছাড়েনা। স্বামিকে কোন মতে ধরা দেয়না। এই জন্যই তাহারা স্বামীকে কাঁদাইয়াও সন্তুষ্ট হয়; মর্ম্মযন্ত্রণা পাইলেও, মর্ম্মযন্ত্রণা দিতে কুণ্ঠিত হয় না।—তাই বলি, যেমন নর, তেমনি নারী; যেমন হাঁড়ি, তেমনি সরা; এই রকম হওয়া চাই; নহিলে ভাই, ভদ্রস্থতা নাই।

কামিনী। তা যাইহোক দিদি! আমি ওরূপ হইতে জীবনান্তেও পারিবনা; কপালে যাহাই হউক আমার, আমি আমার ধর্ম্ম পালিব, তাহার মনে যাহা থাকে, সে তাহাই

করিবে। দেখ দিদি! যে বস্তু প্রাণাপেক্ষাও অধিক, সংসারে যাহার তুলনা নাই, তাহার সঙ্গে কপটতা! কপটতা স্ত্রীজাতির একটা ব্যবসায় বটে; স্বামীকে ফাঁদে ফেলিবার বা হাতে আনিবার একটা প্রধানতম কৌশল বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া আমার দ্বারায় সে চাতুরী বা ব্যবসা চলিবেনা। স্বামীকে ধরা দিয়া, তাহার কাছে মন প্রাণ সঁপিয়া, তাহাকে যাবজ্জীবন কাল খোসামোদ বা তাহার পায়ে পড়িয়া যদি আমি অকূল পাথারে ভাসি, সেও আমার ভাল, সেও নারীর শ্লাঘ্য। মন প্রাণ ঢালিয়া দিবার; এমন আর কোন্ সম্পর্ক আছে জগতে দিদি? সতী কখন পতির সঙ্গে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা করে? তবে মাঝে, মাঝে, এই মনে উদয় হয় (আলিঙ্গনে ধারণ করিয়া)—

রাগিণী আসোয়ারি—তাল যৎ।

প্রাণ কাঁদালে আমায়।
পরবাসে গেল চলি ভাসায়ে হেথায়॥
কুলবালা (বেশ) ছিলাম কুলে, আনিল একোন্ কূলে.
তা বিনে দেশে কি বলে, ফিরিব লো হায়।
জুড়াব পোড়াজীবন, ঝাঁপিয়ে গঙ্গায়॥

বেঁটেগিন্নী। তাইত কামিনি! তোর এই বয়সেই এত?

কামিনী কহিল, হাঁ লো, হাঁ,—বলিতে বলিতে, প্রগাঢ় সুষুপ্তির পর, সোণামনি উঠিয়া বসিল এবং কামিনীকে টানিয়া লইয়া আপন ক্রোড়শায়িনী করিল; করিয়া কহিল,—কামিনি! এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া কি হইতেছিল? রাত্রিও ত কম

হয় নাই; তোর কি আহার নিদ্রা নাই? একটু কিছু খা; রাত্রিতে ত রাঁধা বাড়া হইবেনা; জল খাইয়া সকলকেই কাটাইতে হইবে।

কামিনী। (সোণামনির গলা ছাঁদিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ ভাবে) আ! খাইবই এখন; এত তাড়াতাড়ি কেন? কতই বা রাত্রি হয়েছে!

সোণামনি। মাঝি! মাঝি! ও মাঝি! তুমি বলত কত খানি রাত্রি হইয়াছে? তোমরা ত ঠিক রাত্রি চেন।

মাঝি। রাত্রি দেড় প্রহরের বেশী হয়েছে গো! ঐ যে প্রহরে তারা, জল্ জল্ করিতেছে, ওটা অনেক ক্ষণ উঠিয়াছে ঐ দেখনা, তোমার ত সম্মুখভাগেই; কত উচুতে উঠিয়াছে!

সোণামনি।—এই শুনিলি?—কতটা রাত্রি হয়েছে!

কামিনী। (উঠিয়া বসিয়া) তাত শুনিলাম।—সোণা দিদি! সোণা দিদি (অঙ্গুলি বাড়াইয়া)! দেখ্ দেখ্, কেমন তারাটী! গঙ্গা অবধি যেন আলোকিতা করিতেছে! কি উজ্জ্বল! কি সুন্দর! যেন একটী জীবন্ত রৌপ্য-পিণ্ড! আবার যেন নড়ছে, দেখ্। আচ্ছা বেঁটেগিন্নী দিদি! তারাগুলি নাকি চন্দ্র-দেবের স্ত্রী? এত বিবাহ?—তা হলে, এটীও স্ত্রী? আহা! এই অন্ধকারের মধ্যে, নীল আকাশের কোলে একলাটী কোথায় প্রাণপতি, ঠিক্ নাই। তিনি, বুঝি, আর কোন তারার কাছে হাসিয়া হাসিয়া বসিয়া আছেন?—এ তারাটীর দুর্গতি, তাঁর একবার মনেও পড়িতেছেনা।—হায়! পুরুষ মানুষের স্বভাব সর্ব্বত্রই এইরূপ! নারীর মর্ম্ম-বেদনা বুঝিয়াও বুঝেন না। পুরুষেরা এক রকম, আমি দেখ্‌ছি, জ্ঞানপাপী

নিজের কষ্টটার বেলায় বেশ বুঝেন, আর অপরের তা বুঝিতে চাহেনা। কি ইষ্ট সাধক জাতি!

সোণামনি। তোমার ও ঐ রকম, কামিনী-মণি!

বেটেগিন্নী। শুন, ভাই, সোণা! কামিনীর মন যেমন তার জন্যে করে, তার মন কি তেমন হয়? কামিনীর ভাব গতিক দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীতি হয়, কামিনী যেন সেই কুমারের কে ছিল পূর্ব্বজন্মে; নতুবা এরূপ অসাধারণ অকৃত্রিম ভালবাসা কি জন্মায়?

সোণামনি। (কামিনীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে২) কি বলিব দিদি! ইহা ত অন্য বস্তু নয় যে কামিনীকে ভুলাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দিব! কামিনী-মনির এরূপ ভাব দেখিলে আমার মনে যে কি হয়, তাহা এই গঙ্গার উপরে কি বলিব!—এই টুকু মেয়ে, এর যে পতি জ্ঞান পতির প্রতি আশক্তি। তাহা মুখে বলিবার নয়। "স্বামী-স্বামী" করিয়া ক্ষিপ্ত-প্রায়! এই বুঝনা কেন, এই মেয়ে এই মোটে বিবাহ হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে এর কিছুই জ্ঞান, বুদ্ধি জন্মিয়াছে কি? কিছুই না; কবেই স্বামীকে পূরামাত্রায় দেখিল, কবেই বা জানিল, কবেই বা চিনিল! তথাচ, ইহার একটী স্বভাবজাত আকর্ষণ জন্মিয়াছে। কুমার ত কামিনীকে গ্রাহ্য মধ্যেই আনেন না। একদিন ও তাহাকে একবার ছাড়া দুইবার ফিরিয়া চাহিতেও দেখিলাম না; একমুহূর্ত্ত 'কামিনি' বলিয়া আদর সোহাগ বা একটা মিষ্ট কথা কহিতে বা যেমন সম্বন্ধ তেমন ভাব দেখাইতেও দেখিলাম না, বিদেশ যাইবার সময় একবারটী বিদায়-জিজ্ঞাসা ও করিলনা! কিন্তু এর ত মন

তাহাও বুঝিলনা, এর প্রাণ ত তাহা বলিয়া প্রবোধ মানিল না, শান্ত হইলনা, সেরূপ মায়া-মমতা বিহীনের প্রতিও মায়া-মমতা করিতে ক্ষান্ত হইবেননা, এর অন্তর নিরন্তর তাহার জন্ত উৎক্ষিপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত! কি আশ্চর্য্য বিধির কার্য্য! কি চমৎকার সম্বন্ধ! পূর্ব্বে ত আর ইহার এভাব, ছিলনা; কিন্তু চারি হাত যোড়া হইয়া পর্য্যন্ত হাতে, হাতে স্পর্শ হইয়া পর্য্যন্ত, কামিনীর আমাদের সে পূর্ব্বভাবের, সে পূর্ব্ব স্বভাবের, সমস্তই একবারে বৈলক্ষণ্য হইয়া গেল!—তখন বালিকা বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল, এখন যুবতীর ধরণ আচরণ সমস্ত হইয়াছে।—তখন মা- বাপ বই আর কাহাকেও জানিতনা, আমাদের বই আর কাহাকেও চিনিত না, এখন কামিনীর আর তাহা নাই।—এখন পূর্ব্ব মায়া-শৃঙ্খল কাটিয়া, অপর এক নূতন অপূর্ব্ব বস্তুর জন্ত লালায়িতা; সুতরাং তৎলাভে ধবিতা। নদী যেমন পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়া নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নানা দিক্ দেশ উত্তীর্ণা হইয়া, অবশেষে সাগরে আসিয়া মিলিতা হয়, কামিনীরও আমাদের সেই নদীর দশা ঘটিয়াছে। যে কামিনী একদিন না খাইলে, ম্লানমুখী হইত, বিরসাঙ্গী হইয়া পড়িত, সেই কামিনী, দেখ আজ দুই তিন দিন প্রায় অনশনে অর্দ্ধাশনে এই পথভ্রমে অনায়াসে হাস্তমুখী হইয়া বিলক্ষণ উৎসাহে চলিয়াছে। কোথায় যে চলিয়াছে—এখনও তাহার নিরাকরণ নাই, অবধারণও নাই! কি পরপুরুষের প্রভাব, কিবা তাহার আকর্ষণ-শক্তি, ধন্ত কাল-মাহাত্ম্য! ধন্ত যৌবনাঙ্কুর! স্বামীর হস্ত-স্পর্শস্ফুলিঙ্গ অঙ্গে লাগিতে না লাগিতেই, নব-যুবতী দগ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল! যৌবন বিশেষে নবযৌবন

অতি বিষম কাল; ইহা সুখের যেমন দুঃখেরও তেমনই; মা-বাপে যাহাকে দেখিয়া দেন, একবার বিচার ব্যবহার না করিয়া মন তাহার দিকে ধাবমান হয়—কাণ্ড-জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবমান হয়। মন আর পশ্চাতে ফিরেনা, ভবিষ্যৎ ও ভাবেনা, কেবল উপস্থিত লক্ষ্য করিয়া চলে; বাল্য-লীলা সমস্তই ভুলিয়া যায়, যৌবন-লীলা-লালসায় আশ্বাম্বিত হয় ও আত্মহারা হইয়া দিনান্তে ভগবৎবিস্মরণ হইয়া যায়। এমন পোড়া পাপ কাল ত আর নাই! যাঁহাদের হইতে পৃথিবী দেখিলাম, যাঁহাদের দ্বারায় এত বড়টা হইলাম, যে ভগবানের কৃপা বশতঃই মনের উৎকৃষ্ট সুখ-সম্ভোগ ইচ্ছা করিলাম, সেই তাঁহাদিগকেই ভুলাইয়া দেয়। পিতৃ-মাতৃ সেবা আর মনে থাকেনা, স্বামির সেবাই বলবতী হয়। বাল্য-সরলতা আর থাকে না, যৌবন-মত্ততা আসিয়া দেখা দেয়। স্বামীতে তন্ময়ত্ব হয়; স্বামীই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। এখন পর আপন হয়, আপন পর হয়। কি ভয়ানক ভাব দেখ দেখি! এখন সেই পরপুরুষে মন প্রাণ ও আপন সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়া আরও যাহা কিছু থাকিলে বা পাইলে দিবে ইচ্ছা হয়। এই জন্যই বাপ মার কাছ হইতে কিছু পাইয়া, বা চাহিয়া, যে কোনরূপেই হউক তাঁহাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া লইয়াও, স্বামীর চরণোপ্রান্তে দিবার বাসনা বলবতী হয় এবং তাহাও কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে।—কেমন কি না? বল, দেখি কামিনী-মণি?

কামিনী। ঠিকইত কথা। এই কথা যে না মানে, সে এক রকম জন্তু বিশেষ। তাহার কেবল আহার নিদ্রাই জ্ঞান

আছে, আর কিছু না। যাহার বিশিষ্টরূপ পতিবোধ নাই, সে ত নিতান্তই অবোধ। এই পার্থিব পতি-জ্ঞান হইতেই ত শুনেছি, স্বর্গস্থ পতি-জ্ঞানোদয় হয়। এই পতিকে ভাল বাসিতে জানিলেই ত সেই পতিকে ভাল বাসিতে পারে। শুন, বেঁটেগিন্নী-দিদি! শুন সোণামনি দিদি! আমি মার মুখে শিখিয়াছি, "পতি স্ত্রীজাতির একমাত্র গুরু!"—কাজে কাজেই তাঁর জন্যই মন প্রাণ আর যাহা যাহা আছে বা যে কোন রকমে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত, উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারা যায়না। অবশ্য, প্রাণের ভালবাসা এই রকম! প্রাণের টানের এইরূপ কার্য্য, তাহা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক, তাতে পাপই হোক, আর পুণ্যই হোক্, তাতে ইষ্ট থাকুক, আর নাই থাকুক, তাতে সাধুবাদ থাকুক আর অপবাদই থাকুক, মন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপও করিবেনা, করিবে কেবল প্রাণের স্বামীর সন্তোষ বা অসন্তোষের দিকে। এমন সম্পর্ক কি আর আছে, দিদি?—যে জানে, সেই জানে, যে জানেনা, সে জানেনা, জানিবেওনা কস্মিন্‌কালে। বিধাতা তাহাকে অমৃতআস্বাদনে বঞ্চিত করেছেন। তার বিবাহ নাম হইয়াছে মাত্র; মনপটে তাহার স্বামি-চিত্র কখন পড়েনা; স্বামী তাহার আছে না আছে। যে স্বামীর জন্য পাগল না হইতে পারিল, তাহার আবার ভালবাসা কিসের? আমি শুনিয়াছি, ভালবাসার উৎকর্ষ-সাধন পাগল হওয়া; সেই জন্যই ত মহাদেব ঠাকুর পাগল। সেই জন্য আমিও আজ "স্বামী-স্বামী" করিয়া পাগল হইয়াছি—পাগলী সাজিয়াছি। সেই পাগল ভাল করিবার জন্য, সেই পাগলের ঔষধ খাওয়াবার জন্যই

আমাকে সোণামনি আজ কোথায়, কোন্ দেশে, কোন্ দূরদেশে এই ক্ষেপা-বেশে লইয়া যাইতেছে। যাইতেছে ত যাইতেছে – উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।—কবে, কখন্ গিয়া যে ধরিব, তাহার ও ঠিকানা, কূল-কিনারা নাই।

সোণামনি।—শোন্ কামিনি! ঠিকানা আছে, কূল কিনারা আছে, সব পারি। তুই এখন, ঘুম। আর বকিস না বকাস্না।

কামিনী। আচ্ছা! আচ্ছা!—তোমার কথা, দিদি! আমি শুনিবনা? বাপ্‌রে! তুমি যা বলিবে আমি তাই শুনিব। তোমায় কি চটাইতে আছে, দিদি? (ভ্রূদেশ ঘূর্ণিত করিয়া) আমি তবে, এই শুই; তোমার এই বাঁ দিকেই শুই; তুমি আমার ডাইন দিকে শুও; আমি তোমার গায়ে একটা পা দিয়া শুইব।

সোণামনি। (সেই তমোরাশি মধ্যে শ্বেতদন্ত পংক্তি বিকাশ পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা! আজ শোও।

কামিনী। আজ ত শুইবই; এইত শুইয়াছিই। কাল বুঝি, নয়?

সোণামনি। (মুখখানি ধরিয়া আদর করিয়া) কাল আর আমার কাছে বা আমার পাশে তোমায় শুইতে দিতেছিনা। রোজ রোজ?

কামিনী।—(নাকে কাঁদিয়া) কালকে আবার কোথায় তবে?

সোণামনি। এত ভয় কেন? আমিত তোমায় ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও পলাইতেছিনা।·বল্‌ছি কি—কালকে তোমায় তোমার স্বামীর কাছে রাখিব।

কামিনী। হাঁ! তাঁর কাছে আবার শোয়াইবি? আমি

তোরে ছেড়ে, আর কারও কাছে যাইবনা; আর কোথাও শুইব না. আমার মাথা খাও. সোণা; আমার মরা মুখ দেখ্‌বে—

"দেখ্‌ কামিনি! আমি মরিয়াও, তোর যদি ভাল করিয়া দিতে পারি, আমার সেও ভাল।"

কামিনী। (পিট চাপড়িয়া) আমার প্রাণের সোণা দিদী এমনই বটে।

সোণা। এখন ঘুম। সুরধনীর হিল্লোলে গা ঠাণ্ডা হইয়া বেশ ঘুম আসিবে এখন। এই আমিও শুইলাম। তোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছি। আর জানিস্‌ না।

কামিনী। (মাথা তুলিয়া) তবে, বেঁটে দিদি! তুমিও শোও। আমার দিকে মুখ করিয়া শুইও।

বেঁটেগিন্নী। কিন্তু, তুই, ভাই! আগে ঘুম; তার পর ঘুমাব।

কামিনী। (পা দিয়া ঠেলিয়া) এ পোড়ারমুখী সোণামুখী খুব ঘুমাইতেছে, যেন মরিয়াছে!—আচ্ছা! এইবার ঘুমাব. একটী গান শুনিয়া হাসিতে হাসিতে ঘুমাব; সোণা দিদি! একটা গাওনা?

সোণামনি।—

রাগিণী গান্ধার ভৈরবী—তাল যৎ।

ভেবনা আর চাঁদবদনী অচিরে দেখাবো তারে।
দেখায়ে সে চাঁদবদন, প্রেমের ডোরে বাঁধ্‌বো ধরে॥
ক্ষুধা মিলিবে ক্ষুধা ভাঙ্গিবে, বারেক তারে পেলে পরে।
মোহন-দাঁড়ে বসায়ে চোরে, 'কামিনী' বুলি ধরাবো তারে॥

কামিনী। আ-হা-হা! (হাসিতে হাসিতে) তবে নির্ভাবনায় ঘুমাই আমি, বেঁচে দিদি! আমার গায়ে হাত দিয়া থাকিও, নইলে চমকাইয়া উঠিব। এখন, তোমরা সকলে ঘুমাও। আমি আর জাগিয়া থাকিবনা, তোমাদিগকে বকাইবনা।

চারিজনে নৌ শয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইল।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিশ-দাঁড় চলিতেছে, যেন তাড়িত-বাহিত, নৌকার মধ্যে চারি জন মাত্র স্ত্রীলোক। চারিজনেই ঘোর নিদ্রায় বিভোরা চেতনাহারা। সাড়া শব্দ নাই, পাশ ফেরা নাই; মধ্যে মধ্যে কেবল সোণামুখী ও বেঁটেগিন্নীর নাক ডাকিতেছে ঘড়্ ঘড়্ করিতেছে, যেন নাকে নাকে লড়াই বাধিয়াছে!

বাঁশী মাঝি ব্যতীত সকলেই একতানে একমনে উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে; সুগভীর নিশীথের গানে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে!—বাঁশী কেবল মাঝে মাঝে অর্দ্ধমুদিত নয়নে, অর্দ্ধশুষ্ক মস্তকে ঘাড় নাড়িতেছে—তাহার যেন ভাব লাগিয়াছে! হালখানি বাম বগলে সংলগ্ন মাত্র আছে; শুষ্ক কর্দ্দমাক্ত ধূসরিত পা-দুখানি ছড়ান আছে। আর মধ্যে মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া নয়ন মেলিতেছে—দেখিতেছে কোন্ দিকে নৌকা অন্ধকারে চলিতেছে।

এমন সময়ে, প্রিয়তমা রোহিণীর জন্য অর্দ্ধেক কলেবর

রাখিয়া আসিয়া, অৰ্দ্ধপ্রভা সঙ্গে করিয়া, অত্যাজ্যা উষাবতীকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রাখিয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, নৌকাচারিগণকে হাসাইয়া নিশাচরদিগকে ভাবনায় ভাসাইয়া, আস্তে আস্তে চন্দ্রদেব দেখা দিলেন। চন্দ্রের কিরণ গঙ্গাবক্ষঃ আলিঙ্গন করিল; নীলে শ্বেত মিশিল, ক্রমশঃ তরুপরে, লতায় পাতায় সেই কিরণ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; অবশেষে গহন বনগর্ভে প্রবেশ করিল; বনজন্তুগণ ত্রস্ত ও চকিত হইল। উচ্চের কাছে নীচ চিরদিনই প্রভাহীন; তাই খদ্যোতরাজি নিষ্প্রভা ও নিঃক্ষমতা হইয়া, তৃণমধ্যে পতিত ও বৃক্ষলতায় সংলগ্ন হইয়া, নিশ্চলভাবে রহিল।—দেখিতে দেখিতে উষাদেবী দেখা দিলেন, তাঁহার দেখা পাইয়া, পূর্ব্বদিক্-দেবী বিবর্ণা হইয়া উঠিলেন।

ভোর হইল। নিদ্রাতুরের ঘোর ভাঙ্গিল, অমৃতায়মান সঞ্জীবন মৃদুপবন-তাড়নায়, মৃতবৎ নারীচতুষ্টয়ের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া, সচকিতা সোণামুখী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাঝীকে জিজ্ঞাসিলেন—বাঁশি! এ কোন্ জায়গায় আসিলে?

বাঁশী। এ এই পদ্মানদী পিছু রাখিয়া, পশ্চিম-উত্তর-মুখ হইলাম।

কামিনী।—(সোণামণির গা ঠেলিয়া) শুন দিদি! এই, 'দুর্গা! দুর্গতিহরা!' বলিয়া উঠিলাম, সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলাম। এখন আমার মনে কি রকম একটা ভাবের উদয় হইতেছে! আজ আমার ভাগ্যে কি একটা অভিনব ঘটনা ঘটিবে বলিয়া, বেশ বোধ হইতেছে! যদি কোন ভাল ঘটনা হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল, আর নহিলে, সোণা! এ প্রাণ,

এ ঘৃণিত জীবন আর রাখিব না। এত অভাবনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া, এত বেগ পাইয়াও, যদি আজও মনস্কামনা পূর্ণ না হয়, তবে, এই দিবাবসানে এ ছার প্রাণেরও অবসান করিব, সেই প্রাণ-দেবের উদ্দেশে প্রাণের পূর্ণাহুতি দিব।

সোণামনি কেন? কামিনী! কেন? ছি! আমার সম্মুখে কি এত খেদ, আক্ষেপ, এত তাপ, এত পরিতাপ প্রকাশ করিতে আছে? না, আমার প্রাণে তাহা সহ্য হয়?—ছি! ছি! কামিনী-মণি! (কামিনীকে সস্নেহে ও মনসোহাগে ক্রোড়-মধ্যে ধারণ করিয়া) ওরূপ আর করিওনা! আমি যদি একান্তই তোর মনোবাসনা ও চির-মনোস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে নাই পারি, তবে তোর সম্মুখে, আগে আমি এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, পরে তুই করিস্। কিন্তু, আমার বেশ বোধ হইতেছে, তাহা করিতে হইবেনা। অচিরেই, তুমি তোমার প্রাণের শ্রীমান কুমার-ধনকে পাইবে; আমরা তোমাদের সুখের সম্মিলন দর্শন করিয়া, স্বর্গসুখ অনুভব করিব, নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিব দেখিবে।

কামিনী। এমন দিন কি হবে, দিদি? আমার দুঃখের নিশি কি পোহাইবে? আমার চিন্তা-কুজ্ঝটিকা কি সুখরবি উদয়ে অপসারিত হইবে?—(সোণার গলা ধরিয়া) দিদিরে! দিন যতই যাইতেছে, তনু আমার ততই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, সকল আশা মনেতে লীন হইয়া যাইতেছে! কেন আমি সখী কমলাকে অবলম্বন করিয়া, নিজের মৃত্যুর কারণ, সে বিষম বিষপানে মত্ত হইলাম? পুরুষ যে এতদূর গরলাধার কিরূপে জানিব?—কেমন করিয়া বুঝিব?

সোণামনি। সে জন্য এত অনুতাপ কেন? জাননা কি, কামিনী? জগতে যাহাতে বিষ থাকে, তাহাতে আবার অমৃত ফলে; আর যাঁহাতে অমৃত থাকে, তাহাতেই আবার বিষ জন্মায়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কামিনী ঈষৎ হাসিলেন; বোধ হয়, ভাবটা বুঝিতে পারিয়াই, ঈষৎ অধোবদনা হইলেন ও একটী সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিলেন।

সাধু। (ভোলাকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে শালা! দাঁড় টান্‌তেই খুব মজুত; দাঁড় টেনে টেনে ত গা দিয়ে আগুন ছুটে গেল, হাতে ফোস্কা পড়ে গেল! গোটা আষ্টেক ঐ ইলিশ মাচ দেখ্‌না? আজ আজার হালে খাওয়া হবে এখন, আজা বাবুর নাম করে চা দেখি, অমনি নাও দেয়, সস্তায় দেবে এখন।

ভোলা!—বেশ বলেছিস্, ভাই! গোটা চারেক পয়সার মধ্যে যাতে হয়, তা করে নে এখন। তুই এখন্, টান্ টান্! দাঁড় থামাস্ নে। আর এনারা কেউ বুঝি ভাত টাত খাবে না; কই, চেষ্টা মেষ্টা সে রকম ত কিছু দেখা যাচ্চেনা; ওমাছ কটা মোদেরই পেটে যাবে এখন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকের ইলিশমাছ ত প্রায়ই উদরস্থ হয়না, জিহ্বাগ্রে স্পর্শও হয়না; তাই, আজ আট আটটা ইলিসমাছে চর্ব্ব্য চোষ্য করিয়া, অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে, আহার-ব্যাপার সম্পাদিত হইবে—এই আমোদে প্রমোদে, উৎসাহে ও উল্লাসে দ্বিগুণতর স্ফীত হইয়া, দাঁড়ীরা দ্বিগুণতর জোরে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া দাঁড় ফেলিতে লাগিল, নৌকাও টপ্ টপ্ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

নৌ-গতি-দর্শনে, বুদ্ধিমতী সোণামনির মনে মনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ; সে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে, আর কত কি মতলব আঁটিতেছে!

নারীচতুষ্টয়ের মধ্যে, কেহ কিছু বলিতেছে, কেহ কিছু ভাবিতেছে, এমন সময়ে, সুদূর-দৃষ্টি-সংলগ্না, পতিচিন্তানিমগ্না কামিনী আত্মপ্রিয়-ভাবিনী সোণামনিকে কহিলেন,—দেখ্ দেখি সোণাদিদি! ঐ লিক্ লিক্ করিতেছে, ওটা কি?

সোণামনি। ওগুলি ধ্বজা পট্ পট্ করিয়া উড়িতেছে, এইত বোধ হয়!

কামিনী। আমারও ঐরূপই অনুমান হইতেছে! আচ্ছা, আর একটু যাওয়া যাক; তাহা হইলেই, সুস্পষ্ট বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর মাঝিকে ধরিয়া রাখ, আর খানিক গিয়া, যেন অগ্রসর না হয়।

ক্রমশঃ যাইতে যাইতে, গঙ্গার উত্তর পারে, উড্ডীনা সপ্ত পতাকা-সুশোভিতা নানা-পুষ্পমালা-সুসজ্জিতা সপ্ততরী দৃষ্টিগোচর হইল। তখন, সোণামনি মাঝীকে কহিল, অয়ি বাঁশি! আমাদের নৌকা এপার রাখিয়া চালাও, আর এক রসি পথ যাইয়া, এপারেই নঙ্গর করিবে।

কুমারের সপ্ততরী জাহ্নবীর উত্তর পারে আছে, আর কামিনীর নৌকা তাহার ঠিক্ বিপরীত ভাগে দক্ষিণধারে, কিঞ্চিৎ পশ্চিম রাখিয়া, নঙ্গর করা হইল।

সোণামনি। আমাদের কুমারের সাত ডিঙ্গা ঐ যে সম্মুখেই দেখা যাইতেছে!

"কুমারের সাতডিঙ্গা" শুনিয়া, কামিনী যেন চক্ষু কপালে তুলিয়া, লাফাইয়া উঠিলেন; সহসা তাঁহার মুখ প্রদেশ ঈষৎ লাল আভা দেখা দিল! তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; গাত্র লোমাঞ্চিত হইল; বামনেত্র ঘন ঘন স্পন্দন হইতে লাগিল! তিনি অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিতে অসমর্থা হইলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর একবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; আকুঞ্চিত নয়ন-যুগল হইতে, আনন্দাশ্রুধারা বিগলিতা হইতে লাগিল! তখন তিনি কিঞ্চিৎ অধোমুখে উপবিষ্টা ছিলেন;

সেই বিগলিতা অশ্রুধারা সমূহ, যেন মালাচ্চ্যুত এক একটী ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাবৎ, তাঁহার পদোপরি পতিত হইতে লাগিল!

তদ্দৃষ্টে, সোণামনি আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া কহিল,—আর ভাবনা কি, কামিনি! এইবার দুঃখের নিশি অবসান হইল, দেহে তোমার প্রাণ আসিল। কেমন?

মেঘ-জাল-নির্ম্মুক্ত কৌমুদীবৎ হাস্য করিয়া, শ্রীমতী কামিনী উত্তর করিলেন, তাহা যদি হয়, সে তোমারই গুণে ও ক্ষমতাতে, ভাই!—এখন তুমি কেমন করিয়া ঠিক অবধারিত করিবে যে, ইহা সেই গুণধর পুরুষেরই নৌকা?

সোণামনি। তাহা না হইয়া যায় না। আমি ইহা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। আচ্ছা, তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমি এই মাঝী দ্বারায় সমস্ত ঠিক করিতেছি। তোমরা সকলে ঠিক্ ঠাক্ হইয়া বস। তুমি, সোণামুখী ও গিন্নী দিদি আপনাপন ছদ্মবেশ ধরিয়া, প্রস্তুত হইয়া থাক। আমিও জানিতে বলিয়া দিয়া, পুরুষ-বেশ গ্রহণ করি। 'আচ্ছা, সব প্রথমে মাঝীকে একবার জিজ্ঞাসাই করিনা কেন?—(মাঝীকে সম্বোধিয়া) বাঁশি! দেখ, দেখি, ঐ ডিঙ্গাগুলি কোথাকার?

সোণামনি। আচ্ছা ও-গুলি তুমি কোথাও কোন রকমে দেখিয়াছ কি?

বাঁশি। এগুলি আমি দেখিয়াছি বই কি। এ কয় খানাকেই, আমি আজ দিন পনর ষোল হইল, আমাদের পূর্ব্ব-পাড়ার ঘাটে দেখিয়াছিলাম; তখন ইহাতে সাজ-সজ্জা হইতে ছিল। তার পর, আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, এই সাত ডিঙ্গা লইয়া আমাদের পূর্ব্ব পাড়ার ধনী মহাশয় যে কীর্ত্তিচন্দ্র

সওদাগর আছেন, তাঁহার পুত্র কুমার বাবু কোথায় বানিজ্যার্থে কাশ্মীর অঞ্চলে যাইবেন—এইমাত্র। এ নৌকাগুলিকে মহা-সমারোহের সহিত ঘাট হইতে ছাড়িতেও দেখিয়াছি। আমি সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার বেশ বোধ হইতেছে, এ সব নৌকা তাঁহারই। তবে ঠিক যদি জানিতে চাহেন, আমি সংবাদ আনাইতেছি।

ইত্যবকাশে শ্রীমতী কামিনী শ্রীমান রাজকুমার সাজিলেন, সোণামুখী ও সোণামনি দুই তরবারি হস্তে পার্শ্বচর সাজিল এবং বেঁটে গিন্নী একটু স্থূলকায়া থাকায়, সুন্দর শ্মশ্রু-বিরাজিত, উজ্জ্বল-তরবারি-নিষ্কাশিত, এক ভোজপুরী দ্বারবান্ সাজিলেন।

স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, যেস্থানেই হউক, নারীজাতির দুর্বোধ্য কৌশল ও অসীম ক্ষমতা! সেই কৌশল ও ক্ষমতায় বলবতী হইয়া, এই নারীচতুষ্টয় আজ অসমসাহসে অগ্রসর হইলেন। কাহার সাধ্য, কে বুঝিবে যে, তাঁহারা নর নহেন, নারী! এই স্থান হইতেই অবোধ তরলমতি কুমারকে সজোরে আকৃষ্ট করিবার জন্য, তাঁহারা মায়া-মোহ-জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রবীণ কর্ণধার লোক প্রমুখাৎ যথাযথ সংবাদ আনিয়া সোণামণিকে যথাযথ বিজ্ঞাপিত করিল। আবার বিশ্বস্তা সোণা-মনি প্রমুখাৎ সমস্ত তথ্য জ্ঞাপিতা হইয়া কামিনীমণি সম্পূর্ণ আশ্বস্তা হইলেন। পরে রাঁধনীদিদীকে কহিলেন, দিদী! তোমাদের কৃপায় ও ভগবতীর প্রসাদে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার এক্ষণে সম্ভাবনায় দাঁড়াইয়াছে, আর আমার তত আতঙ্ক নাই, নৈরাশ্য-সহচর আমায় এক্ষণে ত্যাগ করিয়াছে, আমি অনেকটা নিশ্চিন্তা ও নির্ভাবনা হইয়াছি, অতএব তোমাদের কাহারও আহারাদি

হয় নাই, তজ্জন্য আমি বড়ই দুঃখিতা ও উদ্বিগ্না আছি, অতঃপর তোমরা সকলে রন্ধন পাকাদির উদ্যোগ আয়োজন কর, এ দিবাভাগের মধ্যে আর আমাদের কোন চেষ্টা চরিত্র হইবে না। (সোণামনির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেমন, সোণাদিদি?

সোণামনি।—হাঁ। এখন হাতের গোড়ায় পাইয়াছি, এখন আর বেশী তাড়াতাড়ির দরকার কি? আহারাদি সারিয়া, আমরা তখন ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিব, ফাঁদে চাঁদ ধরা পড়ে কিরূপে দেখা যাইবে।

তদনন্তর, রন্ধন ও ভোজন সমাপন হইতে, সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলেন। অস্তগামী হইলেন বোধ হয়, নারীজাতির এতদূর বিস্ময়কর অনুষ্ঠান দর্শনে, ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অবাক্ হইয়া, আপন অস্তগিরির পার্শ্বদেশে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। মন্দ মন্দ পবন হিল্লোলে, গঙ্গাগর্ভ মৃদু মৃদু তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

ভানুদেব ত পৃথীর এ অঞ্চল হইতে সরিয়া গেলেন; অমনি প্রতীক্ষমাণা রাত্রি-সহচরী সন্ধ্যাদেবী আসিয়া দেখা দিলেন। কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ; কাহার পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। দণ্ডেক পরেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আপাদ মস্তক সমাচ্ছন্ন করিয়া রাত্রি দেবী দর্শন দিলেন। গঙ্গাবক্ষঃ হইতে, লোকালয়স্থ কুকুরগণের রব কর্ণ গোচর হইতে লাগিল। শৃগালেরা বন হইতে বহির্গত হইয়া, কখন "ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ হোয়া হোয়া" শব্দ, কখন "ফেউ ফেউ" রব তুলিল কালপেচকেরা তাল বৃক্ষ কোটরে বসিয়া, "ক ক" ডাক ছাড়িতে লাগিল। তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নানারূপ কোলাহল ধ্বনি শ্রুতি

গোচর হইতে লাগিল। সপ্ততরী দীপমালায় সজ্জিতা হইল; সেই দীপালোক পরম শোভায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং কামিনীর অন্ধকার নিহিত বক্ষ মধ্যে আসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল!

কামিনী এখন আর সে কামিনী নাই;—সে অবলা বালা নাই, এখন সে সবলা রমণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এতদিন সে কেবল মাত্র আশার আশায় জীবন ধারণ করিতেছিল, এখন সে আপন আশার বস্তু সম্মুখীন পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে ভরসায় বিস্ফারিত হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন, সে অধৈর্য্য ও উদ্বিগ্ন, দুই ছিল; আজ তাহার উদ্বেগ গিয়াছে, কিন্তু অধৈর্য্যতা ক্রমশঃ আরও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছে!

পরে, নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, পতিসঙ্গ-কামিনী কিঞ্চিৎ নতশিরে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মর্দ্দন করিতে করিতে মৃদুস্বরে সোণামনিকে কহিলেন, আর সোণা-দিদি! এখনত আমাদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় প্রহরেক হইতে চলিল, আমাদের এখন কি করা উচিত?

সোণামনি। (হাসিয়া) কেন না, এত তাড়া কেন? আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব সহ্য হইতেছেনা, বুঝি! এতদিন কাটাইলে, আর একটা রাত্রি কাটেনা?

কামিনী। তা নয়, তা নয়! তাই বলছি! তুমি যে চিন্তাসাগরে সদাসর্ব্বক্ষণ ভাসছ, পাছে উপস্থিতটা ভুলিয়া গিয়া থাক, তাই মনে করিয়া দিতেছি, আর কিছু নয়।

সোণামনি। হইলেই বা আর কিছু। তাতেই বা তুমি এত অপ্রতিভ কেন?

কামিনী। তোমার কাছে আমার কি গোপন বা লজ্জা আছে, তাই আমি অপ্রতিভ হইব!—বলছি কি, আজ এই রাত্রি, আর একটু নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন হইলে, কোনরূপ চেষ্টা চরিত্র করিলে, কোন ফল হয় না কি?

সোণামনি। এখন তাড়াতাড়ি করিয়া খামকা চেষ্টা চরিত্র করিলে, কোন দিকই হইবে না, সব দিকই ফাঁসিয়া যাইবে।

কামিনী। তবে যাহা ভাল বুঝ কর। এতদিন গেছে, আর—

প্রায় দুই দণ্ড পরে, দাঁড়ী-মাঝিরা হাঁতি হাঁত করিয়া জঠর-গহ্বর পরিপূরিত করিল, এবং এক এক অঞ্জলি নির্ম্মল গঙ্গাজল পান করিয়া, "বড্ডি খাওয়া হয়েছে" বলিতে বলিতে যথাতথাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। অধিকাংশ দাঁড়ী তীরস্থ অন্যান্য নৌকায় গিয়া শয়ন করিল, আর অবশিষ্টাংশ কামিনীর নৌকায় আসিয়া পড়িল এবং হস্তপদ প্রসারিত করিয়া, অচৈতন্যভাবে নিদ্রা গেল।

আর কাহারও সাড়াশব্দ রহিল না। জগৎও এক্ষণে নিস্তব্ধ, নীরব, নিশব্দ হইল। রাত্রি অনেক হইয়া পড়িয়াছে, প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। এখন সুগভীর নিশীথ দেখা দিয়াছে। নীল-কৃষ্ণ আকাশে তারকারাজি হাসি খুসি করিতেছে, পশ্চিমোত্তর গগণপ্রান্তে "সপ্তভ্রাতা" উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অন্তরীক্ষের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া, ছায়াবৎ স্বর্ণনদী ঈষৎ বক্রভাবে উত্তর-দক্ষিণ লম্বমানা রহিয়াছে, সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শ্বেত হীরক-খণ্ড-সন্নিভ বহুসংখ্যক নক্ষত্র গঙ্গাবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তদীয় জলের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে! সুরসিক পবনদেব এরূপ চমৎকার সুযোগ পাইয়া, কত নিদ্রাবশা বিবশা রমণীর

বক্ষাচ্ছাদন উড়াইয়া দিয়া, সাদরে তাহাদের কপালের ঘাম মুছাইয়া শন্ শন্ শব্দে যেন হাসিতে হাসিতে, মৃদুমন্দগতিতে উত্তরাভিমুখে সঞ্চরণ করিতেছে।

বাল্যকাল হতেই, সোণামনি ও সোণামুখীর বড় লোকের বাড়ীতে থাকা অভ্যাস ছিল, সুতরাং নানারকম মনভুলান গান-বাজনা নাচ-তামাসা কথা-বার্ত্তা যথারীতি তাহাদের জানা-শুনা ছিল। সোণামনি এই নিশীথ সময়ে মহা সুবিধা দেখিয়া অভীষ্টসাধনে উদ্যোগী হইল। কামিনী-সুন্দরীকে অঙ্কোপরি উপবিষ্টা করাইলেন, এবং সোণামুখীকে বাঁওয়া তবলা দিয়া ও বেঁটে গিন্নীকে তালে তালে নুপুর পায়ে নাচিতে বলিয়া আপনি মনোমোহন গান সুরে ধরিল,—

তাল—একতালা।

আমরা 'পুরে'রি নারী, এসেছি নদী কূলে।
(আমাদের) সেই প্রাণ-হারী, প্রাণেরি হরি, দেখিব বোলে॥
আঁখি-জলে পা ধোয়াব, মাথার কেশে পা মুছাব,
এই বাসনা হে মনে করি, ঘরের বাহির হ'য়ে মোরা,
শেষে ভেসে ভেসে, এই তোমা ঘেঁসে, এসেছি সকলে॥

সোণামনি থামিল এবং কামিনীমণির অলক-শোভিত ননী-বিনিন্দিত সুকোমল বামগণ্ডদেশে সতৃপ্তিতে চুম্বন করিয়া কহিল, ওরে কামিনী ধন! তুই বোন্, একটা গান ধর?

কামিনী (মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সিন্ধু ভৈরবী সুরে) গান ধরিল।

তাল—একতালা।

দেখা দেও মনচোরা বঁধুরে আমার।
যে বঁধু বিহনে আজি, আঁধারে আঁধার ॥
বঁধু নাই এ কামিনী সঙ্গে, ফুলে মধু বিনা ভৃঙ্গে,
(তাই) ত্বরা এস লহ প্রাণ দিব উপহার ॥—

অই যা—গান গাহিতে গাহিতে, তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে মুহুর্মুহু দেখিতে পাওয়াতে, আর অবশিষ্ট টুকু একবারে ভুলিয়া গেলাম। এখন যেন নিদ্রা আসিতেছে, চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া পড়িতেছে, হস্তপদ অবসন্ন, মন কেমন বিষণ্ণ এবং ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইতেছে!

সোণামনি। আচ্ছা! আমার এই কোলে শুইয়া পড়, ঘুম আসে ঘুমাও! আর একটু জাগিয়া থাকিলে, হইত ভাল। আর একটা গানের পর, আমরাও শুইয়া পড়িব। আর কি সমস্ত রাত্রি জাগে? ভগবতী যদি দিন দেন, সে সময় হইলে, অবশ্য জাগিব, ভাই—তুমি এখন শোও। কেমন?

কামিনী। হাঁ, দিদি! তোমার কোলটী বেশ! আমি এই কোলে শুইয়া পড়ি; তোমরা গাও, গান শুনিতে শুনিতে আমোদে আমোদে ঘুমাইয়া পড়ি।—(সোণামনির চিবুক ধরিয়া ও নাড়া দিয়া) আচ্ছা! এবার কে গাইবে?—এবার গিন্নী দিদী গাইবেন। আর নাচিয়া কাজ নাই, খুব নাচ হইয়াছে; আর বেশী নাচিতে গেলে, বেশী দুপ্ দুপ্ শব্দে দাড়িয়া জাগিয়া উঠিবে!

সোনামণি। এবার, তবে বেঁটে দিদি! গাও, কামিনী বল্‌ছে।

আর এইবার হইলেই আজকার মত আমাদের আমোদ-প্রমোদ শেষ হইল। তারপর, বাঁচিয়া থাকি, কাল আবার মন মাফিক, সময় সুবিধা বুঝিয়া, যথা উচিত তথা হইবে।—কেমন, কামিনী-মণি?

কামিনী। আমি কি জানি? তুমি যেমন বুঝিবে, তেমনই করিবে—তাতে আর কথা কি?—এখন, সোণামুখী দিদি, বেশ ভাল করিয়া বাজাও, গিন্নী-দিদী সুর ধরুক, আর সঙ্গে সঙ্গে সোণামনি দিদী তাল রাখুক। এই শেষ গান।

বৈঁটেগিন্নী।—

তাল—একতালা।

এই দেছে দেখা যাবে কোথা আর।
সম্ভবে কি কায়া থাকে দূরেতে ছায়ার॥
নব যুবতী রেখে ঘরে, কার কি যেতে মন সরে,
ডাক্‌লে পরে, চায় সে ফিরে, আসেনা লজ্জাভয়ে তার।
যে হয়েছে প্রণয়ে বিভোর, ছিঁড়িবে কিসে প্রণয়-ডোর,
কামিনী মায়া নাইকো যার, কুমার সে, নাই জ্ঞান তার॥

গাইয়াই, অঞ্চল বিস্তার পূর্ব্বক, তদুপরি ধুপ্‌ করিয়া শয়ন করিলেন; যে শয়ন, সেই নিদ্রাকর্ষণ, অমনি অচেতন! কামিনীত গান শুনিতে শুনিতেই নিদ্রাগতা হইয়াছেন। তাঁহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া সোণামনিও তৎপার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

বুদ্ধিমান ও সাবধান বৃদ্ধ কর্ণধার নৌকায় নঙ্গর তুলিয়া, নৌকাখানিকে আর একটু গভীর জলে, অনেক দূরে আনিয়া, নঙ্গর ফেলিল।

সোণামুখী ঠিক জাগিয়া রহিয়াছে, সমস্ত দেখিতেছে। দেখিয়া নৌকায়ও আপনাদের নিরাপদত্ব বুঝিয়াও মনঃস্থির করিতে পারিতেছে না। তাই কখন চক্ষু মুদিতেছে, আবার মেলিতেছে।

এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে বুদ্ধিমতী সোণামুখী মীমাংসা করিল—কি জানি, জাগিয়া থাকাই উচিত; অন্ততঃ ভোর অবধি চোখের পাতা বোজা কদাপি হইবে না।

এক্ষণে নৌকায় কেবল দুইটী লোক জাগরিত; একটী স্ত্রীলোক, অপরটী পুরুষ,- সোণামুখী আর বাঁশী।

সোণামুখী এইরূপ নানারূপ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, জড়সড় ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে, কুষ্মাণ্ড-খণ্ডাকারে নিশানাথ শূন্যমার্গে উদিত হইয়া, অলন্ত রৌপ্যপ্রভায়, জগন্মণ্ডল যৎকিঞ্চিৎ বিভাসিত করিলেন।—চন্দ্রালোক-দর্শনে, সোণামুখী আহ্লাদে হাস্যমুখী হইয়া, মাঝীকে কহিল,—বাঁশি! আমি তবে ঘুমাই, তুমি সব দেখিও।—দেখিও, যেন তোমার তন্দ্রা না আসে, সতর্ক ও সজাগ থাকিও।

বাঁশি। মা ঠাক্রুণ! আপনাদের সে কোন ভয় নাই।

সোণামুখী প্রথমতঃ চন্দ্রোদয় দর্শনে, আর রাত্রি নাই বুঝিতে পারায় আশ্বস্তা হইয়া—দ্বিতীয়তঃ, বাঁশীর আশ্বাস ও বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যে নিশ্চিন্তা হইয়া, কামিনীর পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল, এবং বৈশাখের শেষরাত্রের পরম স্নিগ্ধ, গঙ্গাজল মিশ্রিত, সুখ-স্পর্শ মলয়ানিল, গাত্রে অনুভব করিতে করিতে, নিমীলিত-নেত্রা হইল; সুগভীর নিদ্রা আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে, গঙ্গার উত্তর ধারে, আজ চারি পাঁচ দিন অতীত হইতে চলিল, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র সওদাগরের তনয় শ্রীমান্ কুমার অবস্থান করিতেছেন, নানা আমোদ-প্রমোদে, মনোমত আহার বিহারে দিবানিশি কাটাইতেছেন। তাঁহার কর্ণকুহরে শ্রীনাথ-তনয়া শ্রীমতি কামিনীর নৌকার মধ্যে নৃত্যবাদ্য গীতাদির সুমধুর ধ্বনি প্রবেশ করায়, তিনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার চক্ষে নিদ্রাদেবী আদৌ আবির্ভূতা হন নাই! হইবেনই বা কিরূপে? তাঁহার যে নিষেধ আছে।—তিনিত শোকাতুরা, রোগাতুরা বিরহাতুরা ও কামাতুরাকে কখন দর্শন দেন না।

আবার এদিকে সতর্কা সুচতুরা সোণামনি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই পাঁচবার ডঙ্কার ঘা মারিল, তাহাতে ওদিকে কুমারের মন বিচলিত হইয়া, আরও আকৃষ্ট হইল! সে সময়, কুমারের স্পষ্টই প্রতীতি হইল, এ নৌকা কোন রাজ-

রাজড়ার নিশ্চয়ই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন তিনি আপন গোমস্তাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া ঝটিতি তদনুসন্ধানে পাঠাইলেন।

আদেশ পাইবামাত্র, একখান পার-নৌকা করিয়া গোমস্তা-মহাশয় এপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কামিনীর নৌকায় আসিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। প্রথমতঃ ছদ্মবেশী পার্শ্বচর সোণামনির সাদরঅভ্যর্থনায়, দ্বিতীয়তঃ, ছদ্মরাজবেশিনী কামিনীর আলোকময় ও মনোমুগ্ধকর অপরূপ রূপদর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার প্রস্থানকালে, একটু বিশেষ চাতুরীখেলিয়া সোণামনি তাঁহাকে মৃদুমধুর বচনে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

গোমস্তা। আমি মেদিনীপুরের বিখ্যাত সওদাগর শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র মহাশয়ের লোক।

বাঁশী। (সোণামনিকে) দেখ্‌লেন গা, আমি যা বলেছিলাম, তা ঠিক্ কি না?—আমি যে মেদিনীপুরের পূর্ব্বঘাটে নিজে দেখেছি!

সোণামনি। তুমি একজন পাকা লোক; তুমি যা দেখেছ তা খুবই ঠিক্, তা কি আর কখনও বেঠিক্ হবার সম্ভব আছে! (কামিনীকে আস্তে আস্তে, হাসিয়া হাসিয়া) শুন্‌লি লা, কামিনী, কোথাকার নৌকা?—আর কিছু কোন রকম সন্দেহ আছে কি?—এখন্ ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে থাক, বোধ হয়, তোমার গুণমণি চিন্তামণি গোমস্তা দ্বারায় সন্ধান লইতেছে।

কামিনী। এখনও ভাই বিশ্বাস নাই, কতদূর গিয়া কি দাঁড়ায় কে জানে! তোমা দ্বারা অসাধ্য সাধন হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার যে কপাল মন্দ!

সোণামনি। আর কোন ভয় নাই। এখন দেখ, আমার যেরূপ সাজ-পোষাক হইয়া, রূপ-আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে আমাকে সেই সোণামনি বলিয়া চিনিতে পারিবে না, কিন্তু আমার কথা তাহার বিলক্ষণই শোনা আছে, আর আমিই তাহার সঙ্গে সেখানে অনেক রকম আলাপ-বার্ত্তা করিয়াছিলাম, সুতরাং পাছে কোন রকমে বুঝিতে পারে, এজন্য আমি গম্ভীর ভাবে নীরবে রহিব; আদৌ কথা কহিবনা; কেবল দর্শন মাত্র শির নত করিব জানিবে।

যাহা হউক, কামিনী সুন্দরীর পক্ষেত এইরূপ বিলি ব্যবস্থা হইয়া থাকিল। ও পক্ষে গোমস্তা মহাশয় যাইবামাত্র, কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, মহাশয়!. কি জেনে শুনে এলেন?

গোমস্তা। তবে শুন, কুমার! উনি কাশ্মীর প্রদেশীয় রাজপুত্র, উহাঁর নাম, "জয়পাল"—তুমি এখনই যাও, সমস্ত জানিতে ও বুঝিতে, নিজেই পারিবে।

কুমার। আচ্ছা, আপনার ইচ্ছানুসারে, আমাদের এই ডিঙ্গি একখান লইয়া, তবে চলিলাম।

গোমস্তা। আচ্ছা, যাও; অধিক বেলা করিও না! আর প্রথম আলাপেই সেখানে, অনুরোধে পড়িয়া জলগ্রহণ বা কোন কিছু আহারাদি করিওনা।

কুমার। না, না, গোমস্তা মহাশয়!—সে আর বলিয়া দিতে হইবেক না।

তৎপরে, অতিতৎপর হইয়া, কুমার-চন্দ্র ভদ্রোচিত সাজ-সজ্জা করিয়া, আপন ডিঙ্গীযোগে কামিনীর নৌকাভিমুখে "দুর্গে! শ্রীদুর্গে!" বলিয়া যাত্রা করিলেন।

হাস্যবদনা, প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়না শ্রীমতীকামিনীসুন্দরী স্বদলবল লইয়া, শ্রীমানকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুদূরে উড্ডীয়মানা লোহিত-পতাকা-শোভিতা নৌকা আসিতে দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে মৃদুবচনে সোনামণিকে কহিলেন, ঐ দেখ্, লো, দেখ্; ঐ, বুঝি, এতক্ষণ পরে আসা হইতেছে! দেখ্ দেখ্; চেয়ে দেখ্; কেমন লট্ পট্ করিয়া ধ্বজা উড়িতেছে, নৌকাখানিও চট্ পট্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

সোণামনি। আসিবে বই কি। যদি স্থল পথ হইত, এতক্ষণে দেখিতে, তোমার কুমার-ধন ছুটিয়া ঘামিতে ঘামিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিত! ঐ যে ধ্বজা উড়িতেছে—লট্ পট্ ছট্ ফট্ করিয়া! উহা যেন তোমায় ডাকিতেছে; বলিতেছে—এস! এস!—আর কেন? আর কেন?

কামিনী। (হাত দিয়া ঠেলিয়া) তুই যেমন! আমায় কি আর ডাক্‌ছে! ও তোকে ডাক্‌ছে; এই, তোরে এসে ধ'রে দেখ্‌না!

সোণামনি! আমায় ত অনেক দিনই ডেকেছে, ধরেছেও, এইবার তোকে নিতে আস্‌ছে।

কামিনী। (হাসিয়া) তা হলে ত বাঁচি!

সোণামনি। বাস্তবিক, এইবার নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বি।

কামিনী। যাই হোক, এখন দেখ্ দেখ্! মহাপুরুষ বাহিরে কেমন—এই দিকে মুখ করিয়া—বসিয়া আছেন!

বলিতে বলিতে, ডিঙ্গাখানি কামিনীর নৌকায় আসিয়া ঠেকিল। কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল! সোণামুখী ও সোণামনি আহ্লাদে অট্ট অট্ট!—ভাবিল, এইবার চাঁদ আর যায় কোথা?

কুমার রাজপুত্রদর্শন-লালসায় প্রফুল্ল ও উৎসুক অন্তরে কামিনীর নৌকায় পদার্পণ করিলেন।

ভদ্রোচিত ও শিষ্টাচার সম্মত পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে, অথচ যথাসম্ভব ত্বরিতবেগে, শ্রীমান শ্রীমতীর নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। সোণামনি, সোণামুখী ও বেঁটেগিন্নী কপালে দক্ষিণ হস্ত সংলগ্ন করিয়া, স্ব স্ব শিরোদেশ নত করিলেন। কামিনী "আস্তে আজ্ঞে হোক, আস্তে আজ্ঞে হোক্" বলিয়া, সবিনয় পূর্ব্বক, কুমারের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করাইলেন। পাছে কোন রকমে চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায়, সম্পূর্ণ পূর্ব্ব পরিচিতা সোণামনি, যেন কোন ব্যাপদেশে, তথা হইতে আপাততঃ চলিয়া গেল। কামিনী স্বর্গানন্দ অনুভব করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সোনামুখী পার্শ্বচর ও বেঁটেগিন্নী দ্বারবান্ হইয়া যথাস্থানে সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়পালরূপিণী কামিনীর অতি সুন্দর ও বহুমূল্য রাজবেশ ভূষা এবং পার্শ্বচরদ্বয়ের শাণিত সমুজ্জ্বল তরবারি-খচিত সাজ-সজ্জা, প্রথমেই নিরীক্ষণ করিয়া, ব্যবসায়ি-সুত কুমার এককালে বিস্ময়-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন! দ্বিতীয়তঃ, রাজপুত্রের কোকিল কণ্ঠ-নিঃসৃত পীযুষময় অভ্যার্থনা-বাক্যে বিমোহিত হইলেন!

তৃতীয়তঃ, এইরূপ অপরূপ রাজপুত্রের অদৃষ্টপূর্ব্ব আকার প্রকার দর্শনে কিয়ৎকাল নিস্পন্দ ও নির্বাক্ হইয়া রহিলেন!

কুমার এইরূপে কিয়ৎকাল কামিনীর শ্রীমূর্ত্তিসুধা পান করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন—আপনারই নাম "জয়পাল?"

জয়পাল। (ঘাড় নাড়িয়া) আজ্ঞা!

কুমার। পার্শ্বচর দুইটীর নাম কি?

জয়পাল। মদন ও মাণিক্য।

কুমার! ঐ দ্বারবানটীর নাম কি?

জয়পাল। রামসিং পাড়ে! আমারা "পাঁড়েজী, পাড়েজী" বলিয়া ডাকি।

কুমার। আপনি যেরূপ রাজা, তদুপযুক্তই সব চর অনুচর বটে।

জয়পাল। আজ্ঞা,—না।—আমি আর কিসের রাজা? তার আবার চর অনুচর।—আপনিও যেমন।

কুমার। আপনার সহিত শুভ সাক্ষাতে, আলাপ পরিচয়ে পরম চরিতার্থতা লাভ করিলাম ও অতীব সুখী হইলাম!

জয়পাল-রূপধারণী, নিজপতিমুখে পতির নাম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়ের নামটী কি?

কুমার। আমার নাম "কুমার"। আপনার নাম ত "জয়পাল"।

জয়পাল। যা একবার শুনেছেন, অবশ্যই তাই।

কুমার। আচ্ছা, আমি লক্ষ্য করিতেছি—আপনাদের দেশের পুরুষ লোকের বক্ষঃস্থল এত স্থূল হয় কেন, বলুন, শুনি? কই, আমাদের দেশে ত এতদুর কথন কাহারও দেখি নাই!

জয়পাল। (কিঞ্চিৎ উচ্চ হাস্য করিয়া ওহো! তাহার মানে আছে। আমাদের দেশে পুরুষমাত্রকে কুস্তি করিতে হয় কিনা; দিন দুইবার করিয়া করিতে হয়; তাই, মুদ্গর চালনায়, বুক এত প্রশস্ত ও পীন হইয়া উঠে। আপনি পোষাকের উপর হইতেই স্থূল বলিতেছেন; না জানি, ভিতরটা দেখিলে যে কি বল্লেন, বলিতে পারিনা আর আপনাদের দেশে কুস্তির চর্চ্চা আদৌ নাই, সুতরাং আপনাদের বক্ষঃস্থল আমাদের মত কখন হয় না।

কুমার। আচ্ছা! আর একটা দেখিতেছি—আপনারা কতক কতক আমাদের দেশীয় মত।

জয়পাল। আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! হইবারই কথা। এসব অঞ্চলে, আমার পিতার প্রায় সর্ব্বদাই, কোন না কোন প্রয়োজন সাধনায়,—অর্থাৎ জলবিহারে, বায়ু পরিবর্ত্তনে, বা জিনিষ পত্র ক্রয় বিক্রয়ে বিলক্ষণ গতিবিধি ছিল। তাই, তিনি এই অঞ্চল প্রিয় হওয়ায়, ছেলে পুলে বা চাকর বাকরের নাম করণ অনেকটা এই দেশ অনুসারেই রাখিয়া দিয়াছেন। আবার অন্য নামও আছে।

কুমার। এখন বলিতেছিলাম কি,—বানিজ্যার্থে ত কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি; সে দেসের রীতি নীতি কিছুই জানিনা।—সে দেশ কিরূপ, সে দেশের লোক জন, আচার ব্যবহার কিরূপ, বলুন দেখি, একবার শুনি?

জয়পাল। আপনি যেরূপ সরল হৃদয়, সরল বুদ্ধির লোক, তাহাতে একেবারে হঠাৎ সে দেশে যাওয়া, আপনার পক্ষে ঠিক্ নহে, জানিবেন। আগে এই সব দেশে কিছুকাল বাণিজ্য

ব্যাপার শিখিয়া বুঝিয়া, পরে সেখানে যাইবেন ;—এই অধীনের যুক্তি। তার পর, মহাশয়ের ইচ্ছা।

কুমার। যেখানে সৌভাগ্যক্রমে, ভগবান্ আপনার সঙ্গে দেখা শুনা করাইয়া দিয়াছেন, সেখানে আপনার যুক্তি, পরামর্শ আগে শুনিব, জানিবেন।

জয়পাল। স্বদেশ হইলেও, পরোপকার স্বার্থে, অবশ্য তাহার দোষ-গুণ বলিব।—সে দেশের লোকগুলি, প্রায়ই, অতি কপট, ভারি ধূর্ত্ত ও নিতান্ত চতুর ; যেমন প্রতারক তেমনই প্রবঞ্চক, এ সব দেশের লোককে গাধাবৎ অতি নিরীহ বলিয়াই তাহারা জানে ; সুতরাং, মনের সাধে, নির্ব্বিবাদে ইহাদিগকে ঠকায়, একবার একমুহূর্ত্ত আয়ত্তের মধ্যে পাইলে, ছলে, বলে, কৌশলে সর্ব্বশান্ত করিয়া ফেলে।

কুমার। আর না, আর না ; যথেষ্ট বলিয়াছেন ! আপনার সহৃদয়তার গুণে অতঃপর সাবধান হইলাম।—তবে এখন যাইবনা। বাবাকে জানাইব, যে এইরূপ নানাভয়-সঙ্কুল স্থল। সর্ব্বাগ্রে, এই সব দেশ ঘুরিয়া, চলিয়া ব্যবসা চালাইয়া শিখি ; তৎপরে সকল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্যক্‌রূপ হইলে, মহাশয়ের আশ্রয়ে সেইখানে যাইব। আচ্ছা, মহাশয়ের সঙ্গে যাইলে হইত না ? তথায় আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিলে হয় না ?

জয়পাল। অনায়াসে—অক্লেশে। তবে, আপনি এই উপস্থিত, সম্মুখে এই নগরীতে যাউন। ইহা অতি সুন্দর ও খুব ব্যবসায় বাণিজ্যের স্থান ; এখানকার লোক খুব ভাল ; ব্যবসায়েরও বিশেষ সুবিধা আছে ; গেলেই ভাল রকম লাভবান

হইবেন, সন্দেহ নাই। আরও বিশেষতঃ এখানে দুই চারি জন কাশ্মিরী ধনী মহাজনও দেখিতে পাইবেন; আগে তাহাদের আলাপ পরিচয় করিয়া, তাহাদের রীতি-নীতি দেখুন, শিখুন; তার পর, কাশীতে যাউন; দিন কতক তথায় থাকিয়া, ব্যবসায়ের ধরণ ধারণ নূতন প্রকার জানুন; কাশীতে আপনার ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গই লাভ হইতে পারিবেক।—ইহা মন্দবুদ্ধি কি?

কুমার। ইহা ত অতি উত্তম যুক্তি! তাহাই করা যাইবেক। (মুচকি হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, জয়পাল মহাশয়! আর কথা জিজ্ঞাসা করি কি,—গত রাত্রে আপনার এখানে খুব নাচ-গাওনা-বাজনা হইতেছিল নয়? আহা!—দূর হইতে গঙ্গার উপর দিয়া, সে সময় তাহা বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল! গঙ্গায় সেই সঙ্গীতে প্রতিধ্বনি হইতেছিল; আমার মন একবারে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে তারপর, সমস্ত রাত্রি আমার আর নিদ্রা হয় নাই। আপনার এখানে আসিতে মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।—

জয়পাল। আসিলেই পারিতেন; আমার কাছে আপনার মত লোকের অবারিত দ্বার।

কুমার। আমার কর্ণে, সেটা বামাস্বর বলিয়া বোধ হইল, যেন সুধা বর্ষণ করিল।

জয়পাল। আপনি খুব সঙ্গীতপ্রিয়!—নয়?—সেটা বামা-স্বরই বটে।

কুমার। বামা আবার এখানে কোথায় পাইলেন! সে কে? কোথায় তার স্থিতি?

জয়পাল। সে একটী অতি নবীনা, পরমা সুন্দরী কামিনী; নাম তার, বুঝি, "লক্ষহীরা"' পালিবোত্রা সহরে কোনস্থানে অতিগুপ্ত ভাবে থাকে; সে বাজারে গণিকা নহে।—এই মাত্র জানি।

কুমার। তার গান শুনিয়া অবধি, তাকে দেখিতে বড়ই মন ছুটিয়াছে। কিরূপে একবারটী দেখা হয়, বলুন দেখি?

জয়পাল। হয়ত, আমিও পালিবোত্রায় যাইতেছি; যদি আমার সঙ্গে আপনার সেইখানে পুনশ্চ দেখা হয়, ত দুজনে সন্ধান করিয়া যাওয়া যাইবে। আর তা না হয়, আপনি একাকীই যাইবেন। ভ্রমর সুগন্ধী পুষ্প আপনিই খুঁজিয়া লয়, আপনি কি তাহা খুঁজিয়া লইতে পারিবেন না?—ভয় নাই কিছু। তবে, এক এক দর্শনীতে, এক এক লক্ষ মুদ্রা চাই। আমার নাম করিয়া গেলে, বিশেষ মান্য পাইতে পারেন।

কুমার। বিস্তর বেলা হইয়া উঠিল; চলিলাম।—জয়পালের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কিছু মনে করিবেন না। নানারূপ কথা কহিতে কহিতে, আমার কোন ত্রুটি দোষ বা অন্যায় দেখিয়া থাকিলে, আমায় স্বগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

জয়পাল। সে কি কথা! ওসব আমায় বলিবেননা, আমায় বরং মাপ করিবেন।

পরস্পর শিষ্টাচার দেখাইয়া কুমার বিদায় হইলেন।

জয়পাল-রূপিনী কামিনীর মন প্রাণ অনেকটা শীতল ও শান্ত হইল।



সুখ সম্মিলন ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশিনী রাজপুত্র রূপিণী কামিনীর আচরণে, কথায় বার্ত্তায়, পরম আপ্যায়িত ও তাহার আশ্বাস-দানে বিশ্বাস করিয়া, সওদাগর-সুত আপন নৌ-যোগে যথাস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন কখন হর্ষে, কখন বিষাদে—এই রূপে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

অবশেষে, পালিবোদ্রায় আপাততঃ যাইতে সঙ্কল্প করিয়া, সত্বর আহারাদি সমাপন করিতে দাঁড়ী মাঝীদিগকে আদেশ দিলেন। ইতি মধ্যে, তাঁহার নূতন বন্ধু জয়পালের নিকট হইতে নানারূপ মনোহর মিষ্টান্ন ও এক মহামূল্য মণি-খচিত স্বর্ণাঙ্গুরি আসিয়া উপস্থিত হইল।

তদ্দর্শনে, কুমার আনন্দে পুলকিত হইয়া, প্রেরিত লোকদিগকে আশাতীত অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।—বিদায় দিয়া, হঠাৎ বিষণ্ণ ও বিমনা হইয়া, পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া কি ভাবিতেছেন দেখিয়া গোমস্তা জিজ্ঞাসিলেন—ভাই কুমার! কি হইয়াছে, বল?

কুমার। (সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার উপস্থিত কাশ্মীর যাওয়া হইলনা! শুনিলাম, সে বড় ভয়ানক স্থান। এখন এই সন্নিকটস্থ পালিবোদ্রায় গিয়া কিছুকাল ব্যবসায় বাণিজ্য করিলে, অনেক রকমে লাভবান্ হওয়া যাইতে পারিবেক। পশ্চাৎ কাশ্মীর যাইলেই হইবে।

গোমস্তা। তাহাতে আর এত ভাবনা কি, ভাই! তাহাই হইবে। তুমি স্নান-আহার সারিয়া লও। ঐ দেখ, তোমার বন্ধুর নৌকা ছাড়িয়া দিল; আমাদেরও এখনই ছাড়িতে হইবে। বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি।

কামিনীর নৌকা ছাড়িবার প্রায় দণ্ড দুই পরে, "হরিবোল" ধ্বনিতে গঙ্গাপ্রতিধ্বনিত করিয়া, কুমারের সপ্তত্তরী ছাড়িল। বৈশাখের বৈকালীন দক্ষিণ পশ্চিমে বাতাস উঠিল, পাইল তুলিল, সপ্তত্তরী সন্ সন্ শব্দে চলিল।—একপক্ষবৎ শ্বেতবর্ণ পাইলে ও রক্তবর্ণ পতাকায়, কৃষ্ণবর্ণ জাহ্নবীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া চলিল।—ইতি মধ্যে, অনন্যগতি পতি দর্শনে উৎফুল্লা কামিনীর ত্রিশদাঁড়যুক্ত নৌকা বহুদূর গিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ, প্রকৃতির অচল অটল নিয়মানুসারে, বেলা অবসান হইয়া আসিল, দিনমণি অস্তাচল অবলম্বন করিল; পশ্চিম গগনপ্রান্ত হিঙ্গুলবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষণেক পরে, সন্ধ্যা হইল; এক এক পদ করিয়া, অন্ধকার দেখা দিল। যখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন মাথায় তারাফুল পরিয়া, লজ্জাশীলা শর্ব্বরী উপনীতা হইল।

শর্ব্বরী অপগতা হইয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীমতী কামিনীর নৌকা পালিবোদ্রায় পঁহুছিল। মারুগঞ্জের ঘাটে

লাগিল। প্রথমে সোণামনি নামিয়া মনোমত বাটীর সন্ধানে চলিল; কিয়ংক্ষণপরে, পালিবোদ্রায় বড়বাজারের সন্নিকট একটী রাজপ্রসাদসম ত্রিতল ভবন পাইয়া তাহার মাসিক শত টাকা হিসাবে ভাড়া স্থির করিয়া, স্ব-নৌকায় প্রত্যাগতা হইল।

তদনন্তর আনন্দাপ্লুতা কামিনী, দাঁড়ী-মাঝীদিগকে মনোমত অর্থে ও অন্যবিধ পুরস্কারে মহাসন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় দিলেন। পরে তিনি ঘাটে অবতীর্ণা হইয়া, সোণামনি, সোনামুখী ও বেঁটেগিন্নীকে লইয়া, পতিতোদ্ধারিণী, সর্ব্বকলুষনাশিনী জাহ্নবীর জীবনে অবগাহন পূর্ব্বক, তীরে উঠিয়া, করযোড়ে গঙ্গার স্তব পাঠ করিলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন মুখে দিয়া, এক এক গণ্ডূষ জল পানে তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক, নিজ ভাড়াটীয়া বাটীর অভিমুখে চলিলেন। দুই খানি শিবিকা (পাল্কী) ভাড়া করিয়া, তাহাতে চারিজন উঠিয়া, যাইতে আরম্ভ করিলেন।—দণ্ডেক মধ্যে, সেই রাজপ্রাসাদ-তুল্য ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিয়াছে; তপন বৈশাখীয় প্রখর তাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুধা-ধবলিত অট্টালিকা দর্শনে, নবযৌবনা কামিনীর মন প্রাণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।—সোণামনির কৌশলে ও বুদ্ধিবলে, এতদুর অনুষ্ঠানও হইয়াছে; এখন কেবল, মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বাকি। তাই, তিনি সত্বরে আহারাদি সমাধা করিবার জন্য, সোণামনিকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন।

অতি অল্প সময়-মধ্যে সোণামনি ভিন্ন সকলেরই আহার কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। পরে প্রায় সমস্ত দিবস নিরাহারা থাকিয়া, অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময়, কামিনীর পরম

সুন্দর সোণামনি, নূতন নূতন অলঙ্কার, শয্যা ও নানাগৃহ সজ্জাদি যাহা যাহা উচ্চ বার-বিলাসিনীর পক্ষে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয়, তত্তৎ যাবতীয় সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইয়া, বাজার হইতে প্রত্যাগতা হইল।

সকল স্থানেই সদসৎ ও তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক আছে। এখানেও তদ্রূপ কতকগুলি লোক এই মহাব্যাপার—অসাধারণ উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া, তৎসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অনেকেই প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু, মনোবাঞ্ছা পূরণে কেহই সমর্থ নহেন।

এই লক্ষহীরা নাম ধারিণী কামিনীর গৃহের সদর দ্বারের দুই পার্শ্বে ঢাল তরবাল খুলিয়া, যমসম দুই ভোজপুরী দ্বারবান এবং সম্মুখে এক প্রকাণ্ড ঘণ্টা লম্বমান; দ্বিতলস্থ দ্বারের দুই ধারেও ঐরূপ দুই দ্বারবান্। তাহার পার্শ্বের এক ঘরে, অর্দ্ধ-লুক্কায়িতভাবে, সোণামনি, সোণামুখী ও তদ্দেশীয় একটী সুচতুরা স্ত্রীলোক, লক্ষহীরার দুই পার্শ্বে পরিচারিকা বা উপস্থিত ব্যজনকারিণীরূপে নিযুক্তা; আর বৈটে গিন্নী মহাশয়া তাম্বুলাধি-কারিণী।—তিনি নাকি তাম্বুল-সজ্জায় অদ্বিতীয় পটু ছিলেন।

শ্রীমতী লক্ষহীরার নিজ শয়ন কক্ষ নানা অপরূপ বিমোহন, কৌতুকবর্দ্ধন ও নাগর-চিত্তরঞ্জন ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। নানা মণি-মাণিক্য-জড়িত পর্য্যঙ্ক, তদুপরি দুগ্ধফেন-নিভ কোমল উচ্চ শয্যা; ঘরের চারিদিক নানামূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তিতে পরি-শোভিত; তন্মধ্যে, শ্রীরাধার মানভঞ্জন ও হরগৌরী মূর্ত্তি ঠিক সম্মুখভাগে রক্ষিত। স্বয়ং লক্ষহীরা মোহিনী বেশ-ভূষায়, পর্য্যঙ্কোপরি নায়ক প্রতীক্ষায় উপবিষ্টা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন কীর্ত্তিচন্দ্রের হৃদয়-চন্দ্র শ্রীমান কুমার পালিবোদ্রায় মারুগঞ্জ ঘাটে সপ্ততরী লইয়া উপনীত হইলেন, তখন বেলা ঝিকিমিকি। তাঁহার গোমস্তা চণ্ডীচরণ বণিক নৌকা হইতে সত্বর অবতরণ পূর্ব্বক, গঞ্জে প্রবেশ করিয়া, একটী মহাজনী আড়ত স্থির করিলেন।

কুমারও অবতরণ করিয়া, বৈকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, একাকী নগরী পরিভ্রমণে এবং কাশ্মীর রাজপুত্রের ও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষহীরার সন্ধানে বহির্গত হইলেন।—নানাস্থান দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু, জয়পালদেব নামে কাশ্মীর রাজপুত্রের উদ্দেশ ত কোথাও পাইলেন না! অবশেষে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইল, আজই যেরূপেই হউক, লক্ষহীরার সন্ধান না করিয়া কখনই ফিরিব না।

এদিক, ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে, বিধাতার কৃপায়, তিনি ঠিক্ লক্ষহীরার ভবন সম্মুখেই আসিয়া পড়িলেন, বুঝিলেন,

দুর্ম্মূল্য লক্ষহীরার বাস ভবন ইহাই হইবার সম্ভব। কিন্তু সহসা প্রবেশ করিবার বা দেখা হইবার যো নাই; যো থাকিলেও সাহস বা ভরসা হয় না। আবার শুনিলেন, শ্রীমতী লক্ষহীরার অতি কঠিন পণ এই—"যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি সদর দরজায় ঢুকিয়াই, যে ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তাহাতে নাড়া দিবেন; দিলে উপর হইতে লক্ষহীরার প্রিয়া পরিচারিকা নামিয়া আসিয়া, তাঁহাকে মনোনীত করিবেক,—তাঁহার নাম, ধাম, বংশ, মর্য্যাদা প্রভৃতি জিজ্ঞাসিবেক; তৎসমস্ত তাঁহাকে সত্যপূর্ব্বক উত্তর দিতে হইবেক। পরে রূপ গুণে মনোমত বুঝিলে, তাঁহাকেই লক্ষহীরা সমীপে যাইতে দেওয়া হইবেক; কিন্তু প্রথমেই, সেই পরিচারিকার হস্তে লক্ষমুদ্রা ঢালিয়া দিতে হইবেক।

কুতুহলাক্রান্ত কুমার ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে, জয়পালের কথা তাহার মনে হওয়ায়, তিনি দ্বারবানকে জিজ্ঞাসিলেন, বাপু! এ বাড়ীতে কাশ্মীররাজ জয় পাল দেব থাকেন বা আসেন কি?

দ্বারবান্ এই সংবাদ উপরে পাঠাইল।

সোণামনি। জয়পালের কথা শুনিয়াই নিশ্চয়ই সপ্ত-তরীর কর্ত্তা "কুমার" সমাগত বুঝিতে পারিয়া, বলিয়া দিল—উহাঁকে আর ঘণ্টা বাজাইতে হইবেক না, একেবারে বরাবর উপরে আসিতে বল।

তৎশ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া, কুমার দ্বিতলে উঠিলেন।

সোণামনি চির-প্রার্থিত কামিনী নায়ককে দেখিবা মাত্র, নাম মাত্র নিয়ম রক্ষার্থ, অন্তরাল হইতে, তাঁহার নাম ধাম,

কাজ, কর্ম্ম, মন্তব্য, প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক্ রূপ জানিয়া ও স্বহস্তে লক্ষমুদ্রা লইয়া, লক্ষহীরার ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল।

কুমার উৎসাহিতচিত্তে ধীরে ধীরে লক্ষহীরার ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যেন স্বর্গচ্যুতা কোন নবযুবতী রমণী তাকিয়া ঠেসান দিয়া ঘর আলোকিত করিয়া বসিয়া, ভ্রূ-সরাসনে আকর্ণ নয়নবাণ সন্ধান করিতেছেন; আর তাঁহার দুইপার্শ্বে দুই পরিচারিকা হীরারঝালরবুক্ত পাখার বাতাস করিতেছে। মুক্তামালা-বেষ্টিত বর্ত্তুলাকার উন্নত পয়োধরে যেন কোন প্রাণের নায়ককে আহ্বান করিতেছে! তাম্বুল-রঞ্জিত, নলক-শোভিত ওষ্ঠাধরে ঈষৎ ঈষৎ হাস্য-বিজলি খেলা করিতেছে! ক্ষীণকটি আশ্রয় করিয়া, হীরক-খচিত স্বর্ণমেখলা মনোমত বিশাল কোমল নিতম্ব পাইয়া, পরম আরামে তদুপরি স্থির হইয়া আছে!

এইরূপে মুনিমনোহরা লক্ষহীরাকে নয়ন গোচর করিয়া সরল বুদ্ধি অবহুদর্শী মুগ্ধ স্বভাব কুমার আত্মহারা হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ষোলকলা পূর্ণ কৌমুদী-দর্শনে, সাগর-বক্ষঃ যেরূপ উচ্ছ্বাসিত হয়, সেই লক্ষহীরা-দর্শনে কুমারের বক্ষঃস্থলও সেইরূপ ঘন ঘন স্ফীত হইতে লাগিল। তিনি নির্বাক, নিস্পন্দ।

চতুরা লক্ষহীরা প্রাণের নাগরের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা বাক্যে কহিলেন—যেখানে এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আসা হইয়াছে, বসতে আজ্ঞা হোক?

কুমার। আমার আর অনুগ্রহ কি?

লক্ষ। (আচম্বিতে) অনুগ্রহ বই কি! অনুগ্রহ নহিলে, দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন!

কুমার "বটে! বটে" বলিতে বলিতে, লক্ষহীরার চিবুক প্রান্ত ধারণ করিলেন। লক্ষহীরা প্রাণের নায়কের সোহাগ-ভার, নারীস্বভাব-সুলভ মানে গদ্‌গদ হইয়া কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া কহিয়া উঠিলেন—"ছি! ছি! ছি! ছি! পুরুষ-প্রাণ এতই অধৈর্য্য! এই হাতে-খড়ি বুঝি?

কুমার। তা বটে।

লক্ষ। আচ্ছা, বিবাহ হয়েছে! যদি হয়ে থাকে, সে কেমন?

কুমার। বি-বা হ! হয়েছে বটে। কিন্তু তাকে বিষ-নয়নে দেখি। তার মুখ কখন দেখি নাই।

লক্ষ। (কিঞ্চিৎ দুঃখিতা হইয়া) ভাল মন্দ ত মুখে। আপনি তাহার মুখ দেখেন নাই, তাহার রাঙ্গা চোখে কখন জল দেখেন নাই, তবে নারী-প্রেম বুঝিবেন কিরূপে? অরসিক ত নারীর যতন জানেনা।

(রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।)

নারীর যতন, জানেনা যে জন,
কি আর বলিব তারে!
তাহার তুলনা দিতে, আছে এ ভারতে,
(যথা) হনুমান কাটে দাঁতে, মুক্তামালা পেয়ে করে॥

ঠিক্ কিনা রসিক-নাগর?—প্রেমের সাগর!—রাগ করিতেছ নাকি?—(গলা ধরিয়া) আমি, ভাই, তোমারই,

তোমা বই আর কার নই।—কিছু মনে করিওনা ভাই, মাথা খাও!

কুমার। তুমিই আমার মাথাটী আগে খেয়ে বসে আছ! তোমার মাথা আর খাব কি।—যে খুলেছ সুধার খনি— আমি কি আর আমাতে আছি ধনি।—মাইরি, লক্ষহীরে!

লক্ষ। আর ঠাট্টায় কাজ কি ভাই!

কুমার। আমাকে ব্যাবসাদারের ছেলে বলিয়া, মিথ্যুক বা প্রতারক জ্ঞান করিওনা, ভাই!

লক্ষ। না, না—রাম! প্রাণান্তেও নয়!—বলিতে সাহস হয় না, না বলিও চলেনা; একটু জল খাবেন কি? শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এসেছেন!

কুমার। আজ আর নয়! এখন চলিলাম। তোমার হাতে প্রাণ দিয়ে, এখন চলিলাম।

লক্ষ। মাথা খাবেন, মরা মুখ দেখ্‌বেন্ (কাঁদিতে কাঁদিতে) কাল আস্‌বেন, বলুন?

কুমার। স্ত্রীজাতি ভগবতীর অংশ; এই তোমায় ছুঁয়ে বল্‌ছি, নিশ্চয়ই আস্‌ব।

লক্ষহীরা। তবে, আস্‌বেন্ আসবেন আস্‌বেন্! এই তিন সত্য যেন মনে থাকে!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার এইরূপে লক্ষহীরা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ ও তাহার অমৃতায়মান সুমধুর বচনে পরম আপ্যায়িত হইয়া, মৃদু মৃদু পদবিক্ষেপে চলিলেন। চলিলেন—অগত্যা, কেবল গোমস্তা দাদার ভয়ে!—গোমস্তাদাদাকে ভুলাইবার জন্য, কত কি মতলব আঁটিতে আঁটিতে, রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়ে, তিনি বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

গোমস্তা। কি হে ভাই, এত রাত্রে কোথা হইতে? এ সব তোমার অপরিচিত স্থান!

এখন লম্পট-পদ-বিহারী কুমার-ধন অনায়াসে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিয়া ফেলিলেন—গোমস্তা দাদা! সেই যে, সেই কাশ্মীর রাজপুত্র! তারই কাছে এতক্ষণ কত গল্প স্বল্প হইতেছিল!—সে কি ছাড়ে, দাদা! কাল আবার গেলে, আর হয়তঃ আস্‌তে দেবেনা।

গোমস্তা। যা ভাল বুঝ, করিও। এখন আহার করিয়া শয়ন করগে যাও।

কুমার, গোমস্তা দাদার অনুরোধে কেবল অল্প মাত্রায় আহার করিয়া লক্ষহীরার ভাবনাই ভাবিতে ভাবিতে, নামমাত্র তন্দ্রাক্লিষ্ট হইলেন।

এইরূপ কোন মতে, শয্যাকণ্টকে তাঁহার যাতনাদায়িনী নিশা অবসান হইল।—পরে, অরুণোদয়ে উত্থিত হইয়া, তিনি, প্রাণের লক্ষহীরার সমীপে আজ দিবাভাগে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া, গোমস্তাদাদাকে বলিলেন—দাদা! এদিকে ব্যবসার বিষয়ে, তুমিইত দেখিবে, শুনিবে। আমি আর কি বেশী করিব বুঝিব?—আমি আজ কেন, যতদিন সেই রাজপুত্র এখানে থাকেন, আমি তাঁহার কাছে এবেলা আহারাদি করিয়া যাইব, ও বেলা সেই খানেই আহারাদি করিব; আমি আর আসিব না, একবারে প্রাতে উঠিয়া আসিব; আমার জন্য তুমি ভাবিওনা; ভাবিবার কোন কারণই নাই।

প্রাচীন সরলবুদ্ধি গোমস্তা মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। এবং কুমারের প্রয়োজন মত সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন।

কুমার আহ্লাদে অট্ট অট্ট হইয়া, তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহার সাধিলেন এবং মনের মত গোমস্তা দাদাকে জলবৎ বুঝাইয়া সুঝাইয়া, তড়িদ্বেগে, দুই প্রহর অতীত হইতে না হইতেই, বহির্গত হইলেন।

এখানে শ্রীমতী লক্ষহীরা ঊর্ণনাভীবৎ মায়া-জাল বিস্তার করিয়া আছেন। তবে, তিনি এতদূর বুঝিতে পারেন নাই যে, কুমার এত সকাল সকাল তৎসকাশে প্রত্যাগত হইবেন।

যাহা হউক, তাঁহার জীবনাবলম্বন প্রাণসখাকে এরূপ সময়ে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিল! তাঁহার এত দিনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার যে প্রশস্ত পথ হইল, তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। তাই, প্রাণাধিক কুমারকে কহিলেন;— লক্ষহীরার জীবন সর্ব্বস্ব! তবে, তুমি আমাকে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছ!

কুমার। তা—না বাসিলে কি আর, রাত্রিতে আসিবার কথা, এই দিনমানেই আসিয়া পড়িলাম!—বাস্তবিকই লক্ষহীরে! আমি কালকে যে কিরূপে তোমার কাছ হইতে চলিয়া গিয়াছি, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।—আমি যেন শূন্যপথে, শূন্যভাবে চলিয়া গিয়াছি।—মনপ্রাণ আমার তোমার কাছেই ছিল। সমস্ত রাত্রি কিছুই নিদ্রা হয় নাই—হট্ ফট্ করিয়াছি! কেবল গোমস্তা দাদার ভয়ে মনের বেগ চাপিয়া, ছিলাম।

লক্ষহীরা। তাত ভাই, এরূপ হইবারই বিষয়। ভাল-বাসার ত এই ধরণ। এখন, তুমি আর বেশী কথা কহিও না, ঘুমাও। আমি তোমার পদসেবা করি। জীবন চরিতার্থ করি। নারীজন্ম সার্থক করি।

কুমার। না, ভাই, তোমায় পদ-সেবা করিতে হইবেনা। বরং আমি তোমার এই কোলের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাই। তাতে ত তোমার কষ্ট অনুভব হইবে না?

লক্ষহীরা। না, না। সে কি কথা!

কুমার। তবে তুমি আমার সাধ অনুযায়ী কোল পাতিয়া বস, আমি তোমার কোলে শুই, এবং নিরুদ্বেগে সতৃপ্তিতে ঘুমাই।

এই বলিয়া, তিনি লক্ষহীরার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং উর্দ্ধমুখে মোহিনীর মোহন রূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মোহাবেশে অনতিবিলম্বেই নিদ্রাগত হইলেন।

এইরূপে সুখ-নিদ্রায়, কুমার লক্ষহীরার স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র, মূর্চ্ছাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়াই, গমনোদ্যত হইলে, লক্ষহীরা কহিলেন,—আবার কখন্ আস্‌বেন, বলুন?

কুমার। আর আসা!

লক্ষ। কেন?—কি হয়েছে?

কুমার। আর, ভাই, এখন হাতে টাকা নাই। আজ গিয়া গোমস্তা দাদাকে কিছু টাকা আনিতে পাঠাইব, তার পরে, তিনি টাকা লইয়া আসিলে, আমি এখানে আসিব।

লক্ষ। সেত আর এক দিনের রাস্তা নয় যে, তিনি এখনই টাকা লইয়া ফিরিবেন।—আমি তোমায় বারেকও দিনান্তে না দেখিয়া থাকিতে পারিবনা।—নিশ্চয়ই মরিয়া যাইব।

এই বলিয়া লক্ষহীরা, কুমারের পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুমার। তবে কি করিতে হইবে, বল?

লক্ষ। এক কাজ কর; তোমার যত টাকা দরকার হইবে, আমার জানা-শুনা একটী বড় মহাজন আছে তার কাছে উপস্থিত ধার কর; পশ্চাৎ শোধ দিলেই চলিবে। আর যদি কোন কারণ বশতঃ একান্তই নগদ টাকা নাই দিতে পারে, তোমার হাতে যত খানি ছাপ আছে; ঐ কয়খানা বাঁধা রাখিও।

দিতে না পারেন, তবে, আপনাকে তথায় গিয়া আমাদের মহাজনের যথা আদেশ পালন করিতে হইবে। কেবল লক্ষ্মীবার উপর বিশ্বাস করিয়াই, কল্য রাত্রে আপনাকে অতটাকা দেওয়া হইয়াছিল। এক সপ্তাহ গৌণ সহিবেনা, জানিবেন।

কুমার। (চোরের মত) যা ইচ্ছা, কর। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল, অবশ্যই ভুগিতে হইবে।



বিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে, লক্ষহীরাবেশিনী কামিনী স্বদল সহিত, গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ বাটী ভাড়া করিয়াছেন। নিজে মহাজন বা ধনী সাজিয়াছেন এবং সোণামনি প্রভৃতি সহচরভাবেই আছে।

এই মহাজন-সম্মুখে, কুমার ধৃতভাবে আনীত হইলে, তিনি রোষ-কষায়িত নয়নে বলিলেন—ইহার হস্তবন্দন মোচন করিয়া দাও এবং আমার নজরবন্দিতে রাখ। কল্য, আমি, এরই সাত ডিঙ্গা সমভিব্যহারে, এরই দেশের দিকে, জল-বিহার করিতে করিতে যাত্রা করিব; এ যেন সমস্ত রাস্তা আমায় তামাক সাজিয়া দেয়। ইহার নাম আমি "রামদাস" রাখিয়া দিলাম।

এইরূপে রামদাস-নামধারী কুমার মহাজনের তামাক সাজিবার ভার পাইয়া, পর দিন তৎসঙ্গে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অদৃষ্টের বা কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া, কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য না করিয়া, যখনই শুনেন "রামদাস! তামাক সাজ"—তখনই তামাক সাজিয়া মহাজনের হাতে দেন।

মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, ধনীমহাশয় বলিলেন, দেখ, রামদাস ! তোমার তামাক সাজিবার কার্য্যে, আমি, তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তজ্জন্য, লক্ষটাকা আমি রেহাই দিয়া, এই সাত ডিঙ্গা তোমায় প্রত্যপণ করিলাম। তুমি ইহা লইয়া স্বদেশে যাও, আমরা যথাস্থানে চলিয়া যাই।

এই বলিয়া মহাজন-রূপিণী কামিনী তথা হইতে রামদাস রূপী কুমারকে ছাড়িয়া দিয়া, অতি সত্বরে দ্রুত নৌকাযোগে শ্বশুরালয় ফিরিয়া আসিলেন।—তখন, যে যেমন সে তেমনই হইল। সাত ডিঙ্গা লইয়া কুমারের বাটী পৌছিতে বিলম্ব পড়িল।

কুমারকে মঙ্গলমতে স্বগৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া, তাঁহার পিতামাতার আনন্দের আর অবধি রহিলনা।

নানা কথা বার্ত্তার পর পিতা কুশল সমাচার জিজ্ঞাসিলে কুমার সত্যকথা গোপন করিয়া কহিলেন, পিতঃ ! আজ কাল ব্যবসা বানিজ্য তত সুবিধা নহে, অধিকন্তু বিদেশে লোকের বড়ই ব্যায়রাম হইতেছে, তাই আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

অনন্তর কুমার পিতামাতার চরণযুগলে প্রণাম করিয়া, কামিনীর অবস্থা দেখিতে, উপর তালায় উঠিলেন। দেখেন, সেইরূপ তালাবন্ধই আছে। পরে, তালা খুলিয়া, যেমন পাদুক প্রহারে উদ্যত হইবেন, অমনি তিন দিক হইতে তিনজন—কমলা, সোণামনি ও সোণামুখী—ছুটিয়া আসিয়া, কুমারের হাত ধরিয়া, তাহাদের সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ খুলিয়া বুঝাইয়া বলিল।

কুমার, তখন, নারীর অকার্য্য বা অসাধ্য কিছুই নাই, প্রত্যক্ষ দেখিয়া, একবারে অবাক্ ও অধোবদন হইলেন।

শ্রীমতী কামিনী-সুন্দরী, শ্রীমান কুমার-ধনকে এইবারে মুষ্টিগত পাইয়া, মনের সুখে তৎসঙ্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রসিক-শিরোমণি কালিদাস এই আশ্চর্য্য নারী-চাতুরীর কথা শেষ করিলে পর, মহামতি বিক্রমাদিত্য কহিলেন—"হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য! আমি নারী-চরিত্র ও নারী-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিলাম।"

সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

একদা, প্রতাপশালী নরাধিপতি বিক্রমাদিত্য নবরত্নে পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টমনে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে কোন এক পণ্ডিত কথা উত্থাপন করিলেন যে, নারীজাতি বুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রাধানা।

তৎশ্রবণে, রাজা কহিলেন,—মৌনবতী ভানুমতী, নারীর মধ্যে প্রধানা সত্য, কিন্তু শুদ্ধ রূপেতে সুন্দরী, এতাদৃশী নারী ভুবনমধ্যে দুর্লভা নয়; রূপে গুণে সমান একমাত্র মৌনবতী ভানুমতীতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

সভামধ্যে নরপতির এতাদৃশী কথা শুনিয়া স্পষ্টবক্তা রসিক চূড়ামণি কালিদাস বলিয়া উঠিলেন, পূর্ব্বকালে কামিনী-নাম্না নারী-শিরোমণি এক রমণী ছিলেন, তাঁহার কাছে, এই দুই রাণী গণনীয়াই নহেন।

এরূপ অপরূপ বিপরীত বাক্য শ্রবণে, ভূপতি কহিলেন, ওহে পণ্ডিতপ্রবর! যদি এরূপই হয়, তবে সে কমনীয়া কামিনী কোথাকার ও কোথায়?—তদপূর্ব্ব কাহিনী আমায় বিশেষ করিয়া বল। তাহা জানিতে, আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সর্ব্বতত্ত্বানুসন্ধিৎসু রাজার এতাদৃশ ঔৎসুক্য দর্শনে, কালিদাস কহিলেন, হে জ্ঞান-সর্ব্বস্ব নরপতে! তবে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।—



৪৫৩

সচিত্র

কামিনী-কুমার

বা

প্রেম-লীলা।



১১২ নং অপার চিৎপুররোড হইতে

শ্রীশান্তিরাম দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] মূল্য ।১০ মাত্র।

কামিনী-কুমার

বা

প্রেম-লীলা।

শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

১১২ নং অপার চিৎপুররোড হইতে
শ্রীশান্তিরাম দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬৮ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, চৈতন্য প্রেসে
শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।